চাঙমা দাগ কথা

বাংলা ভাবার্থসহ চাকমা প্রবাদ প্রবচন

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Abhijnanada Bhante

𑄌𑄧𑄚𑄴𑄌𑄢𑄴 𑄇𑄌

চাঙমা দাগ কধা

সংগ্রহ ও সম্পাদনায় :
জ্ঞানদর্শী চাকমা
তিলক জ্যোতি চাকমা
লোকজ্যোতি চাকমা

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
সন্তোষিত চাকমা বকুল, সভাপতি, চাঙমা একাডেমি, খাগড়াছড়ি
মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা, নির্বাহী পরিচালক, জাবারাং কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি

প্রকাশকাল : মার্চ ২০১৫

প্রকাশক
চাঙমা একাডেমি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা
ও
জাবারাং কল্যাণ সমিতি

মূল্যঃ ১২০.০০ (একশত বিশ) টাকা

সহযোগিতায়
সিএইচটিডিএফ-ইউএনডিপি

মুদ্রণে : বনতুলি এ্যাড, বান্দরবান, ফোন: ০১৫৫৮৬০৩০৬৬

ISBN : 978-984-33-9004-2

CHANGMA DAGA HADHA (A Book of Chakma proverbs), Collectedand Edited by Jnanadarshi Chakma, Tilak Juouti Chakma and Loka Jorti Chakma, March 2015, Khagrachhari, Bangladesh, published by Changma Academy and Zabarang Kalyan Samity, supported by CHTDF-UNDP

ৰইৰ ১৫ ৫৯

(চাঙমা দাগ কথা)

সংগ্রহ ও সম্পাদনায় :

জ্ঞানদর্শী চাকমা

তিলক জ্যোতি চাকমা

লোকজ্যোতি চাকমা

সভাপতি
চাঙমা একাডেমী
ফোন -০৩৭১-৬২১০৯; ০১৫৫৪৬০৫১৯১
ই-মেইল bakulchakma1@gmail.com

নিজস্ব বর্ণমালার মাধ্যমে চাকমাদের জাতীয় সাহিত্য বিকাশ করতে আগ্রহ ও উদ্যোগ নেই। চাকমাদের পূর্ব পুরুষেরা বর্ণমালা সৃজন করে সংরক্ষণ রেখে গেছেন।সচেতনতা ও বাস্তবমূখী উদ্যোগের অভাবে চাকমা সাহিত্য এখনো বিকশিত হতে পারেনি। নিজস্ব ভাষা ও নিজস্ব বর্ণমালার মাধ্যমে চাকমা সাহিত্য বিকশিত করা খুবই সহজ ব্যাপার।কারণ, চাকমা ভাষার উচ্চারণ অন্য বর্ণমালায় লেখ্য উচ্চারণ শুদ্ধ হয় না।

চাকমা সমাজে আবহমান কাল থেকে চাঙমায় দাগ্‌কধা বা চাকমা প্রবাদ প্রবচন চাকমা ভাষা ও সাহিত্যকে উচ্চতর শিখরে অধিষ্ঠিত করেছে। এসব চাকমা প্রবাদ একদিকে যেমন চাকমা জাতি হিসেবে পরিচয় দান করেছে তেমনি চাকমা জাতির পরিচয়কে স্বকীয়তা দান করেছে। তাই চাঙমা একাডেমি "দাগ কধা" নতুনভাবে চাঙমা হরফে ছাপানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং চাঙমা একাডেমির কিছু উদ্যোগী সদস্য'চাঙমা দাগ কধা' সংগ্রহ করে প্রকাশের কাজকে সহজ করে রাখে। এই গ্রন্থে এযাৎ যে সমস্ত লেখক কর্তৃক সংগৃহীত প্রবাদ প্রবচন থেকে সংগ্রহ করে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

এসব দিক বিবেচনা করে চাঙমাউচ্চারণকে বাংলায় এবং এর ভাবার্থ বোঝার জন্য প্রচলিত চাঙমা দাগ্‌কধা,প্রকাশ করা প্রয়োজনীয়তা তাগিদের অনুভব থেকে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার অন্যতম স্থানীয় এনজিও 'জাবারাং কল্যাণ সমিতি'র মাধ্যমে ইউএনডিপির আর্থিক অনুদানে "চাঙমা একাডেমী" পান্ডুলিপিটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। জাবারাং কল্যাণ সমিতির কর্মকর্তাগণ পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশে আন্তরিকভাবে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন। তাই, আমি ইউএনডিপি কর্তৃপক্ষ ও জাবারাং কল্যাণ সমিতির কর্মকর্তাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

চাকমাদের গোত্র ও অঞ্চল ভিত্তিক উচ্চারণ বানানরীতিকে মাথায় রেখে আমাদেরকে অগ্রসর হতে হবে। এরপর যৌক্তিক বিষয় গুলো পরবর্তী মুদ্রণে তা পরির্মাজন ও সংযোজনের প্রচেষ্টা চালানোর প্রত্যাশা রেখে এ গ্রন্থ প্রকাশ করা হল। আশা করি সম্মানিত পাঠকগণ গ্রন্থের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং পরবর্তী সংস্করণে তা পরিমার্জনের সুযোগ দিবেন। প্রাপ্ত ভুল সংশোধনের জন্যেচাঙমা একাডেমির বরাবরে সুচিন্তিত মতামত প্রদানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো। আমি আশা করি গ্রন্থটি পাঠকবর্গের কাছে সমাদৃত হবে।

সন্তোষিত চাকমা বকুল

মুখবন্ধ

চাঙমা লোকসাহিত্যের সমৃদ্ধ একটি শাখা হলো প্রবাদ প্রবচন, যা চাকমা লোকসমাজে 'দাগ কধা' নামে অধিক পরিচিত। সমাজের নানা অসংগতি, উপদেশ, প্রেম, প্রতিবাদসহ নানা মানসিক অনুভূতি প্রকাশের জন্যে সহসা ছন্দে ছন্দে যে বাক্য প্রয়োগ করা হয়, তা-ই যুগে যুগে প্রবাদ প্রবচন হিসেবে পরিচিত। মানুষের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালব্দ চিরায়ত জ্ঞান ও নানা ঘটনাপ্রবাহকে ঘিরে যে অর্থবোধক উক্তি, উপদেশ, ইঙ্গিত আর ব্যঙ্গ সমাজে প্রচলিত রয়েছে, তা-ই প্রবাদ প্রবচন। জুমিয়া চাকমা সমাজে প্রচলিত 'দাগ কধা'গুলোর বেশির ভাগই মানুষের প্রতি উপদেশমূলক উক্তি। কেউ যদি অন্যের বুদ্ধিমাফিক কাজ করার কারণে বিপদে পড়ে অথবা নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে কোন কাজ না করে, তখন বয়স্কজনরা বলেন- 'আমন বুদ্ধি লই তরে, পরর বুদ্ধি লই মরে'। অর্থাৎ আপন বুদ্ধিতেই মানুষ কার্যসিদ্ধি করতে পারে। পরের বুদ্ধিতে চললে কোন উদ্দেশ্যই সফল হয় না। অথবা কেউ কেউ এ ক্ষেত্রে উপদেশ দেন- 'লাদা অউক পাদা অউক ভাত্তুন পারা ন অয়, পরেয়্যা মারে মা দাগিলেও আমন মা পারা ন অয়'। পৃথিবী উপাদেয় খাদ্য যাই থাক তার কাজ ভাতের মতো হয় না। পরের মা যতই ভালো হোক নিজের মায়ের মতো হয় না। কেউ সীমা অতিক্রম করলে চাকমা বয়স্করা পরামর্শমূলক কথা বলেন- 'ইক্ক হ্লে কারাহ্ কারি, দিবা হ্লে আরাআরি, তিন্ন হলে আঘাআঘি'। যে কোন কিছুই পরিমিত হলেই সকলের কাছে সমাদৃত হয়। পরিমাণের চেয়ে একটু বেশি হলে কার চেয়ে কে একটু বেশি নেবে, তা নিয়ে কাড়াকাড়ি হয়। যদি প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি হয় তাহলে অবশ্যই বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেউ যদি কাজের চেয়ে বেশি কথা বলে, তখন তাকে ইঙ্গিত করে বলা হয়- 'মুঅ গুণে বেঙ মরে'। অর্থাৎ মুখের দোষেই ব্যাঙ মরে। যার সমরূপ বাংলা প্রবাদ অনেকটা- আপনা মাংসে হরিণা বৈরি। বিপরীতে 'বোবার শত্রু নেই'ও বলা যেতে পারে। আদিবাসী সমাজে সাধারণত মজবুত কোন ভবিষ্যত পরিকল্পনা দেখা যায় না। যখন বিপদটা একেবারে সামনে এসে পড়বে, তখনই পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন একসাথে করতে হয়। তাই আগে থেকে কোন কিছু প্রস্তুত না থাকলে বুড়োরা বলেন- 'এত্য এলে তে গাছ তগাতগি'। জংলি হাতি আসার আগে গ্রামের কোন প্রস্তুতি নেই। যেই না হাতিটা এসে হামলা শুরু করবে। তখনই উঁচু গাছ সন্ধানে হুড়োহুড়ি লেগে যায়।

এই যে সহজ সাবলিল এবং গণমানুষের মুখের ভাষায় নিত্য প্রয়োজনীয় বাণী, তা একমাত্র নিঃসৃত হতে পারে প্রবাদ প্রবচনের মধ্য দিয়ে। চাঙমা একাডেমি দীর্ঘদিন ধরে চাঙমা ভাষা ও সংস্কৃতি বিকশিত করার লক্ষ্যে নানা উদ্যোগ বাস্তবায়ন করে আসছে। মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জাবারাং কল্যাণ সমিতি ও চাঙমা একাডেমি কিছু কিছু ক্ষেত্রে একসাথে কাজ করতে শুরু করে। ভাষা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে চাঙমাদের সমৃদ্ধ এই লোকসাহিত্যের শাখা 'দাগ কধা'র অভাব অনুভূত হওয়ায় গত বছরের শেষের দিকে ইউএনডিপি-সিএইচটিডিএফ সহায়তায় এই দুই সংস্থা একসাথে কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রাথমিকভাবে আমরা চাঙমা অভিধান, চাঙমা প্রবাদ প্রবচন ও চাঙমা ছড়া সংকলন দিয়ে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করেছি। ভবিষ্যতে অর্থসংস্থান করা সম্ভব হলে মারমা ও ত্রিপুরা ভাষায়ও অনুরূপ প্রকাশনা বের করার আকাঙ্খা মনে থেকে গেল। এই প্রকাশনাটি বের করার ক্ষেত্রে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা
নির্বাহী পরিচালক
জাবারাং কল্যাণ সমিতি

প্রাসঙ্গ কথা

চাকমা জাতির প্রাচীন লোক সাহিত্য খুবই সমৃদ্ধ ছিল। প্রাচীন লোক সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শাখাগুলি ছিল- গীতিকা (রাধামন ধনপুদি পালা, চাদিগাং ছাড়া পালা, স্বর্গ পালা ইতাদি); বারমাসি (চান্দবি বা মাস, কৃবাবি বারমাস, ম্যায়াবি বারমাস, চিত্রা লেগা বার মাস); দাগ কধা (প্রবাদ প্রবচন); বানা (ধাধাঁ); উভগীত; বিভিন্ন রূপকথা; ছড়া; ওলি বা ঘুম পাড়ানির গান। এসব লোক সাহিত্য খুবই উন্নত হলেও নিজস্ব বর্ণমালায় প্রকাশিত বই পাওয়া যায় না। শ্রদ্ধেয় বঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ান ও বিরাজ মোহন দেওয়ান এবং অন্যান্য লেখকগণ চাকমা জাতির উপর প্রকাশিত বই চাকমা ভাষা বাংলা হরফে ব্যবহার করা হলেও সেখানে উচ্চারণগত অনেক তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য, চাকমা বর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে শুদ্ধ উচ্চারণ যেভাবে পাওয়া যায়, সেভাবে বাংলা হরফে লিখলে তা পাওয়া যায় না। এর অন্যতম কারণ, চাকমা বানানরীতি এবং বাংলা বানানরীতির মধ্যেকার পার্থক্যকে এক করে দেখা। এমনও দেখা যায়, চাকমা বানান রীতিকে বাংলা বানান রীতির মতো করে উচ্চারণ করা হয়। ফলশ্রুতিতে, উচ্চারণগত তারতম্যের ফলে চাঙমা উচ্চারণকে বিকৃতভাবে উপস্থাপনের ফলে অনেক সময় মূলভাব বিকৃতরূপ ধারণ করে।

এসব দিক বিবেচনা করে যুগ যুগ ধরে চাঙমা সমাজে প্রচলিত দাগ কধাসমূহ বা চাকমা প্রবাদসমূহ চাকমা হরফে দাগ কধাসমূহ সন্নিবেশিত করে পাঠক সমাজের কাছে উপস্থাপন করা হল। চাকমাদের গোত্র ও অঞ্চল ভিত্তিক উচ্চারণ বানানরীতিকে মাথায় রেখে এই গ্রন্থ প্রণয়নে চেষ্ঠা করা হয়েছে। এরপরেও ভুলক্রতি থেকে যেতে পারে। আশা করি সম্মানিত পাঠকগণ গ্রন্থের ভুলক্রতি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আপনাদের মতামত ও পরামর্শ পরবর্তী সংস্করণে তা আমাদেরকে সহযোগিতা করবে।

আশা করি, আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্ঠা পাঠকবর্গের কাছে সমাদৃত হবে।

ধন্যবাদান্তে,

জ্ঞানদর্শী চাকমা,
তিলক জ্যোতি চাকমা,
লোকজ্যোতি চাকমা

চাক্‌মা জাতি- ইতিহাসের প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আর্য্য মিত্র চাকমা[১]

চাক্‌মা ভারত, বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের একটি প্রাচীন জনগোষ্ঠী। বার্মা ও আরাকানের ইতিহাসে চাকমারা Tsak, Thek , Thet নামে পরিচিত। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কুকি বা লুসাই জনগোষ্ঠির কাছে চাক্‌মারা'তুই ছেক' নামে পরিচিত। এমনকি ব্রিটিশদের প্রাথমিক নথিপত্রে ও Tsak উল্লেখ লক্ষ্যনীয়। T.H. Lewin এ প্রসঙ্গে 'A Fly On the Wheel' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "Another and more pleasing tribe was the Tsak or chakma" (p. 133)। এ সাক্, থেক্ বা থেট্ শব্দটি পরবর্তীকালে চাক্‌মা শব্দে রুপান্তরিত হয়। চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাসের লেখক মৌলভি হামিদুল্লাহ্ খান বাহাদুর বলেছেন, "চম্পক নগর থেকে এসেছে বলে তাদেরকে বলা হয় চাক্‌মা" (পৃ:৭২)। এ প্রসঙ্গে S.P. Talukdar এর মন্তব্যটি উল্লেখ করা যেতে পারে, "The pronounciation of Thek also corresponds Saw. In other words Tsak or Thek is also spelt chaw as saw. The spelling with thcronounciation most nearer would be TSAKMA or CHAWANGMA''(p.4)

জানা যায় বান্দরবানের কোন কোন মারমা জনগোষ্ঠি চাক্‌মাদের কে 'টংকোলা' সম্বোধন করে। ধারণা করা হয়, চাক্‌মাদের ভাষা বাংলা ভাষার নিকটবর্তী বা ইন্দ- আর্য ভাষার পরিবারভুক্ত হওয়ার কারনে তারা এ সম্বোধন করে থাকতে পারে। অন্য দিকে কোলা শব্দটি সম্পর্কে জানা যায়, ".. the Indian immigrants residing in Burma known as Kola (i.e. , Kula), derived from the Indian (Sanskrit and Sanskritic) word kula which the Burmese take to mean a man of Higher status" (Abdul M. Khan, p.41)। উল্লেখ্য চাক্‌মা নিজেদেরকে 'চাংমা' বলে পরিচয় দান করে থাকে । ত্রিপুরার ইতিহাস থেকে জানা যায়, ত্রিপুরা রাজা ত্রিলোচন 'চাক্‌মা ' জয় করেন। রাজমালা বিবরণে দেখা যায়- -

এই মতে নরপতি বঞ্চে কতকাল
নানান জাতীয় বহু ছিল মহীপাল ।
কাইফেঙ্গ চাকমা আর খুলঙ্গ লঙ্গাই
তনাউ তৈয়ঙ্গ আর রয়াং আদি ঠাঁই।

---

[১]সহ-সভাপতি, চাঙমা একাডেমি ও শিক্ষক, কলেজিয়েট উচ্চ বিদ্যালয়

ত্রিপুরা রাজা ত্রিলোচনের রাজত্বকাল মহাভারতীয় যুগে বলে মনে করা হয় । কিন্তু বর্তমানে এ প্রাচীনত্ব নিয়ে গবেষকগণ দ্বিমত পোষন করেন। ধারনা করা হয়, আগরতলার সন্নিকটের চম্পকনগর, চাকমা ঘাট সন্নিহিত ইত্যাদি অঞ্চল যদি উল্লেখিত চাক্‌মা হয়ে থাকে তবে বহু পূর্বে এ অঞ্চলটি ত্রিপুরা রাজাদের কর্তৃক বিজিত হয়েছিল । পরবর্তীতে চাক্‌মারা ত্রিপুরা হতে চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রবেশ করে। অন্যদিকে পর্তুগীজদের আকাঁ তথ্যে ও মানচিত্রে 'চাকোমাস' 'চাগমা' ইত্যাদি শব্দ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে 'কর্ণফুলী' নদীর তীর ঘেষে চাকমাদের রাজ্যপাট স্থিতি ছিল বলে মনে করা হয়।

চাকমা জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে পণ্ডিতগণের নানা মত দেখা যায়। চাক্‌মা জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে সুপ্রিয় তালুকদার মনে করেন, "শাক্য বংশীয় পুরুষ এবং স্থানীয় রমনীর বৈবাহিক সংমিশ্রনে আরাকানেই চাক্‌মা জাতির উৎপত্তি" (সুপ্রিয়ঃ ১৫৮ পৃঃ)। এ সম্পর্কে অন্য মত ও রয়েছে। লোফলার মনে করেন, ''কর্ণফুলির তীর দিয়ে শাকদের বসতি বিস্তারে নতুন পরিকল্পনাই রূপ নেয় চাক্‌মা জাতির বিকাশে "(ভক্ষগাংঃ পৃ.৩৫)। আর '' এই জাতি সত্তার পুনর্বিন্যাসে মূখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল শাকজাতি'' (ভক্ষগাং; ৩৬ পৃ)। লোফলারের অনেক বিষয় মেনে না নিলে ও স্বীকার করতে হয়, চাক্‌মা জাতির উত্থান ও বিকাশ কর্ণফুলী বিধৌত অঞ্চলকে ঘিরে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের পূর্ব প্রান্তে 'নাফ নদী'কে সীমানা ধরে যদি পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলহিসেবে দু'টি অঞ্চলে চিহ্নিত করা হয়। তবে পশ্চিমের সাক্ বা থেক্ রা এ জাতি গঠনে মূখ্য ভূমিকা নিলে ও পূর্বের সেক বা থেক্ দের চাক্‌মা জাতি গঠনে তেমন, জোড়ালো ভূমিকা ছিল বলে আপাতত তেমন যুক্তি অনুপস্থিত। তবে চাক্‌মা গঝা, গোখি ইত্যাদি বিল্লেষণ করে অনেক ভিন্ন জাতি চাক্‌মা জাতির স্রোতধারায় প্রবেশ করেছিল বলে অনেকে ধারণা কওে থাকেন। কিন্তু এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তেমন কোন জোড়ালো সমর্থন আজ অবধি পাওয়া যায়নি। যেমন- হিয়াংগে গোজায় তিবিরা গোখি এবং মগ, বাঙাল, বাংগাইল্যা নামের গোখি অন্যান্য গোজায় চাক্‌মা ও তঞ্চঙ্গ্যা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ধান পাওয়া যায়। এ সব জাতির নামের সাথে আসলে উক্ত জনগোষ্ঠির কোন সম্পর্ক আছে কিনা বলা শক্ত। তবে কুদুগ গোজায় কালাফা দাঘির লোকজনের পূর্ব পুরুষ ত্রিপুরা জনগোষ্ঠির লোক ছিলেন বলে অনেকে দাবী করেন থাকেন। বার্মা বা মায়ানমারের ইতিহাস থেকে জানা যায়, "The Tibeto - Burman group is believed to have consisted of three tribes: The Pyu, The Kanyan and the Thet (chakma). Only a small number of Chakma are inside Burma today. The majority of them are living in their historical land in the chittagong Hill Tracts of present Bangladesh"(S. L Maung p. 2)। অন্যদিকে ১৯৮৭ সালে মায়ানমারে চাক্‌মাদের সংখ্যা ০.০৩ মিলিয়ন

বলে জানা যায়। তথ্যে দেখা যায় মায়ানমারের তিনটি তিব্বতো- বর্মণ জনগোষ্ঠির মধ্যে চাক্‌মা বা থেট্ রা একটি। তথ্য থেকে জানা যায়, ''ষোড়শ শতব্দী থেকেই আরাকানীরা চাক্‌মা ও চাক্ উভয় জনগোষ্ঠিকে সাক্ বা থেক্ এই একই নামে ডাকতে শুরু করে" (সুগত ;পৃঃ ৫৭)। অন্যদিকে লোফলারের মতে, "শাকরা আরাকান অঞ্চলে প্রবেশ করে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নাগাদ। আরাকানের রাজা আক্যাব অঞ্চলে বসতি স্থাপন করার জন্য শাকদের জায়গা দেন" (ভক্ষগাং: ৩৫ পৃ:)। অন্যদিকে ''সাকরা কম পক্ষে ১০ম শতাব্দীর প্রথমার্ধে অথবা তৎপূর্বে আরাকানে প্রবেশ করেছিল" (সুগত : ৩৭ পৃ :)। কিন্তু এ সাক্, থেক্‌বা থেট্ দের সাথে চাক্‌মাদের সম্পর্ক আজ ও সুস্পষ্টভাবে নির্ণিত হয়নি। লোফলার অবশ্য চাক্‌মা এবং শাক জাতিদ্বয় এক অভিন্ন জাতি বলে মনে করেন। বর্তমানে অনেক গবেষক শাকদের ছাড়াও কাডু, মলিন (Kadu, Malin) ইত্যাদি জনগোষ্ঠির সাথে ও চাক্‌মাদের সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করেন। তবে এ সম্পর্কে আর ও ব্যাপক গবেষণার দাবি রাখে বৈকি।আসামকে বলা হয় নৃতাত্ত্বিক যাদুঘর। প্রাক-ঐতিহাসিককাল থেকে এ ভূ-খণ্ডে নানা নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির আগমন ঘটেছে। আবার এ ভূ-খণ্ড দিয়ে ভারতের সাথে পূর্বাঞ্চলের বার্মা, থাইল্যাণ্ড ও পূর্ব প্রান্তের দেশগুলোর যোগাযোগ ও বাণিজ্য হত। বহু প্রাচীনকাল থেকে উচ্চ ব্রহ্মের সাথে মণিপুরের মধ্যি দিয়ে ভারতের অন্যান্য স্থানের যোগাযোগ স্থাপিত হত। এক সময় শাক্যবংশের অভিরাজা এ পথ দিয়ে ব্রহ্মদেশে আগমন করেন বলে জানা যায়। পরে এ পথে আবার দফায় দফায় মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠির অনেক লোক ভারতের পূর্বাঞ্চলে আসাম,মণিপুর ইত্যাদি অঞ্চলে আগমন করে স্থায়ীভাবে নিজেদের স্থায়ী আবাস গড়ে তুলে। চাকমা বর্ণমালার সাথে খামতি, অহম প্রভৃতি লিপির যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। চাকমা বর্ণমালার সাথে বর্মী বর্ণের ১৩টি বর্ণের সাদৃশ্য থাকলেও শান লিপির সাথে চাকমা লিপির নানা দিক দিয়ে মিল রয়েছে বেশী। স্মরণযোগ্য অষ্টম শতাব্দীতে শানরা কুমিল্লা পর্যন্ত তাদের কর্তৃত্ব বিস্তার করেছিল। অন্যদিকে চাকমাদের 'রাধামন-ধনপুদি' গীতিকায় মেঘনা গাঙ, ভুলংতুলি, দেওমুড়া ইত্যাদি উল্লেখ রয়েছে। এ সব অনেক স্থান কুমিল্লার নিকটবর্তী। চাক্‌মাদের সাথে শানদের কি সম্পর্ক তা আজ ও নির্ণীত হয়নি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়, মণিপুরে বসবাসরত নানা জনগোষ্ঠির মধ্যে 'চাক্‌পা' নামে এক জনগোষ্ঠির কথা জানা যায়। এ 'চাক্‌পা'রা সাতটি শাখায় বিভক্ত। মণিপুরের গবেষকগণ এদেরকে চাক্‌মা জনগোষ্ঠির লোক বলে মনে করেন," As started above the dialect of the chakpas which will be seen in the section on Meiteilon or Manipuri language,does not suggest them of pure Tai origin.They were most probably a mixed stock of Tai and some other, pro-sino-Tibetan tribes. It is also likely that the Chakmas had two principal clans namely chak-pa and chak-mas of which

the chakmas are found in Chittagong and Mizoram. The dialect of the chak-mas is much altered due to the presence of Bangla dialects''(W.I.Singh ,p.149)। কাড়ু, মলিন ইত্যাদি জনগোষ্ঠির সাথে যদি চাক্ মাদের সম্পর্ক নির্ণীত হয় তবে এ চাক্-পা জনগোষ্ঠির সাথে ও চাক্ মাদের ঐতিহাসিকভাবে কোন সম্পর্ক নির্ণীত হতে পারে। এমন ও হতে পারে বৃহৎ কোন জনগোষ্ঠির লোক আজ নানা শাখায় নানা নামে বিভক্ত হয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যকে স্বমহিমায় পৃথিবীর বুকে জাগরুক করে রেখেছে।

মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠির লোকেরা প্রাচীন বিভিন্ন গ্রন্থে 'কিরাত' নামে পরিচিত। যজুর্বেদ - এ প্রথম 'কিরাত' জাতির কথা উল্লেখ পাওয়া যায় । মহাভারতে ও কিরাতদের উল্লেখ রয়েছে। কামরূপের রাজা ভগদত্ত বহু হাতি নিয়ে অর্জুনের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বলে মহাভারতের কাহিনী থেকে জানা যায়। ধারণা করা হয়, আর্যরা যখন ভারতের পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য অঞ্চল দিয়ে অগ্রসর হয়েছিল তারা কিরাত ও অসুর রাজাদের দ্বারা নানা বাধার সম্মুখীন হয়েছিল। পণ্ডিতগণ মনে করেন, ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চল, বাংলাদেশের সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর বসবাস অতি প্রাচীন। আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তার 'Kirat Jana Krti' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,"It is seems quite probable that long before 1000B.C. Tibeto- Burmans had penetrated within the frontiers of India, either along the southern slopes of the Himalayas, through Assam (and established themselves in the sub- Himalayan tracts as far west as Garhwal and Kumaon), or by way of Tibet, going up the Tsangpo or Brahmaputra and then crossing the Himalayan barrier into Nepal and Garhwal-Kumaon''(p.26)। পণ্ডিতগণ মসে করেন, গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক সময়ে শাক্য, কোলীয়,লিচ্ছবি,বৃজি প্রভৃতি জনগোষ্ঠির লোকেরা ও মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠির লোক যারা পণ্ডে আর্যভাষা গ্রহণ করেন। আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এটাও উল্লেখ করেছেন,"If this view is correct , then Buddha himself would be an Indo- Mongoloid. He would be racially like the Gorkhas of Nepal"(p.60) । আর্যদের আগমনের ফলে ধীরে ধীরে এরা নানা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়,"The kirat Vansavali mentions that after twelve generations , one branch of kirat people migrated from Indo-Gangetic plains to the Himalayan region and the other branch to Lanka or Ceylon to the south"(Rabbani , p.21)

এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রাক - ঐতিহাসিক যুগের ইতিহাস সামান্য আলোকপাত করা প্রয়োজন। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাক- ঐতিহাসিক যুগে মনুষ্য বসতি সম্পর্কে তেমন কোন সঠিক ইতিহাস জানা যায় না । পার্বত্য চট্টগ্রামে মানব বতি বসতি গড়ে উঠা দিন ক্ষণ নিয়ে ও নানা মত দেখা যায়। এক সময় কোন কোন শিকারি জাতি এ অঞ্চলে শিকারের অন্বেষণে আসত তারা আবার পার্শ্ববর্তী পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ে চলে যেত এমনটাই মনে করা হয়। তারা এখানে স্থায়ী কোন বসতি গড়ে তুলেনি। ভারতের পূর্বাঞ্চলের মত পার্বত্য চট্টগ্রামেও "Human settlement in North East India goes back to the Neolithic period , at least 4000 B.C. Mongoloians and others migrated from northern Burma to Assam 'Ges'.A few Neolithic artifacts were also discovered in Sitakunda, Chittagong, Rangamati and Comilla .."(Hasna J. M p.5)। সে হিসেবে ধরে নিতে হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের মাটিতে মানব জাতির বিচরণ শুরু হয়েছিল অনেক পূর্বে। চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না । পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ইতিহাস ও অনেকটা তদ্রুপ। এ সম্পর্কে জানা যায়, "Nothing is known about the early history of chittagong and of the tract in Burma contiguous to it , viz; Arakan . The original inhabitants might have been Austro- Asiatics allied to the Khasis on the one hand and the Mons or Talaings on the other - possibly they were- more closely related to Mons . Later on, they were overlaid by Bodo - speaking Sino Tebetans from Comilla and Noakhali in Bengal" (S.B. Qanungo . p. 174)। এ সম্পর্কে অন্যভাবে যে তথ্য মিলে, "In pre-historic time chittagong was inhabited successively by the Austro - Asiatic and the Mongoloid groups of people of these two , the latter one moulded a great factor in the political and cultural history of the district"(S.B. Qanun. A short hist .of ctg. p.20)। চট্টগ্রামের ইতিহাস লেখক মাহবুব-উল-আলম চট্টগ্রামের প্রথম বসতি স্থাপন কারী হিসেবেমনে করেন, "তীব্বেতো ব্রহ্মাগণ ও দ্রাবিড়গণ। তীবেতো ব্রহ্মাগণ আসে তিব্বত হইতে ব্রহ্মপুত্রের তীর বাহিয়া। আর দ্রাবিড়গণ আসে দক্ষিণ ভারত হইতে জাহাজে সমুদ্র পার হইয়া" (পুরানা আমল পৃ :৫)। এ থেকে মনে করা হয়, মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠির লোকজন বহু প্রাচীন কাল হতে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাস করে আসছে এবং মহাভারতীয় যুগে 'চট্টগ্রামের

পাহাড়গুলি সমুদ্র গর্ভ হইতে মাথা তুলিয়াছিল এবং কিরাতগণ উহাতে বাস করত' (পুঃ আমল পৃ : ২)।

বিভিন্ন তথ্য ও চট্টগ্রামের ইতিহাস থেকে জানা যায়, বৌদ্ধধর্ম চট্টগ্রামের প্রাচীন ধর্ম। এ জন্য আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ মনে করেন, "বৌদ্ধগণ এদেশের আদিম নিবাসী" (আ:ক: সাহিত্য বিশা: রচনাবলি পৃ :৪)। তিব্বতী ঐতিহাসিক তারানাথের লেখা থেকে জানা যায়, এ অঞ্চলে কিছু অংশ কুকীল্যাণ্ড হিসেবে পরিচিত ছিল। তিনি তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "ভারতের পূর্বাঞ্চল তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। যথাঃ ১. অপনান্তক বা eastern Aparntaka ২. গিরিবত্ত- কামরূপ, ত্রিপুরা, হসম (Hasama) এতে অন্তর্ভুক্ত ৩. Cak-ma, Kam-bo-ja etc. All these are collectively called Koki অন্যদিকে তিনি বাল সুন্দরের পুত্রদের সম্পর্কে বলেছেন, " Candra - vahana now resides in Ra - Kha , Atitavahan rules Ca - ga - ma (chakma) , Balavhana rules Munan and Sundara-ha-ci rules Nam-ga-ta" (p. 33) লামা সিম্পা ও অলকা চট্টোপাধ্যায় অনুদিত গ্রন্থে (Taranatha's History of Buddhism In India, Reprint 2010, Delhi)। কোন কোন লেখক বাল সুন্দর কে বাবলা সুন্দর বলে উল্লেখ করেছেন। লামা তারানাথের বর্ণনা থেকে থারণা করা যায়,তৎ সময়ে চাক্‌মা আসাম, ত্রিপুরা বা আরাকানের সাথে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এ স্থলে লক্ষ্যনীয় সাধারণ কুকি- চিন গোষ্ঠির লোকেরা যারা কুকি হিসেবে বর্তমানে পরিচিত। লামা তারানাথের উল্লেখিত কুকি শব্দটি অন্য অর্থ দ্যোতনা করে না। তিব্বতী পণ্ডিত লামা সিম্পার লেখা থেকে জানা যায়, "তিব্বতীয় ভাষায় প্রণীত বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে কোকি একটা উল্লেখযোগ্য নাম। এটা হংসবতী, চাক্‌মা, কম্বোজ (Comboja) ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত কতকগুলো অঞ্চলের সাধারণ নাম ছাড়া কিছুই নয়।" অন্যত্র উল্লেখ করেছেন, "অশোকের আমল থেকে আজ পর্যন্ত কোকি অঞ্চলের অধিবাসীরা বৌদ্ধই রয়ে গেছেন। চট্টগ্রাম অবশ্য কোকি অঞ্চলেরই অন্তর্গত এবং চট্টগ্রামের অধিবাসীদের যথেষ্ট সংখ্যক এখনো বৌদ্ধ" (The Heritage p.48)। R.C. Majumdarতারানাথের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে উদ্ধৃত করেছেন, "..proceeding towards the east near the Northern Hills are the Provinces Nangata Pukhan Hills on the sea coast, Baglu etc, Rakhang , Hamsavati and and the remaining parts of the Kingdom of Munjang ; further off are Champa , Kamboja and the reast..." কিন্তু অধিকাংশ পাঠে Chapmpa - কে tsa - kma , tsa - ka -ma....." উল্লেখ করা হয়েছে। লামা সিম্পা তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন শরৎ চন্দ্র দাশ যিনি তিব্বতী

ভাষায় সুপণ্ডিত ও ইংরেজি- তিব্বতী ভাষায় অভিধান প্রণয়ন করছেন তিনি কোকি নামটি সম্পর্কে এভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন, "হরিভদ্রার (Haribhadra) পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব দিকে বাংলার 'চাকমা' (chakma) ও হংসবতী (Hamsavati)অঞ্চলসমূহ এবং এগুলোর পূর্ব দিকে হলো দূর্গম পার্বত্য কোকি অঞ্চল' (The Heritage p.47)। অন্যদিকে ড. সুনীতি ভূষণ কানুনগো তার তথ্যে উল্লেখ করেন. "Kokkanagara (160 -20O),..is supposed by Yule to be located in Taranath's Kokiland and identified with Rangamati in Chittagong Hill Tracts" (Vol. p .50) । এ প্রসঙ্গে নিরঞ্জন চাক্‌মার একটি তথ্য উল্লেখ করা যায় । তিনি তার একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, "দক্ষিণ ভারতে প্রাপ্ত নাগার্জুনী কোণ্ডা শিলালিপিতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বৌদ্ধ সংঘের নামের সাথে 'কোকি' ও 'চিলাত' (কিরাত) অঞ্চলের নামও রয়েছে। চাক্‌মারা যে বহুকাল আগে থেকে পূর্ব প্রত্যন্ত অঞ্চল বা ভারতের অপরান্ত ভূমির বা 'কোকি' অঞ্চলের লোক ছিলেন, সে কথা তিব্বতের বৌদ্ধ পণ্ডিত লামা তারানাথ তার ভারতের বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস (রচনাকাল ১৬০৬ খ্রিঃ) নামক পুস্তকে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখিত এই 'কোকি' অঞ্চলটি তৎকালীন সময়ে বর্তমান পার্বত্য ত্রিপুরা থেকে বার্মার পেগু অঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।"এখানে 'কোকি' শব্দটি স্পষ্টতই তিব্বতীয়দের দেওয়া শব্দ। পরবর্তীকালে কোকি অঞ্চলের অধিবাসীরা কেহ কেহ কুকী নামে পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু তারা কোন সময় বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিল না। অরণ্য বিচরণকারী এ কুকী বা লুসাইরা পরবর্তী কালে ব্রিটিশ শাসনের সময় খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু এদের কিছুকাল আগ পর্যন্ত স্থায়ী কোন বাস স্থান ছিল না। অন্য একটি তথ্য থেকে জানা যায়, ইন্দ-মঙ্গোলয়েড মানব গোষ্ঠি অহমিয়া ও বাঙ্গালীদের কাছে কুকি বলে পরিচিত (ত্রি.জাতিপরি.মুস্তাফা পৃ: ৫৪)। লামা তারানাথ বাবলা সুন্দরের চারপুত্রের রাজত্বকালের বর্ণনায় তার এক পুত্রের চাক্‌মাদের দেশে অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামে উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে কম্বোজ সম্পর্কেR. C.Majumdar মনে করেন, 'কম্বোজ' 'কোচ' শব্দের সংস্কৃত রূপান্তর। অর্থাৎ বর্তমান সুপরিচিত কোচ জাতিই পূর্বোক্ত কাম্বোজ জাতির বংশধর (বাংলার ইতি. পৃ .৬৫)। কম্বোজ সম্পর্কে ঐতিহাসিক গণের মদ্যে মধ্যে ভিন্ন মতদেখা যায়। এক সময় কম্বোজগণ উত্তরবঙ্গে আক্রমণ করার তথ্য পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন, কম্বোজ গণ কম্বোডিয়া থেকে আগমন করেছিলেন। কিন্তু এতে ভিন্ন মত ও পাওয়া যায়। কম্বোজ সম্পর্কে তিব্বতীদের তথ্য থেকে জানা যায়, "Chronicle pag Sam jo Jo Zang locates a country called Kam - po- tsa (Kamboja) in the Upper and Eastern Lushai Hill tracts lying between Burm and Bengal"(R.C.Majumdar p. 191)। অন্য দিকে দশম শতাব্দীতে পশ্চিমে গুর্জ্জর

প্রতিহারগণ এবং মঙ্গোলীয়রা বাংলার সীমান্তে আক্রমণ করার তথ্য পাওয়া যায়। এ সময় তারা উত্তর বঙ্গ অধিকার করে। ৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে এক রাজার সন্ধান পাওয়া যায় যিনি নিজকে " অনার্য কম্বোজবংশ সম্ভূত বলে স্বীকার করেন " (রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর পৃ ; : ১৭৫)। স্মরণযোগ্য এক সময় কুমিল্লা পর্যন্ত শান, কোচদের আধিপত্য ছিল এমন তথ্য কুমিল্লা ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়। কোচ, রাজবংশী গণ একই সম্প্রদায় ভুক্ত বলে গবেষকগণ মনে করেন । এক সময় এরা কোচ বিহারে নিজেদেরকে কেন্দ্রিভূত করে। বিভিন্ন সূত্রে রাজবংশীদের অধ্যুষিত অঞ্চল প্রাগ- জ্যোতিষপুর, লোহিত্য, কামরূপ, কামতাপুর ইত্যাদি উল্লেখ পাওয়া যায়। কুচ বিহারের নৃপতি নর নারায়ণ তার স্কেচ মানচিত্রে কামতাপুর রাজ্যের বিস্তৃতি দেখিয়েছেন, "সমগ্র উত্তরবঙ্গ (কিছু অংশ ব্যতীত), সমগ্র আসাম, ত্রিপুরা, মনিপুর, শ্রীহট্ট, নোয়াখালী " (বাংলাদেশের রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি পৃ : ২৫)। অন্য দিকে ময়নামতির ইতিহাস থেকে জানা যায়, " The Palas were defcated by the Kambojas and in the face of repeated foreign invansions they were forced to take refuge in Samatata and ask for help frpom the king of Samatata Ó (S. Alam , p.15)। কম্বোজদের এ সীমানা হলে চাক্‌মা এ সন্নিহিত অঞ্চলে অবস্থিত। তারানাথের বৃত্তান্তে, নির্দেশ করে চাক্‌মা পূর্ব বঙ্গের সন্নিহিত একটি স্থান। ফলে চাক্‌মা নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার কাছাকাছি স্থান নির্দেশিত হয় ।

অন্যদিকে কর্ণফুলী নদীর নামের উৎপত্তি সম্পর্কে জানা যায়," অষ্টম- নবম শতকে আরব বণিকগণ কামরূপ-সিলেটের পার্বত্য এলাকা থেকে আনীত চন্দন কাঠের মতো পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে করণ্ ফোল বা লবঙ্গ ও বন্দর শহর চট্টগ্রামে আনয়ন করে মধ্য প্রাচ্য এবং ইউরোপে রপ্তানি করতেন। কোন আরব বণিক সেখান থেকে নদী পথে করণ্ ফোল আনয়ন কালে করণ্ ফোল বোঝাই বাণিজ্যতরী ডুবে যায়। করণ্ ফোল> কর্ণফুল> কর্ণফুলী।" (আ.হক .রচনাবলি .পৃ. ৩১৭)। প্রাক- ইসলামিক যুগের আরবি কাব্য সংগ্রহ সাবায়ে মুয়াল্লিকায় প্রখ্যাত আরব কবি ইমরুল কায়েসের কসিদায় পূর্ব দেশের করণ ফোলের নাম উল্লেখ দেখা যায় (আ. হক . রচনা.পৃ: ৩১৭)। কাহিনী যেই হোক এ গল্প থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, অষ্টম শতাব্দী বা তৎপূর্ব থেকে কর্ণফুলী উপরের অংশে জনবসতি ছিল এবং তারা ভাটি অঞ্চলের লোকদের সাথে নানা পণ্য বিনিময় করত। কিন্তু তদ্ সময়ে কোকিদের পক্ষে এভাবে বাণিজ্য বিনিময় আদৌ সম্ভব ছিল না। কিন্তু কোকি অঞ্চলের জন বসতি বেশ প্রাচীন বলে মনে হয়। সম্রাট অশোকের সময় আমলে এ অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল বলে জানা যায়। ফলে এ অঞ্চলে বহু পূর্ব থেকে যে, জন বসতি গড়ে উঠেছিল তা সমর্থন পাওয়া যায় এবং তারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন তা স্পষ্ট।

কর্ণফুলী নামের উৎপত্তি সম্পর্কে চাক্‌মাদের জনশ্রুতি আছে যে, কোন এক সুন্দরী পাহাড়ী রাজকন্যা সহচরীবৃন্দ সহ একদিন কাঁইচা খালে স্নান করার সময় তার কানের ফুল হারিয়ে ফেলেন। রাজকন্যা কানের ফুল হারানোর শোকে প্রাণ ত্যাগ করেন। সেই থেকে এর নাম হয়- কর্ণফুলী। চাক্‌মাদের কিংবদন্তীতে কৌশল্যা নামের এক রাজকন্যা এ কানের ফুল (কজফুল) হারানোর কথা কথিত আছে। অনুরূপ জামাই মারনী পাহাড়ে নামে একটি গল্পে যাতে এক রাজকন্যাকে পাওয়ার জন্য রাজপুত্রদের পাহাড়ের চূড়া থেকে কর্ণফুলী নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার কহিনী বর্ণিত আছে। এ সব গল্পে চাক্‌মাদের উৎপত্তি কর্ণফুলী নদীকে ঘিরে চাক্‌মাদের বহু দিনের জীবন, জীবিকা ও জীবন সংগ্রামের ইতিহাসকে ইঙ্গিত দেয়। চাক্‌মাদের 'চাদিগাং ছাড়া পালা' থেকে ও ধারণা করা হয় - চাক্‌মাদের চট্টগ্রাম অঞ্চলের বসবাস দীর্ঘ দিনের। চাক্ মাদের সাথে চট্টগ্রামের মাটির দীর্ঘ দিনের সম্পৃক্ত থাকার কারণে 'চাদিগাং ছাড়া' পালার মত একটি সুশ্রাব্য গীতিকার সৃষ্টি হয়েছে। চট্টগ্রামের ইতিহাস থেকে ও জানা যায়, "খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে চন্দ্র সূর্য নামক মগধের এক সামন্ত (১৪৬ খ্রিষ্টাব্দ) আদিম জনগোষ্ঠি অধ্যুষিত ভূখণ্ডে চট্টগ্রাম-আরাকান অধিকার করত সর্ব প্রথম একটি রাজ্য স্থাপন করেন এবং তিনি সেখানকার রাজা হন। তাঁর রাজধানী ছিল আরাকানের ধান্যবতীতে " (আ ঃ হক ঃ রচনাবলি পৃ : ২৪০)। এ সম্পর্কে আর ও জানা যায়, ভারতে নির্যাতিত বৌদ্ধরা মগধ অঞ্চল থেকে নানাভাবে উৎখাত হয়ে নেপাল, আসাম ইত্যাদি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বিরুদ্ধে শাক্য বংশের হত্যাযজ্ঞের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সেদিন শাক্য বংশীয় লোকেরা সেদিন স্বভূম থেকে উৎখাত হয়ে পড়ে। তারা নেপালসহ, আসামের পূর্বাঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। নেপালের ইতিহাস থেকে ও এর সমর্থন পাওয়া যায়, "After recording the massacre of the Sakyas of Kapitalavastu, the assertion is made that some of the Survivors fled to Nepal; the latter being of the house and family of the famous disciple Ananda. Some time after, some Indian merchants made their way to the valley where they found these Sakyas bitterly complaining of their lot, and demanding that Anandashould come to see their plight. In cosequence the holy Ananda, touched with pity, went up into Nepal" (P. London p.14)। এ কাহিনীর ঐতিহাসিক গুরত্ব যেই হোক বুদ্ধের বংশ এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা যে, নানা নির্যাতনে স্বভূম থেকে উৎখাত হয়েছিল তা নানা তথ্য থেকে জানা যায় । পরে নেপাল থেকে ও তারা নিষ্ঠুর নির্যাতন, নিপীড়নের শিকার হয়েছিল এমন তথ্য পাওয়া যায় । ফলে এক সময় তারা নেপালে ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে

পরিনত হয় আবার অনেকে ধর্মান্তরিত হয়। নেপালে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের নির্যাতন সম্পর্কে জানা যায়, " ... There were at that time 84,000 works on the Buddhist religion , which he searched for and destroyed . He then went to the Manichura Mountain, to destroy the Buddhists there. .....Having thus overcome the Buddhists, he introduced the saiva religion in the place of that Buddha. Thus ends Shankaracharya's triumph over the Bubbhamargis of Nepal" (Daniel p.120)। নেপালে নানা নির্যাতন, বিতাড়নের পর তাদের অনেকে আসাম, ত্রিপুরা হয়ে চট্টগ্রাম সহ অন্যান্য এলাকায় ও ছড়িয়ে পড়ে। পরে মুসলমানদের বঙ্গ বিজয়ের পর তারা যখন নেপালসহ অন্যান্য অঞ্চলের দিকে অভিযান চালায় তখন তাদের অনেকে মুসলিম বাহিনীর সহায়ক শক্তি হিসেবে বা পথ প্রদর্শক হিসেবে ও কাজ করত বলে তথ্য পাওয়া যায়, "The conversion of the Mech chief from the neighbouring Kamrup (who under his new name of Ali had acted as a guide to Muslim forces during Bakhtiyar's Tibet expedition) further points to the fact the welcoming response of Bengal's Bddhists had ripples beyond Bengal's border. As we shall see this not only instance of its kind from Buddhists of Kamrup, not have the Bengali high Hindus forgotten the Buddhists 'joining of hands with the Muslims against their Brahmanical rulers" (Abdull Mu'min, p. 266)

নেপালের জাতিতাত্ত্বিক বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় - নেপাল একটি বহু জাতিগোষ্ঠীর , বহু ভাষাভাষি, বর্ণ ও সংস্কৃতির দেশ। নেপালে প্রায় একশটির অধিক জাতি গোষ্ঠি রয়েছে। তাদের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতি নেপালকে বিশ্বের দরবারে করেছে মহিমান্বিত। মোটামুটি নেপালকে মোটাদাগে বৃহত্তর চারটি সাংস্কৃতিক মণ্ডলে ভাগ করা যায়- ১. উচ্চ হিমালয় অঞ্চলর, ২.মধ্য পর্বতমালা অঞ্চল, ৩. কাঠমণ্ডুভ্যালি বা উপত্যাকা ও ৪. দক্ষিণের সমভূমি বা তরাই অঞ্চল। নেপালের জাতিগাষ্ঠি সম্পর্কে জানা যায়, "Majority of the Nepalese Hindus such as the Bramins , Chhetris and Thakuris are Indo - Aryan origin . Other ethnic group s such as the Sherpas , Thaklis , Dolpalis , and Mustangis, inhabiting northern Nepal , Newars, Tamangs , Rais , Limbus , Sunuwars, Magars and Gurungs of the mid - hills and valleys have Tibeto

- Mongoioid origin. Majority of Tibeto – Mongoloids follow Buddhism.."(Cult. treasure of Nepal , p.7)। আমাদের এ বিষয়টি স্মরণ রাখা প্রয়োজন, "There are few more complicated qustions in the ethnology of any nation than that presented by the races of Nepal"(Landon.p. 239) । তাই নেপালের জাতিগোষ্ঠির সঠিক পরিচয় নির্ণয় করা কঠিন। নেপালে শাক্য উপাধিধারী কিছু মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। এদের সঠিক পরিচয় নির্ণয় করা কঠিন । অন্য দিকে তিব্বতি ঐতিহাসিক লামা তারানাথ সম্পর্কে জানা যায়, "Lama Taranath was born in 1573 A.D., and completed his famous work, "History of Buddhism n in India in the year 1608 A.D." (R . C. Majumdar p. 182)। অন্য মতে, তার জন্ম ১৫৭৫ সালে । তার সম্পর্কে জানা যায়, "The Sakyapapas are especially distinguished for their scholarship.... perhaps the greatest of all Tibetan scholars, was the celebrated Buton , who lived in the fourteenth century... Another great historian, Taranath , belonged to an off shoot of the Sakya tradition"(Sangharakshita , p.40)। তিব্বতীরা যে প্রধান চারটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত তন্মধ্যে তারানাথের সম্প্রদায়েরা 'শাক্য' ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এ সম্প্রদায় তিব্বতে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে এক সময় অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল। শাক্যদের সাথে এদের সম্পর্ক কি তা স্পষ্ট নয়। তবে একাদশ শতাব্দী থেকে এ সম্প্রদায় ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মীয় ভাবধারার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ তিব্বতী শাক্য সম্প্রদায়ের সাথে মোঙ্গলদের ঐতিহাসিক ঘনিষ্ট যোগাযোগ রয়েছে বলে জানা যায়। তিব্বতী শাক্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মাধ্যমে যুদ্ধপ্রিয় মোঙ্গলরা বৌদ্ধ ধর্মে প্রবেশ করে । মোঙ্গলদের সহায়তা পেয়ে শাক্যরা তিব্বততে প্রভাবশালী ধর্মীয় সম্প্রদায়ে পরিণত হয়।

অন্যদিকে নেপালে মল্ল রাজ বংশ সম্পর্কে জানা যায়,"...OF the origin of the Malla family not much is knownÓ (Landon p.35) । অন্য দিকে বলা হয়ে থাকে, "A son having been born to this Raja , while he was engaged in wrestling , he gave the child the title of Malla"(Daniel p.162)। নেপালের ইতিহাস থেকে জানা যায় , ভাস্কর বর্মা তার উত্তরাধিকারী হিসাবে একজন কে নিয়োগ দেন। ভাস্করবর্মা নিঃসন্তান ছিলেন বলে জানা যায়। এ জন্য তিনি তার উত্তরাধিকারী হিসাবে ".....that he might have no children . He there fore appointed as successor one Bhumi- barma , a Chhetri of the solar race of Rajputs, of Gautama gotra, who had been one

of the followers of Saky a Sinha Buddha of Kapilabastu" (Daniel p. 113)। নেপালের ইতিহাস থেকে জানা যায়, কিংবদন্তী আছে যে, বুদ্ধ জীবিত অবস্থায় নেপালে গিয়েছিলেন। সেখানে নেপালে অবস্থাকালীন নেপালে গিয়েছিলেন এবং নেপালের স্বয়ম্ভু চৈত্য ও মঞ্জুশ্রী চৈত্য ভ্রমণ করেছিলেন। সেখানে বুদ্ধ অবস্থাকালীন, "While there, he accepted the worship and offerings of Chuda, a female bhikshu, and made 1350 proselytes, viz., Saliputra, Maudhgalyayan, Anand&c., from the Brahman and Chhetri" (Daniel p.109)। উল্লেখিত তথ্যে ব্রাহ্মণবংশ বলা হয়েছে। সম্ভবত শাক্য বংশকে ভ্রমে ব্রাহ্মণ বংশ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ছেত্রিদের সাথে শাক্য বংশের একটা সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। নেপালের ইতিহাস থেকে জানা যায়, "According to recorded history , which dates back to the early Christian era, Nepa has been ruled by the Lichchavi , Thakuri , Malla and Shah dynasties. The Lichchhaavis ruled the country from the begignning of the 1st to the 9th century . The lichchhavis were followed by he Thakuris, who ruled the country from the 9th to 14 th th century" (Cult . of Nepal, p.3)। মল্লদের সময় নেপালের ইতিহাসে স্থাপত্য বিদ্যা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এক বিশেষ জাগরণ এসেছিল বলে জানা যায়। মল্লদের সময়, "fourteenth century to the eighteen century" অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। এ সময় সংস্কৃতি ও শিল্প ক্ষেত্রে, ".. Newari culture and architecture reached their pinnacle, and isknown as the era of 'renassance"(Cult. of Nepal, p.3)

চট্টগ্রামের ইতিহাসে ও মল্ল নামে এক শ্রেণির হিন্দু, মুসলমানের সন্ধান পাওয়া যায়। এদের সাথে বুদ্ধের সমসাময়িক সময়ে মল্ল জাতির সম্পর্ক কি তা নির্ণয় করা দুরুহ। পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী তার ' চট্টগ্রামের ইতিহাস ' গ্রন্থে মল্ল নামে এক শ্রেণীর মুসলমানেরব উল্লেখ করেছেন। চট্টগ্রামের মুসলমানদের শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে বলতে দিয়ে তিনি বলেছেন "অনেক শ্রেণির হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি মুসলসমান ধর্ম গ্রহণ করায় এই শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে" (চট্টগ্রামের ইতি সম্পাদনা : কমল চৌধুরী পৃ : ১৩৯)। এ মল্লরা ও ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল বলে মনে করা হয়। বৌদ্ধ ধর্ম পতনের সময় বৌদ্ধ ভূমি বা নেপাল থেকে চট্টগ্রামে এসে আশ্রয় গ্রহণ করা স্বাভাবিক। পরে তারা আবার হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করে। ফলে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধদের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পায় এবং এক সময় সংখ্যালঘু জাতিতে পরিণত হয় ।

শাক্য বংশের ১০ টি শাখার মধ্যে লিচ্ছবি একটি। শাক্য বংশের লিচ্ছবিদের শাখার সাথে নেপালের ইতিহাসে উল্লেখিত লিচ্ছবিদের সম্পর্ক কি তা সুস্পষ্ট নয়। বর্তমানে নেপালের উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠির মধ্যে লিচ্ছবিদের নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। এরা বর্তমানে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠিতে পরিনত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

ঐতিহাসিকভাবে নেপালের সাথে বৌদ্ধ ধর্মের একটা সম্পর্ক থাকলে ও শতকরা হিসেবে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বাস নেপালে। এ সম্পর্কে একটি তথ্য থেকে জানা যায়, "With the advent of the Malla Dynasty in the 13th century Hindiuism become became the dominant religion , increasing its hold over the centuries until today the population is 90 % Hindu, 5 % Buddhist, and 3% Muslim"। বর্তমানে নেপালে বৌদ্ধ ধর্ম কিছু আচার- আচবরনের মধ্যে সীমাবদ্ধ এমন তথ্য পাওয়া যায়।

২.

মৌলভী হামিদুল্লাহ খান বাহাদুর সর্ব প্রথম চট্টগ্রামের উপর একক ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি 'আহাদিসুল খাওয়ানিন' যা ফার্সি ভাষায় রচিত ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রণয়নের কাজ শেষ করেন এবং ১৮৭১ সালে গ্রন্থটি কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। সে হিসেবে খান বাহাদুর সাহেব মোটামুটি বলা যায়- উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে তা গ্রন্থের তথ্য গুলো সংগ্রহ করেন। সম্প্রতি গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। খান বাহাদুরের গ্রন্থে বর্ণনায় কিছু অতিরঞ্জন লক্ষ্য করা গেলে ও কিছু চট্টগ্রাম অঞ্চলের মৌলিক তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। চাক্‌মাদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, "চাক্‌মারা বলে, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে চম্পকনগর নামে একটি স্থান ছিল। তাদের পূর্ব পুরুষেরা ছিল সেই চম্পকনগরের অধিবাসী। কালক্রমে চম্পকনগর থেকে এসে তা ইসলামাবাদের পূর্ব ও উত্তর দিকে পাহাড়ি এলাকায় বসবাস করতেশুরু করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ শংখ নদীর উত্তর পার্শ্বে ও বাড়িঘর নির্মান করে। চম্পকনগর থেকে এসেছে বলে তাদেরকে বলা হয় চাক্‌মা" (পৃ :৭২)। খান বাহাদুরের মত অনেকে চাক্‌মাদের চম্পকনগর ত্রিপুরায় অবস্থিত বলে মনে করেন। অন্যদিকে চম্পকনগরসহ চাক্‌মা ঘাট, জিরান্যা, নুরনগর ইত্যাদি ত্রিপুরায় অবস্থিত । এ সব বিবেচনা করে চাক্‌মাদের 'চম্পকনগর" ত্রিপুরায় অবস্থিত বলে মনে করা হয়। 'চাক্‌মা জাতি ' গ্রন্থের লেখক সতীশ চন্দ্র ঘোষ ও 'তাহাদের প্রাচীন উপনিবেশ স্থাপন অযৌক্তিক নহে ; বিশেষত : শ্রীহট্টের দক্ষিণ প্রান্তে এক চাক্‌মা সম্প্রদায় অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়" (পৃ :

৯)।বৌদ্ধ ধর্মের গবেষক ড. প্রণব কুমার বড়ুয়া ও মনে করেন, "চম্পকনগনর ত্রিপুরাতেই অবস্থিত বলে অনুমান করা যায় " (পৃ : ১৬১)। মাধব চন্দ্র চাক্‌মা ও তার গ্রন্থে বলেছেন, "পাবর্বত্য ত্রিপুরায় চাক্‌মা জাতি বহুকাল পূবর্ব হইতে বাস করিতেছে। ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত রাজমালা গ্রন্থে চাক্‌মাজাতির উল্লেখ আছে। মহারাজ ত্রিলোচন চাক্‌মা রাজ্য জয় করিয়াছেন বলিয়া তাতে বর্ণিত আছে। চাক্‌মা জাতির ইতিবৃত্ত রাজনামায় দেখা যায় যে চাক্‌মা জাতি প্রাচীন চম্পানগর পরিত্যাগ করিয়া "কালাবাঘা" নামক নগর স্থাপন করিয়াছিল । শ্রীহট্টবাসী প্রাচীনগণের মুখে মুখে এ কথা শুনা যায়। বর্ত্তমানে এই নূতন চম্পকনগর ও নূরনগর ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত। আগড়তলা হইতে রাণী বাজার ও জিরান্যা বাজার হইয়া চম্পকনগরে যাওয়া যায়" (পৃ :৮৬)। অন্যদিকে ফেণী ও নোয়াখালীর ইতিহাস লেখকরা দাবী করেন যে, চাক্‌মাদের চম্পকনগর বর্তমান ফেণী জেলায় । ১৯৩০ সালে প্রকাশিত এ , কে , এম , মক্রম বিল্যা ও শ্রী অশ্বিনী কুমার সোম তত্ত্বনিধি তাদের 'নোয়াখালির ইতিহাস' গ্রন্থে চাক্‌মাদের চম্পকনগর ছাগলনাইয়ার পুলিশ স্টেশনের অনতিদূরে বলে তাদের গ্রন্থে নানা যুক্তি তুলে ধরে বলেছেন, "আমাদের বিশ্বাস, এই চম্পকনগর পল্লীটি বর্তমান ছাগলনাইয়া পুলিশ স্টেশনের অনতিদূরে ত্রিপুরা পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত" (কমল সম্পাদনা : নোয়া. ও .ইতিহাস পৃঃ ৭)। প্রায় তাদের মত একই যুক্তি দিয়েছেন ফেণীর আরেক জন ইতিহাসের লেখক জনাব জমির উদ্দীন, "প্রাচীন কোন রাজবংশের রাজধানী হিসেবে প্রমাণ করার মত কোন ঐতিহাসিক স্মৃতি চিহ্ন নেই সত্য তবে রঘুনন্দন পাহাড়ের পাদদেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মণ্ডিত ফেনী নদীর তীরের প্রাচীন জনপদ চম্পকনগরকে একটা সুরক্ষিত দূর্গ বলা যেতে পারে । এখান থেকে পার্শ্ববর্তী কালাবাঘা বা ফটিকছড়ি দখল, পূর্ব দিকে কালঞ্জর তথা ফটিকছড়ি দখল .....মগ রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান সহজ ও স্বাভাবিক বলে মনে হয়" (পৃ : ২৯)। জমির সাহেব এটাও বলেছেন," হয়ত রাজা উদয় গিরির সেনাপতি রাধামোহনের নামানুসারে 'রাধানগর ' নামকরন হয়ে থাকবে " (পৃ : ২৯)।

ছাগলনাইয়া-রএ চম্পকনগর সম্পর্কে তেমন আর কোন জোড়ালো সমর্থন পাওয়া যায় না। তবে খণ্ডল পরগনায় এক সময় চাক্‌মাদের বসবাস ছিল। চাক্‌মাদের পালাগানে, কাহিনীতে, কথনেও 'খণ্ডল' এক বিশেষ স্থান দখল কররে আছে। যেমন- রাধামন ধনপুদি পালায় উল্লেখ পাওয়া যায়।

তাগল বানেল খণ্ডলে, খণ্ডল্যা চোরা, খণ্ডল্যা দলি, খণ্ডল্যা কামার ইত্যাদি। পরবর্তী সময়ে খণ্ডলে বসবাসরত চাক্‌মারা দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করে। একটি ধারা খণ্ডল থেকে পূর্বমুখী হয়ে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি হয়ে চেঙ্গী উপত্যাকায় প্রবেশ

করে। আর ও একটি ধারা খগুল থেকে ফেণী ভ্যালী হয়ে মায়নীর নাড়াইছড়ি ও গোমতি এলাকায় বসতি স্থাপন করে । এ প্রসঙ্গে চিত্রসেন খীসার মতটি উদ্ধৃত করা হল, "সেখানে (আরাকানে) যাবার সময় ত্রিপুরা রাজ্য ও কালাবাঘা (বর্তমান শ্রীহট্ট বা সিলেট) চম্পা নগরে বহু চাক্‌মা থেকে যায়। যারা আরাকানে গিয়েছিল তাদের কিছু সংখ্যক লোক পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে আগমন করে এবং থৈন সুরেশ্বরী তাঁর অনুগামীদের কর্তৃক রাজা স্বীকৃত হন । তিনি প্রথম চাক্‌মা রাজা । বর্তমানে যে সব চাকমা এই উপমহাদেশে বসবাস করছে তারা আরাকান প্রত্যাগত ও ত্রিপুরা রাজ্য চম্পানগরে অবস্থানরত চাকমাদেরই বংশধর বটে। চাকমারা আরাকানে যাবার সময় যারা ত্রিপুরা রাজ্য ও কালাবাঘা রাজ্যে ছিল তাদেরই বংশধরেরা অনেকেই খোগুল হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে আগমন করে আরাকান প্রত্যাগত চাকমাদের সঙ্গে মিশে যায়" (চিত্রসেন পৃ: ১৩)। ফেণী ইতিহাসবেত্তারা মনে করেন, যারা নোয়াখালি বা ফেণি অঞ্চলে বসবাস করেছিল তারা (চাক্‌মারা) পরবর্তীকালে অনেকে ধর্মান্তরিত হয়ে থাকতে পারে। গাজি কালুর পুঁথিতেও এ সম্পর্কে ইঙ্গিত য়েছে রয়েছে বলে জানা যায় ।

মৌলভী হামিদুল্লাহ খান বাহাদুর তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ".....পলায়নের সময় শাহ সুজা কিছুদিন চাক্‌মাদের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন সপরিবারে। সে সময় ইসলামাবাদের এ অঞ্চলের চাক্‌মা চৌধুরীরা শাহ্ জাদা সুজার যথেষ্ট খেদমত করেছিল। তারা পরাজিত ও পলাতক শাহজাদার দুর্দিনে তাঁর সব প্রয়োজন মেটাতে সাধ্যমত চেষ্টা করেছে, তাঁর দুর্দশার সুযোগ গ্রহণ করার মতো হীন মনোবৃত্তি কারুর মধ্যে দেখা যায়নি " (পৃ : ৭৩)। তিনি আর ও উল্লেখ করেছেন, মুসলমান সংস্কৃতিজ্ঞাপক উপাধি চাক্‌মা সর্দার অর্থাৎ রাজাদরকে শাহজাদা শাহ সুজা দিয়েছিলেন। তার আগে তাদের উপাধি ছিল চৌধুরী। খান বাহাদুর সাহেবের শাহ সুজার চাক্‌মা সর্দারদের 'খান' উপাধি দেওয়ার তথ্য কতটুকু সঠিক তা নির্ণয় করা কঠিন । তবে এক সময় চাক্‌মাদের মধ্যে কেহ কেহ চৌধুরী উপাধি ধারণ করতেন বলে তথ্য পাওয়া যায়। ' তান্যাবি বারমাসী 'তে 'হরিশ চন্দ্র চৌধুরী ' নামে ব্যক্তির উপস্থিতি থেকে প্রমাণ মিলে। শাহ সুজাকে চাকমারা সহযোগিতার তথ্য পাওয়া যায় । চিত্ত কিশোর লারমা তাঁর ' চাক্‌মা জাতির জীবন স্মৃতি ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "আমার পূর্ব পুরুষেরা ও অষ্টাদশ শতক পর্য্যন্ত এই রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে খগুল বিলোনীয়া পগণার অধিবাসী ছিলেন। তথা হইতে চাক্‌মা রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে কেরেট কাটা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। এই জন্য চাকমারা আমাদিগকে আখ্যা দিয়াছিলেন উত্তরকুল্যা খগুল্যা চাকমা। প্রবাদ আছে আমার পূর্ব পুরুষদের কে বা

কাহারা দিল্লী র বাদশাহ আওরঙ্গজেবের ভয়ে তাহার ভাই বাংলার নবাব সুজাউদৌল্লার আরাকানে পলাইবার সময় সহযোগিতা করিয়াছিলেন " (পৃ : ১৯)।

ত্রিপুরা র রাজমালায় ত্রিপুরা র রাজা ত্রিলোচনের 'চাকমা' জয় করার কথা উল্লেখ রয়েছে। সে হিসেবে 'চাক্‌মা' ত্রিপুরা রাজ্যের সন্নিকটে ছিল। ত্রিপুরা রাজমালা থেকে জানা যায়, দ্রুহ্যই কপিল নদীর তীরে ত্রিবেগ রাজ্যপাট স্থাপন করেন। বর্তমানে এটি আসামের নওঁগায় বলে চিহ্নিত করা হয়। দৈত্যের মতান্তরে দ্রুহ্যের পুত্র ত্রিপুর পরে নিজ নামে জ্যের নাম রাখেন ত্রিপুরা । রাজমালায় ত্রিবেগ রাজ্যের সীমা এভাবে দেওয়া আছে - 'ত্রিবেগ রাজ্যের পূর্বে মেখলি দেশ, উত্তরে তৈড়ঙ্গ নদী, পশ্চিমে বঙ্গদেশ ও দক্ষিণে আচরং নামক রাজ্য ' (ত্রি. জা.পরি. মুস্তাফা পৃ : ৩৫)। এ বর্ণনা অনুযায়ী ত্রিবেগ রাজ্যটি কাছাড় সংলগ্ন অঞ্চল বলে মনে করা হয়। এ হিসেবে বর্তমান ত্রিপুায় অবস্থিত 'চম্পকনগর'টি চাক্‌মাদের উল্লেখিত চম্পকনগর বলে কিছুটা জোড়ালো সমর্থন পাওয়া যায়। যা থেকে পরবর্তীকালে চাক্‌মারা চট্টগ্রাম ও আরাকানের দিকে পাড়ি জমায়। মনে হয়, এ চম্পকনগর এক সময় ত্রিপুরা রাজাদের কর্তৃক অধিকৃত হয়েছিল। ফলে চাক্‌মারা অনেকে দক্ষিণ- পূর্বামুখী হয়ে চট্টগ্রাম ও আরাকানে অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

পালি সাহিত্যে ১৩৭ টি প্রধান প্রধান নগরের মধ্যে কাল চম্পা, চম্পা ইত্যাদি নগরের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। চম্পা নগরী সম্পর্কে জানা যায়, 'তথাগত বুদ্ধের সময়ে চম্পা মগধ রাজ্যের অধীন ছিলো ' (করুনানন্দ পৃ : ৯৭)। এটি কাল চম্পা নামে ও পরিচিত। চম্পা ছিল সমৃদ্ধ ও জনবহুল নগরী। চম্পা নগরীর সাথে গৌতম বুদ্ধের ধর্ম প্রচার নানাভাবে জড়িত। সে হিসেবে চম্পা নগরী বৌদ্ধদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র বলে গণ্য। চম্পা নগরটি চাক্‌মাদের কাছে চম্পকনগর হিসেবে পরে পরিচিতি লাভ করে। এ চম্পা নগরীর সাথে চাক্‌মাদের কোন না কোন ভাবে সম্পর্কিত ছিল বলে মনে করা হয়। তা ছাড়া বৌদ্ধধর্মের পতনের সময়ে পরবর্তী সময়ে মূল বুদ্ধভূমি থেকে শাক্যসহ ও অন্যান্য বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা যখন স্বভূম থেকে উৎখাত হয়ে বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে । তখন তারা স্বভূমের অনেক স্মৃতি ও বহন করে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। তা ছাড়া বুদ্ধের বংশধর শাক্যরা বুদ্ধের জন্মের বহু আগে উচ্চ ব্রহ্ম সহ বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে বিরুদ্ধে শাক্যবংশ নিধন ও বৌদ্ধ ধর্মের পতনের পরবর্তী সময়েতা অগ্রবর্তীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আসাম, চট্টগ্রাম ও আর ও পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়েছিল বলে তথ্য পাওয়া যায়। তবে অনেকের এ সম্পর্কে অন্যমত ও পাওয়া যায় , ' তবে তারা স্বদেশ ত্যাগ করেছিল বলে জানা যায় না' (ড.

দীপংকর পৃঃ ১১৮)। কিন্তু হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে ধারণা করা হয়, সে সময় না হলে ও অন্য সময় শাক্য স্বভূম থেকে বাস্তুচ্যুত হয়েছিল। চট্টগ্রামের বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস থেকে জানা যায়, 'মগধের বৌদ্ধগণ দেশান্তরী হয়ে চট্টগ্রাম পূর্বাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন' (পি. বড়ুয়া পৃ : ৪৫)। একই পৃষ্টায় তিনি উল্লেখ করেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লিখেছিলেন, 'দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে বৌদ্ধেরা নিষ্ঠুর অত্যাচার সহ্য করিয়া স্বদেশ (মগধ) পরিত্যাগ পূর্বক পূর্বাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ছিলে। কুমিল্লা বৌদ্দদের ইতিহাস থেকে জানা যায়, খ্রিঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতকে বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী অজাতশত্রু প্রভৃতি রাজাদের নির্যাতন থেকে রেহাই পাবার জন্য একদল মগধবাসী ব্রহ্মদেশে পালিয়ে গিয়েছিল। অনেক পরবর্তীকালে তাদের অনেকে বাংলার পার্বত্য চট্টগ্রাম, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলায় বসতি স্থাপন করেন ' (ড. দীপংকর পৃ ১১৭)।

ড. দুলাল চৌধুরী তার প্রবন্ধের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন, 'ব্রহ্মের প্রধান নদী ইরাবতীর একটি শাখার নাম 'চম্পা'। চম্পা ও ইরাবতীর সঙ্গমে চম্পক নামে একটি নগর ছিল। সেইখানেই চাক্‌মরা বাস করতেন। এই চাকদের আদিনাম শাক (Tsak) (পৃ : ১০)। এই শাকদের সাথে চাক্ মাদের এখন ও জোড়ালো ভাবে কোন সমর্থন মিলেনি। ড. চৌধুরী অবশ্য স্বীকার করেছেন, " চাক্‌মারা পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য ত্রিপুরার খুব প্রাচীন অধিবাসী " (পৃঃ ১২)। অনেকে চাক্‌মাদের সাথে ভিয়েতনাম ও থাইল্যাণ্ডের সীমান্তে চাম জনগোষ্ঠির যোগসূত্র টেনে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু চাক্ মাদের সাথে এ চামদের আদৌ সম্পর্ক আছে বলে কোন তথ্য পাওয়া যায় না । ভিয়েতনামের ইতিহাস থেকে, সমগ্র ভিয়েতনামের জনগণকে ৮ টি ভাষা গোষ্ঠিতে চিহ্নিত করা হয় । চাম রা মালয় ভাষা গোষ্ঠির অন্তর্ভূক্ত বলে জানা যায়। ভিয়েতনামের ইতিহাস থেকে জানা যায়, " .. the cham people who converted in the 15 th century, close to the decline of the Champa Kingdom" (ঐধ ঢ়. ১২০) "। কিন্তু কিছু সংখ্যক মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম মতের অনুসারী এমন তথ্য ও মিলে, "The southern part of present day Vietnam was originally occupied by Champa (Cham) and Cambodian (khmer) people who followed both a syncretic Saiva - Mahayana Buddhism and Theravada Buddhism Ó (Jagajjyoti p. 229)।

বার্মা বা উচ্চ ব্রহ্মের ইতিহাসে গৌতম বুদ্ধের জীবিতকালের অনেক পূর্ব থেকে শাক্য বংশীয়দের উচ্চ ব্রহ্মে রাজ্য স্থাপন করার কথা জানা যায় । তথ্য থেকে জানা যায় " in

the beginning of the tenth century B.C. or smme some six hundred years before Alexandar invaded India The king of Peng - Zee- la - riet, having defeated the Sa- Kya Kings of Kaw- lee-ya, De- wa-da- ha and and Ka-pee - la - wot (ka - pee la - vas - tu) overran their territories and the ruler of the last, Abhi- ra-za , abandoned his country ..... founded a new kingdo with the capital at Ta- goung on the the left bank of Irrawaddy " (Bur. Geze. p. 236) Ges gnv jv‡Rvqvs Abymv‡i , Ò according to th e Ma- ra- za -weng, two kingdoms - that of Ta-goung and that of the Pyoo , Kan-ran and Thek , both ruled by descendants of the Ikshwaksu dynasty of ka- Ka - pee - la-vas - tu . The second of these was subsequently destroyed by repeated attacks from Arrakan .Ó (Bur. Gez. vol. 1 p. 237)।মহা রাজোয়াঙ- এর বর্ণনা অনুসারে এর বর্ণনা অনুসার কপিলা বস্তু থেকে এ সব শাক্যবংশ সহ ইক্ষ্বাক্সু বংশের রাজ্য স্থাপনের তথ্য পাওয়া যায় । প্রাচীন ভারতীয় বর্ষীয় পথ বণনায় দেখা যায়, " দক্ষিণ চীন হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর ব্রহ্ম ও মনিপুরের ভিতর দিয়া কামরূপ হইয়া আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত এক সুদীর্ঘ প্রান্তাতিপ্রাপ্ত পথের ইঙ্গিত পাওয়া যায় "নীহার রঞ্জন : পৃ : ৯৪)। চৈনিক দূত কিয়েণ (খ্রিঃ পৃঃ ১২৬) বর্ণনা থেকে এ পথ নির্দেশ পাওয়া যায়। অন্য দিকে ত্রিপুরা থেকে মনিপুর পর্যন্ত আরও একটি স্থল পথের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ স্থল পথটি - পূর্ব বাঙলার ত্রিপুরা জেলার লালমাই ময়নামতি (প্রাচীন পাট্টিকেরা রাজ্য) অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া সুরমা ও কাছাড় উপত্যকার (বর্তমান শ্রীহট্ট - শিলচর) ভিতর দিয়া , লুসাই পাহাড়ের উপর দিয়া মনিপুরের ভিতর দিয়া, উত্তর ব্রহ্ম দেশ ভেদ করিয়া, মধ্য ব্রহ্ম দেশের পাগান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল " (নীহার ; ৯৫ পৃ;)। ফলে এ সব স্থল পথের মাধ্যমে তখন ভারত ও বাংলাদেশের সাথে উচ্চ ব্রহ্ম বা পাগানের যোগাযোগ রক্ষা হত। অন্যদিকে ' কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে আরাকানে যাবার একটি সহজ রাস্তা বহু দিনের পুরনো। পণ্ডিতেরা মনে করেন, এটিসাম্প্রতিক কালের রাস্তা। অনুমান করা হয়, ' আনুমানিক নবম থেকে একাদশ শতাকে আরাকানের চন্দ্রবংশীয় রাজাদের আমলে এই রাস্তা নির্মিত হয়ে থাকবে ' (আ : কাসেম , পৃ : ৩৩)। বাংলাদেশ থেকে পূর্বাভিমুখী এ গুরুত্বপূর্ণ পথের মধ্যে চট্টগ্রাম হয়ে আরাকান পর্যন্ত যাবার পথ অনেকটা নবম শতাব্দীর পরবর্তী সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে জানা যায়। ফলে এর পূর্বে অনেকটা মনিপুর হয়ে উত্তর ব্রহ্ম ও মধ্য ব্রহ্মদেশের পাগান স্থল পথটি বাংলাদেশ ও ভারতের সাথে যোগাযোগের জন্য ভূমিকা

রাখে। এ পথ দিয়ে কপিলাবস্তু থেকে শাক্য বংশের অভিরাজাসহ অনেকে ব্রহ্ম দেশে রাজ্য স্থাপন করে। অবশ্য অন্য পথে ও ব্রহ্মদেশে ঞধষধরহম রাজ্য স্থাপনের কথা জানা যায় ।

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ তার ' ইসলামাবাদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "বৌদ্ধগণ এ দেশের আদিম নিবাসী। তাঁহারা আপনাদিগকে মগধবিতাড়িত ক্ষত্রিয় এবং রাজবংশী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন এই মগজাতি সমতল হইতে মুসলমান অধিকাংশ ই পর্বত মালায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন " (আ. রচনাবলি : পৃ ৪)। এক সময় বৌদ্ধ মাত্রই মগ নামে পরিচিত ছিল। বিভিন্ন তথ্য ও পণ্ডিতগণের লেখা থেকে এ বিষযটি অবগত হওয়া যায়। বৌদ্ধগণ যে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বহু প্রাচীনকাল থেকে বসবাস করে আসতেছেন তা চট্টগ্রামের ইতিহাস থেকে জানা যায়। অন্যদিকে চট্টগ্রাম অঞ্চলের বৌদ্ধধর্ম অত্যন্ত প্রাচীন। তথ্য থেকে জানা যায় খ্রি : পূ : ৩০৮ অব্দে সম্রাট অশোককের সময়ে রামুর রামকোট (রাংকূট) বিহারটি নির্মিত হয়। যা অদ্যাবধি স্বগৌরবে টিকে আছে। ধারণা করা হয়, বুদ্ধের জীবিত অবস্থায় না হলে ও সম্রাট অশোকের সময় চট্টগ্রামে অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল । সে হিসেবে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম যে বেশ প্রাচীন তা অস্বীকার করা যায় না এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠির বসবাস বহু প্রাচীন কাল থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায় । চট্টগ্রাম অঞ্চলে তিনটি প্রধান বৌদ্ধ জনগোষ্ঠির মধ্যে চাকমারা অন্যতম। উল্লেখ্য রাংকূট (রামকোট) অঞ্চলের নিকটবর্তী চাকমারকুল, রাজার কুল, ফতে খাঁর কুল ইত্যাদি স্থান চাকমাদের অতীত ইতিহাসের সাথে বিজড়িত। অন্যদিকে কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলায় রাধামন ধনপুদি সুরুং যা স্থানীয় বাঙ্গালীদের কাছে কানা রাজার গুহা নামে পরিচিত। এ গুহাটি ও চাকমাদের উক্ত স্থানের সাথে চাকমা দের সম্পর্কের দ্যেতনা করে। সম্প্রতি প্রকাশিত রাখাইন লেখকদের তথ্য থেকে জানা যায়, চাক মারা দশম শতাব্দি বা আর ও কিয়দ পূর্বে চট্টগ্রাম অঞ্চলের কাছাকাছি অঞ্চলে বা চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিজেদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে নিজেদের আত্ম প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিল। এ সম্পর্কে রাখাইন জাতির ইতিবৃত্তাকারদের লেখা থেকে জানা যায়, " আরাকনকানরাজ মাং থিহার শাসনের ১৫ বছর পর অর্থাৎ ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দে 'উনফুন' নামে একজন চাকমা রাজা দিল্লী সুলতানদের মদদে আরাকানভুক্ত 'মাহাঃ ঝোঃ' দ্বীপটি দখল করে নেন ' (মংবা পৃঃ ৬৫)। মাঃহাঃ ঝোঃ অর্থ াৎ মহেশখালী দ্বীপ । অন্যদিকে লে ম্রো যুগে (১০১৮ খ্রি :- - ১৪০৬ খ্রিঃ) দশ্য রাজার শাসনের বর্ষের 'পূর্ব বঙ্গের অধিবাসীরা চাকমাদের সাথে মিলে আরাকানরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করে,' (মজিদ পৃ : ৩৯)। এ ঘটনা ১১৫৩ খ্রি পরবর্তী সময়ে সংঘটিত হয়। আবার ১২৩৪ সালে উনালুংমাঙ শাসন কালে ও 'পূর্ববঙ্গের অধিবাসীরা চাক মাদের সাথে মিলে

পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষনা করে' (মু : মজিদ পৃ : ৩৯)। এ সবতথ্যের মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, চাকমারা এ সময় একটি স্বতন্ত্র শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিল। বাংলার সুলতালনদের সাথে ও চাক্‌মাদের সুসম্পর্কের তথ্য পাওয়া যায়। গৌড়ের সুলতানগণ তাদের সালতানতের সীমানাকে শঙ্কামুক্ত রাখতে চাক্ মা শক্তিকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করতেন। নানা সাহায্য সহযোগিতা করতেন বলে জানা যায়। গৌড়ের সুলতানদের নানা সাহায্য সহযোগিতা চাক্‌মা শক্তি তাদের প্রতি যথেষ্ট দুর্বল ছিল বলে মনে হয়। চট্টগ্রামের ইতিহাস থেকে ও এ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায, 'This unexpected favour of tge Shah of Gaur made thc chakmas the staunch supporters of his kingdom' (Ahmadul , A short hist.of ctg. p.5)।

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ তার ' ইসলামাবাদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, " বৌদ্ধগণ এ দেশের আদিম নিবাসী। তাঁহারা আপনাদিগকে মগধবিতাড়িত ক্ষত্রিয় এবং রাজবংশী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন এই মগজাতি সমতল হইতে মুসলমান অধিকাংশ ই পর্বত মালায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন " (আ. রচনাবলি : পৃ ৪)। এক সময় বৌদ্ধ মাত্রই মগ নামে পরিচিত ছিল। বিভিন্ন তথ্য ও পণ্ডিতগণের লেখা থেকে এ বিষযটি অবগত হওয়া যায়। বৌদ্ধগণ যে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বহু প্রাচীনকাল থেকে বসবাস করে আসতেছেন তা চট্টগ্রামের ইতিহাস থেকে জানা যায়। অন্যদিকে চট্টগ্রাম অঞ্চলের বৌদ্ধধর্ম অত্যন্ত প্রাচীন। তথ্য থেকে জানা যায় খ্রি : পূ : ৩০৮ অব্দে সম্রাট অশোককের সময়ে রামুর রামকোট (রাংকূট) বিহারটি নির্মিত হয়। যা অদ্যাবধি স্বগৌরবে টিকে আছে। ধারণা করা হয়, বুদ্ধের জীবিত অবস্থায় না হলে ও সম্রাট অশোকের সময় চট্টগ্রামে অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল । সে হিসেবে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম যে বেশ প্রাচীন তা অস্বীকার করা যায় না এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠির বসবাস বহু প্রাচীন কাল থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায় । চট্টগ্রাম অঞ্চলে তিনটি প্রধানবৌদ্ধ জনগোষ্ঠির মধ্যে চাকমারা অন্যতম। উল্লেখ্য রাংকূট (রামকোট) অঞ্চলের নিকটবর্তী চাকমারকুল , রাজার কুল , ফতে খাঁর কুল ইত্যাদি স্থান চাকমাদের অতীত ইতিহাসের সাথে বিজড়িত । অন্যদিকে কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলায় রাধামন ধনপুদি সুরুং যা স্থানীয় বাঙ্গালীদের কাছে কানা রাজার গুহা নামে পরিচিত । এ গুহাটি ও চাকমাদের উক্ত স্থানের সাথে চাকমা দের সম্পর্কের দ্যেতনা করে । সম্প্রতি প্রকাশিত রাখাইন লেখকদের তথ্য থেকে জানা যায়, চাক মারা দশম শতাব্দি বা আর ও কিয়দ পূর্বে চট্টগ্রাম অঞ্চলের কাছাকাছি অঞ্চলে বা চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিজেদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে নিজেদের আত্ম প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিল। এ সম্পর্কে রাখাইন জাতির ইতিবৃত্তাকারদের লেখা থেকে জানা যায়, "আরাকনকানরাজ মাং থিহার

শাসনের ১৫ বছর পর অর্থাৎ ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দে 'উনফুন' নামে একজন চাকমা রাজা দিল্লী সুলতানদের মদদে আরাকানভুক্ত 'মাহাঃ ঝোঃ ' দ্বীপটি দখল করে নেন ' (মংবা পৃঃ ৬৫)। মাঃহাঃ ঝোঃ অর্থ াৎ মহেশখালী দ্বীপ । অন্যদিকে লে ম্রো যুগে (১০১৮ খ্রি : - - ১৪০৬ খ্রি :) দশ্য রাজার শাসনের বর্ষের 'পূর্ব বঙ্গের অধিবাসীরা চাকমাদের সাথে মিলে আরাকানরাজের বিরদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করে,' (মজিদ পৃ : ৩৯)। এ ঘটনা ১১৫৩ খ্রি পরবর্তী সময়ে সংঘটিত হয় । আবার ১২৩৪ সালে উনালুংমাঙ শাসন কালে ও 'পূর্ববঙ্গের অধিবাসীরা চাক মাদের সাথে মিলে পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষনা করে ' (মু : মজিদ পৃ : ৩৯)। এ সব তথ্যের মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে , চাকমারা এ সময় একটি স্বতন্ত্র শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিল । বাংলার সুলতালনদের সাথে ও চাক্ মাদের সুসম্পর্কের তথ্য পাওয়া যায় । গৌড়ের সুলতানগণ তাদের সালতানতের সীমানাকে শঙ্কামুক্ত রাখতে চাক্ মা শক্তিকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করতেন । নানা সাহায্য সহযোগিতা করতেন বলে জানা যায়। গৌড়ের সুলতানদের নানা সাহায্য সহযোগিতা চাক্মা শক্তি তাদের প্রতি যথেষ্ট দুর্বল ছিল বলে মনে হয়। চট্টগ্রামের ইতিহাস থেকে ও এ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায, ' This unexpected favour of tgc Shah of Gaur made the chakmas the staunch supporters of his kingdom' (Ahmadul , A short hist.of ctg. p.5)।

এ সময় চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাসন অধিকাংশ সময় একক নেতৃত্বেরে হাতে ছিল না বলে মনে হয়। এ সময় চাক্ মারা চট্টগ্রাম নিয়ে তখন ত্রিশক্তির দ্বন্দ্বের সুযোগে অধিকাংশ সময় নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল বলে ধারণা করা হয় । ইংরেজদের চট্টগ্রামে আগমনের অনেক পরে ও চাক্মা রাজাদের এ স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা গেছে । চট্টগ্রাম মোগল অধিকৃত হবার আগে আরাকানীরা তাদের প্রতিনিধি দিয়ে চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। অনেকে আবার সুযোগ বুঝে বিরুদ্ধচারণ করতেন। বিভিন্ন তথ্য থেকে অনেক সর্দারের নাম পাওয়া যায় যারা চট্টগ্রামে শাসন করতেন। এ শাসকগণ সাধারণভাবে তারা সর্দার বা রাজা নামে পরিচিত ছিলেন। তাদের সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে কোন কিছু সুস্পষ্ট নয়। অনেকে আরাকান রাজাকে নামে মাত্র কর দিতেন। চাকমা জাতির ইতিহাস থেকে ও জানা যায়, "রাজা মইসাং মগ রাজার অধীনে ঘাটের কর উশুল করতেন" (বিরাজ পৃঃ ৯৩)। কিন্তু পরবর্তী চাক্মা রাজাদের সময় আরাকানীদের সম্পর্ক সুস্পষ্ট নয়। অন্যদিকে ত্রিপুরার ইতিহাস থেকে জানা যায়, ত্রিপুরারাজ অমর মানিক্যের সময়ে (১৫৭৭ খ্রিঃ - ১৫৮৬ খ্রিঃ) মঘ রাজা ত্রিপুরা রাজার সাথে যুদ্ধে টিকে থাকতে না পেরে কুমার রাজধরের নিকট উড়িয়া রাজা' নামে এক দূতের মাধ্যমে সন্ধির প্রস্তাব পাঠান (পুরঞ্জন পৃ : ৪৯)। এ উড়িয়া রাজা চট্টগ্রাম অঞ্চলের কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি হতে পারেন বলে

ধারনা করা হয়। অন্যদিকে, "jaychandra (1482 - 153) a Buddhist Mog chief at chakrassala exercised authority over the territory betweenthe river Karnafuli and Sangu , as tributory to the Sultan of Bengal Ó (Baren Tripura p. 22)। এখানে তথ্যের কিছু ভুল আছে বলে মনে হয় । ইনি সম্ভবত: মঘ রাজা বা সর্দার নয়। কোন চাকমা সর্দারই হবেন বলে অনেকে মনে করেন। কারণ এ যাবত প্রাপ্ত তথ্য থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলের চাক্‌মা রাজাদেরে সাথে বাংলার সুলতানদের সুসম্পর্কের কথা জানা যায়। যেহেতু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী চাক্‌মা রাজাকে ভ্রমে মঘ রাজা বলা হয়েছে। অবস্থা যেই হাক চাক্‌মারা কিছুকাল আরাকানীদের অধীনে ছিলেন, "The chakmas were under continuous Arrakanese rule of nearly one hundred years (1580 - 1666) in the seventheenth century (Chakma res. to Br. Dom. p.9)।

রামু অঞ্চলটি বরাবরই আলাদা রাজ্য বা দেশ হিসেবে বর্ণনা পাওয়া যায়। রামু রাজ্যটি 'Comprising parts of the districts of Chittagong and Chittagong Hill t Tracts. It s capital was Ramu (Mohar Ali, p. 35)। আরব বণিকদের রামু দেশে অদ্ভুদ ধরনের প্রাণী ও ক্ষুদ্রকায় নগ্ন লোক বাস করত বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। আরব বণিকদের বর্ণনায় কিছুটা অতিরঞ্জন থাকলে ও রামু অঞ্চলের লোকদের বাংলার অন্যান্যলোকদের থেকে পৃথক সত্ত্বাকেই তুলে ধরে। চাক্‌মা ইতিবৃত্তাকাররা চাক্‌মা কিংবদন্তীতে বর্ণিত 'সাপ্রেইকুল' রামুর কাছাকাছি অঞ্চল টিকে চিহ্নিত করে থাকেন। স্মরণযোগ্য 'মাতামুহুরী' অঞ্চলটি চাক্‌মাদের 'আঙরকুল' হিসেবে পরিচিত। মনে হয়, 'সাপ্রেইকুল' শব্দটির অনুকরণে পরবর্তী কালে রামুর একটি অঞ্চল 'চাক্‌মার কুল' নামে পরিচিতি লাভ করে। মূলত 'সাপ্রেইকুল' নামটি আরাকানীদের দেওয়া। যার অর্থ চাক্‌মাদের বাসভূমি। কুল শব্দটি চাক্‌মা ভাষায় বংশ, অঞ্চল, পাড় ইত্যাদি প্রকাশ করে। ফলে 'চাক্‌মার কূল' শব্দটি 'সাপ্রেইকুল' থেকে উৎসারিত। এ সম্পর্কে সুপ্রিয় তালুকদার মনে করেন, ' টেকনাফ থানার অন্তর্গত 'সাব্রাং' নামক স্থানটি বর্তমানে একটি প্রশাসনিক ইউনিয়ন। এ সাব্রাং নামক স্থানটিই সম্ভবতঃ প্রাচীন 'সাপ্রেইকূল' যেখান থেকে শাক্য যুবরাজ বিজয়গিরি রোয়াংদেশে রাজ্য স্থাপন করেন।" (সু: তালুকাদার পৃ: ৬৩)। অন্যদিকে টেকনাফের কিয়দ কাছাকাছি অঞ্চলে 'টেকপাড়া' নামে একটি স্থান আছে । ' টেকপাড়া ' অর্থাৎ 'চাক্‌মা পাড়া '। স্মরণযোগ্য চাক্ মাদেরকে আরাকানীা ও বর্মীরা 'টেক' নামে অভিহিত করে । চট্টগ্রামের বাঙ্গালীরা কখন ও চাক্‌মাদেরকে 'টেক' নামে ডাকে না। এ অঞ্চলে বর্তমারেন বাংলা ভাষাভাষি অধ্যুষিত অঞ্চল হলে ও এক সময় রাখাইন অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল। এর কাছাকাছি চাক্‌মাদের তঞ্চঙ্গ্যাদের সম্প্রদায়ের কিছু

পরিবার বাস করে। এ স্থানটি চাক্‌মাদের উক্ত জায়গায় এক সময় বাস করার সাক্ষ্য দেয়।

বার্মা বা মায়ানমারের ইতিহাস থেকে জানা যায়, "The only names for the tribes which may have become the Mra- ma nation, which we acquinted with, are p Pyoo, Kan- yan or Kan- ran and Thek or Sa k"(Ge. Bur. vol.2 p.141)। বার্মা বা মায়ানমারের জাতি গঠনে থেক্ বা সাক্‌রা যে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। ফলে সাক্ বা থেকরা বার্মা যে প্রাচীন জনগোষ্ঠি তাতে কোন সন্দেহ নেই। আরাকানের ইতিহাসে থেক্ বা সাক্ দের বসতি স্থাপন সম্পর্কে সঠিক কোন দিন ক্ষণ পাওয়া যায় না। আরাকানের ইতিহাস অনেক অংশই কুয়াশাচ্ছন্ন। তবে চন্দ্রবংশীয় রাজাদের আগে ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দের কোন এক সময় 'King Kanmyeng peopled his dominions with various tribes -- The names of he the tribes are Thek , Khyeng (a tribe living, amongst the Yoma mountains), Myo (the Mroos, now nearly extinct, inhabiting the hills), Kyip (a small tribe near Manipur), Shandoo (a tribe in western hills), Moodo, Proo (a name by which a portion of Burmese nation was formerly distinguished), Mekhalee (a shan tribe Ó (Ge. Burma vol. ll p.6)। এ বর্ণনায় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির আরাকানে বসতি স্থাপনের তথ্য পাওয়া এবং কোন জনগোষ্ঠি কোন অঞ্চলে আনয়ন করা হয়েছে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু 'থেক" দের কে কোন অঞ্চল থেকে আরাকানে এনে বসতি স্থাপন করা হয়েছে তার কোন উল্লেখ পাওওয়া যায় না। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায়, "In the 656 (1294 A.D.), the Shans invaded the kingdom, but were repulsed The king of Thooratan, or (Eastern) Bengal, named Nyga - pu - Kheng (Bahadur Khan), courted his alliance and sent presents of elephants and horses . After this his dominions again being attacked in various quaters by the Shans , the Burmese, the Talaings and the Thek tribe in north, the king went to ..... Tsalenggathu, his brother - in law , advance into Pegu , and general , Radza - theng- kyan was sent against the Thek tribe " (Ge .Burma vol. ll . p. 9)। এখানে থেকদের উত্তরাঞ্চলে অবস্থানের সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু Datha Radza (1153 A. D. - 1165 A.D.)সময়ে পূর্ব বঙ্গে সাক্ বা চাক্ মাদের বিদ্রোহের তথ্য পাওয়া

যায়। এতে আরাকানের উত্তরাঞ্চলের বসবাসকারী সাক এবং পশ্চিমাঞ্চলের বসবাসকারী আরও এক সাক জনগোষ্ঠির কথা জানা যায়। অন্য দিকে অলংসিথুর সময়ে থেট বা সাক দের বিদ্রোহের কথা জানা যায়। তথ্য থেকে জানা যায়, অলংসিথু খুবই ভ্রমণ বিলাসী ছিলেন । তিনি সময় মালয়, বাংলাদেশ, সিংহল ও মালয় প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করতেন। অলংসিথু র অনুপস্থিতির সুযোগে বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহের ঘটনা সংঘটিত হয়। এতে দেখা যায়, " His frequent absences from the capital ..... were a Strain on his ministers , who had to run the government in his name , but his reign was singuarly free o f rebellions except in a corner of Arakan , where There was a Sub king ruling over the Thets , and in Tenaserim , Where there was a Mon governor . He lead a punitive mission to Tcnasserin himself because of the importance of the portage routes , but he sent one of his commanders to deal with the Thets '' (Maung p. 45)। অর্থাৎ থেটদেরকে দমন করার জন্য তিনি তার একজন সেনাপতিকে প্রেরণ করেছিলেন । এখানে আরাকানের একটি অংশে থেটদের বিদ্রোহের কথা উল্লেখিত হয়েছে। এ সময় চট্টগ্রাম ও আরাকান অভিন্ন ভৌগোলিক এলাকা হিসাবে গণ্য ছিল । এ ঘটনার বহু পরে ১৫৪৬ সালে মেংবেং যখন বার্মিজদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন তখন হঠাৎ উত্তর দিক থেকে একজন সাক রাজার রামু পর্যন্ত দখল করে নেয়। এ সময় সাক বা চাক্ মাদের অবস্থান রামুর পশ্চিম অঞ্চলে যে ছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা ।

৩.

চাক্মা জাতির বিচরণ ক্ষেত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ত্রিপুরা থেকে সুদূর চট্টগ্রামের দাক্ষিণাঞ্চ পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে তারা বসবাস করেছিল। আরাকানীদের বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়, "দশ শতকে ও বৃহত্তর চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামে ও তৎ পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে 'সাক্' জাতীয়লোকদের বসতি ছিল' (পৃ : ৪৮, আদি. জনগোষ্ঠি ৫ম খ ণ্ড)। এ 'সাক্' জাতীয় লোকেরা পরবর্তীকালে 'চাক্মা' নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৪১৮ খ্রিষ্টাব্দে চাক্মাদের মাতামুহুরী অঞ্চলে বসতি স্থাপনের কথা জানা যায়। কিন্তু এর পূর্বে ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দে চাক্ মাদের মহেশখালী দ্বীপ ও বিদ্রোহ করার কথা জানা যায়। চাক্মাদের একটি দল কোন এক সময় আরাকানে ছিল বা গিয়েছিল কিন্তু চাক্মাদের মূল স্রোত পার্বত্য চট্টগ্রামে, চট্টগ্রামের আশে পাশে অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ত্রিপুরা পর্যন্ত রয়েগিয়েছিল। চাক্মাদের মাতামুহুরী অঞ্চলে প্রবেশ করার কারণ হিসেবে দেখা হয়-১.

দক্ষিণ চট্টগ্রামে অবস্থানকালীন সময়ে তারা অধিকতর নিরাপত্তার স্বার্থে প্রবেশ করতে হয়েছিল; ২. আরাকানে অবস্থান শেষে তারা একদল পশ্চিমামুখী হয়ে চাক্‌মা মূল স্রোতধারার সহিত একীভূত হতে চেয়ে ছিল । ফ্রানিসঙ্গস বুকাননের ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন, "They say that they are some same with the Sak of Roang or Arakan ; that originally they came from that country ; and that on account of their having lost their native language , and not having properly acquired the Bengalese Ó (p. 104)। বুকানন সম্ভবতঃ একজন তঞ্চঙ্গ্যা অস্থায়ী শ্রমনের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন । কারণ রেইংখ্যং বাক অঞ্চলে বরাবরই তঞ্চঙ্গ্যাদের বসবাস ছিল। এরা সম্ভবতঃ আরাকান থেকে পশ্চিমামুখী হয়ে উক্ত অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল। তা ছাড়া নিজ মাতৃভাষা এত সহজে হারিয়ে ফেলার মত তাদের তেমন কোন পারিপার্শ্বিক অবস্থা সে সময়ে ছিল না। এরা যদি মাতৃভাষা হারিয়ে থাকে তবে আরাকানে থাকাকালীন হারিয়ে ছিল অথবা আরাকানে প্রবেশ কার আগে মাতৃভাষা হারিয়েছিল । বুকানন যে ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন হয়ত তার কোন পূর্ব পুরুষ চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে আরাকানে গিয়ে প্রবেশ করেছিল এক সময় পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের বসবাসের নির্দিষ্ট কোন সীমানা ছিল না। ফ্রান্সিস বুকানন চট্টগ্রাম কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলে ভ্রমণ করেছিলেন ১৭৯৮ সালে। ১৭৭৭ সালের ৩১ মে চট্টগ্রামের একজন কর্মকর্তা , বাংলার গভর্ণর ওয়ারেন হেস্টিং কে লেখা লিখিত পত্রে দেখা যায়, "The pepple whom he demands were formerly Inhabitants of this province , but went over to settle at Arracan from whence they ran away two years ago with some thousands of others who had been likewise Inhabitants of this happend in Mr. Bateman s chiefships who gave them Encouragement to settle here"(Sira. Islam Dist. Record p. 82)। মূলত এক সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের মূল বাসিন্দাদের বসবাসের স্থিতি বা সীমা রেখা ছিল না। কিন্তু যেখানে থাকুক না কেন পরবর্তী সময়ে তারা আবার নির্দিষ্ট সর্দারের অধীনে চলে আসে বা আনুগত্য প্রকাশ করে । ব্রিটিশদের নথি পত্র থেকে এ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়, "এই উপজাতিগুলো সবাই যাযাবর/ভৌগলিক সীমারেখা উপেক্ষা করে যেখানে সুযোগ/অনুমতি পায় সেখানেই জুম চাষ করে থাকে। তারা পরস্পরকে অতিক্রম করে পরস্পরের সাথে মিশে গিয়ে এক বছর পার্বত্যত্রিপুরায় আর এক বছর আরাকানে, আর বছর লুসাই ভূমিতে, আর ও এক বছর চট্টগ্রাম জেলায় জুম চাষ করে। তবে তারা যেখানেই থাকুক না কেন একটা নির্দিষ্ট চীফের প্রতিই অনুগত থাকে" (জ্ঞানেন্দু পৃ : ২৬০)।

স্বর্গীয় সতীশ চন্দ্র ঘোষ তাঁর 'চাক্ মা জাতি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন চাক্মা গানে আছে-

ডোমে বাজায় ঢোলদগর'
ফিরি যাইয়ম্ নূরনগর।
অন্য পাঠ-ডোমে বাজায় ঢুল দগর,
ফিরি যেবং নূর নগর।

নূরনগর বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের একটি স্থান। তিনি ত্রিপুরার চম্পকনগরকে চাক্ মাদের 'রাধামন ধনপুদি ' পালায় বর্ণিত চম্পকনগর বলে সনাক্ত করেছেন । চম্পকনগরের অবস্থানের বিষয়টি বাদ দিলে ও এক দল চাক্মা নূর নগর থেকে এসে বসতি স্থাপন করেছে তাতে গানটির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠে। ফলে কর্ণফুলী নদীকে ঘিরে চাক্মা জাতির যে উত্থান , বিকাশ ঘটেছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে । ড. সুনীতি ভূষণ কানুনগো কর্ণফুলী নদীকে চাক্মাদের নদী বলেছেন, "The Karbnafuli is he most important river in the Chakma territory . The river called by the Chakmas Kynsa Khyoung is in a real sense a Chakma river Ó (Chakma Re. British Dom. S.B.Qanu. p.3)। পাশ্চাত্য গবেষক ভক্ষগাং মে ও বিষয়টি অনেকটা সেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন । এ প্রসংগে ' চম্পকনগরের সন্ধানে : বিবর্তনের ধারায় চাক্মা জাতি ' গ্রন্থে গবেষক সুপ্রিয় তালুকদার বলেছেন," চাক্মারা ভারতের চম্পক নগর থেকে আসেনি, এসেছিলেন তাদের আদি পুরুষ শাক্য বংশীয় যুবরাজ বিজয়গিরি " (পৃ : ১৫৮)। তিনি এ ও উল্লেখ করেছেন, " শাক্য বংশীয় পুরুষ এবং স্থানীয় রমণীর বৈবাহিক সংমিশ্রনে আরাকানেই চাক্মা জাতির উৎপত্তি " (পৃ: ১৫৮)। সুপ্রিয় তালুকদারের এ উক্তিকে কিছুটা গ্রহণ যোগ্য মনে করা যেতে পারে । কারণ বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চল ও আরাকান এক সময় অভিন্ন অঞ্চল হিসেবে পরিগণিত হত। কর্ণফুলী নদীর তীরে চাক্মা জাতির উত্থান ও বিকাশের সময় অনেক জাতি গোষ্ঠি মিশে গিয়েছিল বলে মনে করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ত্রিপুরার জনগোষ্ঠির নানা কাহিনী ও কিংবদন্তী থেকে জানা যায়, মোটামুটি পঞ্চদশ শতাব্দীর বহু পূর্বে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠির লোকেরা পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলে প্রবেশ করতে শুরু করে। ত্রিপুরা জনগোষ্ঠির লোকেরা দুটি ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তারাঞ্চলে প্রবেশ করে। একদল আগমন করে উত্তর - দক্ষিণমুখী হয়ে মাইনী অঞ্চলে ও চেঙ্গী-ফেণি অঞ্চলে। এরা সচরাচর রিয়াং নামে পরিচিত। রিয়াংরা মাইনী নদীর দক্ষিণমুখী গতি ধরে লংগদু কাছাকাছি অঞ্চল পর্যন্ত অগ্রসর হয়। পরে আবার ত্রিপুরা রাজ্যে ফিরে যায়। অপর একটি দল সীতাকুণ্ড পাহাড় হয়ে পূর্বামুখী হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলে

প্রবেশ করে। এরা পরে পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ত্রিপুরাদের আরেকটি দল রামু, টেকনাফ অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলের বসবাসকারী উসই দফার সাথে চাক্‌মাদের ঐতিহাসিক যোগসূত্র আছে বলে মনে করা হয়। চাক্‌মা ইতিবেত্তাকারগণ মনে করেন, এরা কোন সময় হৈ চৈ বাহিনীর অন্তর্ভূক্ত ছিল বলে তাদের নাম পরে উসই হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। চাক্‌মাদের সাথে ত্রিপুরাদের অন্য দুই দফা যাদের সাথে সম্পর্ক আছে বলে মনে করা হয় তারা হল- ফাতুং এবং ত্রিপুরাদের উপদল নওয়াতিয়া ও দেনদাক। চাক্‌মারা যারা আরাকানে যাবার সময় ত্রিপুরা রাজ্যে থেকে গিয়েছিল অনেকে ত্রিপুরাদের এ সব দফা ও উপ দলের সাথে মিশে গিয়েছিল।ত্রিপুরাদের নানা কিংবদন্তী থেকে জানা যায়, শতাব্দীতে ও রাঙ্গুনীয়া অঞ্চলের আশে পাশে চাক্‌মাদের বসবাস ছিল। ত্রিপুরাদের কিংবদন্তী থেকে জানা যায়, এক সময় লুসাইদের বন্দী দশা থেকে বাচানোর সময় মিজোরাম থেকে নদী পথে পালানোর সময় দ্বিতীয় দলটি রাঙ্গুনীয়া এলাকায় পৌঁছলে স্থানীয় চাক্‌মা ও মারমা কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে যায়' (আজাদ পৃ: ৯৯)। অন্য দিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত বৌদ্ধমূর্তি যাদের দু' একটি এখন ও নানা স্থানে সংরক্ষিত আছে। এ থেকে সহজে অনুমান করা যায় , পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন স্থানে এক সময় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বাস ছিল। তিব্বতী পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক লামা তারানাথ ও কোকি অঞ্চলের বৌদ্ধ ধর্ম প্রাচীন বলে তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বর্তমানে যারা ভারতের ও বাংলাদেশে কুকি বা লুসাই নামে যারা পরিচিত তারা কোন সময়ই (১৮৯০ পর্যন্ত) কোন শাস্ত্রীয় ধর্মের অনুসারী ছিল না। বর্তমানে বাংলাদেশে তিন প্রধান বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দের মধ্যে চাক্ মা, মারমা ও বড়ুয়া প্রধান। এ প্রধান তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে চাক্‌মারাই ত্রিপুরা হতে সুদুর চট্টগ্রামের দক্ষিণ অঞ্চল ও আরাকানের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। চাক্‌মা জাতির বিকাশ কর্ণফুলী নদীকে ঘিরে বিকশিত ও বিবর্তিত হয়েছে। ত্রিপুরার ইতিহাস থেকে জানা যায়, জুঝারুফা উদয়পুরে লিকা রাজাকে পরাজিত করেন। জুঝারুফার রাজত্বকাল ৫৯০ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়েছিল বলে জানা যায়। ত্রিবেগ রাজ্যের যে সীমানা তাতে, 'ত্রিবেগ রাজ্য ছিল কাছাড় সংলগ্ন কোন অঞ্চল' (মুস্তফা, ত্রি. জাতির পরিচয়, পৃ : ৩৫)। এ হিসেবে ধরে নিতে হয় , ত্রিবেগ রাজ্য যা পরবর্তীকালে ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারণ হতে থাকে। কোন এক সময় বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যের চম্পকনগর, চাক্‌মাঘাট, জিরান্যা ইত্যাদি চাক্‌মা অধ্যুষিত অঞ্চল ও ত্রিপুরা রাজাদের কর্তৃক আক্রান্ত হয়। ফলে চাক্‌মারা দক্ষিণমুখী হয়ে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামে অঞ্চলে প্রবেশ করে। অনেকে আর ও দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে পরবর্তীকালে আরাকানে ও প্রবেশ করে। লিকা রাজা যদি ৫৯০ খ্রিস্টাব্দের দিকে পরাজিত হয়ে থাকেন তবে এর বহু পূর্বে চাক্‌মাদের চাক্‌মাঘাট, চম্পকনগর ইত্যাদি স্থানগুলো ত্রিপুরাদের কর্তৃক আক্রান্ত

হয়েছিল। আবার লিকা জাতি মগ জাতের জাতির শ্রেণী বিশেষ বলে বলা হয়েছে। আবার লিকা রাজার -

ধামাই জাতি পুরোহিত আছিল তাহার ।
অভক্ষ্য না খায়ে তাহা সুভক্ষ্য ব্যভার ।।

রাজমালায় ধামাই জাতিকে মঘ জাতির শাখা বিশেষ বলা হয়েছে। চাক্‌মাদের মধ্যে ধামাই বা ধাবেং গোজার অস্তিত্ব রয়েছে। চাক্‌মা ভাষায় ধাবেং অর্থ যারা রাজ দূতের কাজ করতেন তাদেরকে বুঝাত। আবার ত্রিপুরার নুরনগর সম্পর্কে জানা যায়, ''১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে উদয়পুরের শাসনকর্তা নুরউল্লার নামে নুরনগর পগনা পরগণনা সৃষ্টি হয় " (সুপ্রসন্নঃ পৃ : ১০)। চাক্‌মাদের একদল এ নুরনগর ও উদয়পুরের কাছাকাছি অঞ্চলে বসবাস করত বলে মনে হয়। যারা পবর্তীকালে নুরনগরের স্মৃতিকে অম্লান রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করে চাক্ মাদের মূল স্রোতের সাথে মিশে যায় । অন্য দিকে লিকা জাকি মঘ জাতি কিনা তা ও স্পষ্ট নয়। কারণ এক সময় বৌদ্ধ মাত্রেই মগ নামে পরিচিত ছিল। চাক্ মাদের পূজাপার্বণ, লোক কাহিনী ইত্যাদি ত্রিপুরা জনগোষ্ঠির সাথে যথেষ্ট ঘনিষ্ট। চাক্ মাদের কিছু কিছু রূপ কাহিনী ত্রিপুরাদের রূপ কাহিনীর মিল দেখা যায়। চাক্ মাদের পালা বা গীথিকাতে ও ত্রিপুরাদের সাথে চাক্ মাদের পাশাপাশি বসবাসের ইঙ্গিত পাওয়া যায় ।

চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার পশ্চিমাংশে কাঞ্চনপুর গ্রামে একটি এলাকায় কাঞ্চন রাজার রাজপাট ও রাজবাড়ীর ধ্বংসস্তূপ আছে। জনশ্রুতি অনুসারে একজন মঘ রাজা এখানে রাজত্ব করতেন। ত্রিপুরা রাজমালায় এ নামে কোন রাজার সাক্ষাৎ পাওয়া যায না। অন্যদিকে চট্টল গবেষক আবদুল হক চৌধুরী স্বীকার করেছেন, "কাঞ্চন নামটি ভারতীয়। মগ বা আরাকানীদের এরূপ নাম হতে পারে না" (আঃ হঃ রচনাবলি পৃ : ৫৫)। চট্টগ্রাম গবেষকগণ মনে করেন, এ কাঞ্চন রাজা স্থানীয় স্বাধীন বা অর্ধ স্বাধীন রাজা ছিলেন । অনকে অনেকে মনে করেন, এ কাঞ্চন রাজা প্রকৃত পক্ষে একজন চাক্‌মা রাজা। কাঞ্চন রাজার সম্পর্কে এমন ধারনা চট্টগ্রামের ইতিহাস লেখক মাহ্ বুবুল আলম ও এমন অনুমান করেছেন। তিনি চাক্‌মা রাজাদের বিজয় অভিযান বর্ণনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন , "....ক্রমে কাঞ্চনপুর ও অক্সা- এই দুই রাজ্য ও তাহারা জয় করে। ..... কে বলিবে ইহা সত্যই কাঞ্চনপুর রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ কি না। অক্সা রাজ্য ব্রহ্মদেশে অবস্থিত বলিয়া অনুমান হয় " (পুরানা আমল পৃ : ৩০)। ফেণী ইতিহাসের লেখক জমির উদ্দিন ও প্রায় একই কাছকাছি মত প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে কুকি রাজ্য কালঞ্জর ও এর সন্নিকটে। ফলে চাক্‌মাদের পালায় বর্ণিত এ কাঞ্চননগর সেই কাঞ্চননগর বলে স্পষ্ট ধারণা জন্মে। অন্যদিকে চাক্ মা জাতির ইতিহাস থেকে জানা যায়, চাক্‌মা সাত্তুয়া রাজার

ভয়ে , " বড় পুত্র পলায়ন করত ঃ কাঞ্চনপুরে গিয়া আত্মরক্ষা করেন। তথায় তিনি একটি দীঘি খনন করে। তদবধি ঐ দীঘি চাক্‌মা দীঘি নামে পরিচিত " (বিরাজ মো ঃ পৃ : ১০১)।

চাক্‌মাদের দীর্ঘ কালের স্থিতি কোন স্থানে হয়নি। কিন্তু তাদের স্মৃতিবিজড়িত অনেক স্থান আজ ও চাক্‌মাদের স্মৃতিকে সদা প্রকাশিত করে। ত্রিপুরা অঞ্চল থেকে চট্টগ্রামে প্রবেশ করার পর এ অঞ্চলের মাটি ও ধূলিকণার সাথে চাক্‌মারা নিজেদেরকে একীভূত করে। চাক্‌মাদের 'চাদিগাং ছাড়া' পালা ও অনেকটা এ জন্য সৃষ্টি হয়েছে। চাক্‌মাদের জীবন ও জীবিকা দীর্ঘকাল ব্যাপি চট্টগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারনে কোন কোন ইংরেজ কর্মকর্তা চাক্‌মাদের কে চট্টগ্রামের আদিম বাসিন্দা বলে আখ্যায়িত করেছেন। 'বৃহত্তর চট্টল' এর লেখক এম, নুরুল হক , " পাবর্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে চাকমা, মগ,টিপরাই প্রধান। এই সমস্ত জাতি পূবর্ববঙ্গ তথা বৃহত্তর চট্টগ্রামের আদিম অধিবাসী ছাড়া আর কিছু নহে। সুতরাং এই সমস্ত অঞ্চলে প্রাচীন ভারতের বিশুদ্ধ ইতিহাসের অনেক উপকরণ এখন ও অনাবিস্কৃত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে " (পৃ : ১৪১)। সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিযশা গবেষক ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের ও অধ্যাপক ড. সুনীতি ভূষণ কানুনগো বলেছেন, " The chakmas are some of the earliest inhabitants of chittagong " (A. Hist. of ctg. vol .ll .p 5)। অনুরুপ মন্তব্য কোন কোন ইংরেজ কর্মকর্তার লেখনিতে ও পাওয়া যায়। এ সব তথ্যচট্টগ্রাম অঞ্চলে চাক্‌মাদের বহু পূর্ব থেকে বসবাসের কথা স্মরণ করে দেয়।

সহায়ক;

১। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদরচনাবলি - ১ম খণ্ড - সম্পাদিত- আবুল আহসান চৌধুরী
২। বাংলাদেশের রাখাইন - মুস্তফা মজিদ
৩। চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত - বিরাজ মোহন দেওয়ান, রাংগামাটি, ২০০৫
৪। যুগ বিবর্তনে চাক্‌মা জাতি (প্রাচীন যুগ) - শ্রী সি. আর. চাকমা, হাওড়া, ১৯৮৭
৫। চম্পকনর সন্ধানে : বিবর্তনের ধারায় চাকমা জাতি - সুপ্রিয় তালুকদার , রাঙ্গামাটি , ১৯৯৯
৬। পার্বত্য চট্টগ্রামের কৌম সমাজ – ভক্ষগাং মে অনু. স্বপ্না ভট্টাচার্য, কলকাতা ১৯৯৬
৭। চাকমা ও চাক ইতিহাস আলোচনা - সুগত চাকমা, রাঙ্গামাটি ২০০০
৮। বাঙাগালীর ইতিহাস (আদি পর্ব) - নীহার রঞ্জন রায়, কলকাতা, ১৪গ০২ বাংলা
৯। কুমিল্লার ইতিহাস আদি পর্ব - আবুল কাসেম, ঢাকা ২০০৮
১০। আবদুল হক চৌধুরী রচনাবলি - সম্পাদনা আবদুল করিম, ঢাকা ২০১১

১১। সিলেটের ইতিহাস - সম্পদনা কমল চৌধুরী, কলকাতা ২০১২
১২। ত্রিপুরার রাজমালা - পুরঞ্জন প্রসাদ চক্রবর্তী, আগরতলা, ১৯৯৪
১৩। ত্রিপুরা জাতি পরিচয় - মুস্তফামজিদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০০৮
১৪। ত্রিপুরার ইতিহাস - সুপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৯৮২
১৫। খাগড়াছড়ির ত্রিপুরা নৃ গোষ্ঠির ভাষা ও সংস্কৃতি - আজাদ বুল বুল, ঢাকা ২০১২
১৬। চট্টগ্রামে বৌদ্ধ ধর্ম - ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী, চট্টগ্রাম, ১৯৮১
১৭। বৃহত্তল চট্টল - এম. নূরুল হক এম. এ. বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম ১৯৭৭
১৮। আহাদিসুল খাওয়ানিন (চট্টগ্রাসের মর প্রাচীন ইতিহাস)- মৌ. হামিদুল্লাহ খান বাহাদুর, অনুপম প্রকাশনী ২০১৩
১৯ । চট্টগ্রামের ইতিহাস ভাষা ও সংস্কৃতি - ড. দুলাল চৌধুরী, কলকাতা ২০১২
২০। চট্টগ্রামের ইতিহাস (পু: আমল)- মাহবুব- উল - আলম, চট্টগ্রাম ১৯৬৫
২১ । হিউয়েন সাঙের দেখা ভারত - সংকলক প্রেমময় দামগুপ্ত, কলকাতা, ১৯৮৮
২২ । বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ) - রমেশ চন্দ্র মজুমদার
২৩ । বাংলাদেশের রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি - অশোক বিশ্বাস
২৪ । নোয়াখালি ও সন্দ্বীপের ইতিহাস - সম্পাদনা কমল চৌধুরী, কলতাকাতা ২০১৩
২৫ । পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন - করুণানন্দ ভিক্ষু, ঢাকা ১৯৯৪
২৬ । বাঙালি বৌদ্ধদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য - ডি.পি. বড়ুয়া, ঢাকা ২০০৬
২৭ । বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্মও সংস্কৃতি- ড. দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া, চট্টগ্রাম ২০০৭
২৮ । বাংলাদেশের বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি - প্রণব কুমার বড়ুয়া, ঢাকা, জুন ২০০৭
২৯ । শ্রী শ্রী রাজনামা ও চাক্‌মা রাজ বংশের ইতিহাস - সম্পাদনা বিপ্রদাশ বড়ুয়া, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৫
৩০ । চাকমা ও চাক ইতিহাস আলোচনা - সুগত চাকমা, উসাই, রাঙ্গামাটি ২০০০
৩১ । পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশ- অনু: জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাক্‌মা, রাঙ্গামাটি , ২০০৩
৩২ । চেগ গোজা বগিলা গোষ্ঠির পরিচয়- চিত্রসেন খীসা, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি, ১৪০৩ বাংলা

English:

1. A Shrt History of Chittagong - Syed Ahmadul Huq
2. Chakmas an Embattled Tribe - S. P. Talukdar Delhi 1994
3. Chakma Resistance To British Domination- S. B.Qanungo, Chittagong 1998

4. Bangladesh District Records Ctg. Vol. I (1760 - 1787) Ed. Sirajul Islam Dacca 1978
5. Mainamati - Dr. A.K.M.Shamsul Alam, Dacca, 1982
6. The History of Bengal Vol. I, R.C. Majumdar, Dacca 1976
7. The Heritage Ed. Suhrid Chakma, Rangamati 1982
8. Gazetter of Burma Vol. I 8& II, New Delhi 1987
9. Burma Nationalism and Ideology – Shwe Lu Maung, Dhaka 1989
10. A short History of Burma – Maung Htin Aung, New York 1967
11. The Maghs- A Buddhist Community in Bangladesh- Abdul M. Khan, Dhaka 1999
12. Nepal Hand Book - Kerry Moran, USA, 1991
13. History of Nepal - Daniel Wright, Delhi 2007
14. Nepal - Perceval Landon, New Delhi, 2007
15. History of Nepal - Daniel Wright, Pub. 1877 reprint. 2007
16. Nepali State, Society Human Security - Druba Kumar, Dkhaka - 2008
17. Cultural Treasures Of Nepal - Nepal Tourism year 2011
18. Reading against the Orientalist Grain- Syed Jamil Ahmed, Kolkata 2008
19. Eastern Himalayan Culture, Ecology and people- Hasna Jasimuddin Moudud, Dhaka 2001
20. The rise andd Fall of Buddhism in South Asia- M. Abdul Mu'in Chowdhury, LISA, UK, 2008
21. Tibetan Buddhism- Sangharakshit, Delhi 2010
22. Tripura s of Chittagong Hill Tracts - Baren Tripura, CHT, 1978
23. An outline of Buddhsm in Vietnam- NHA XUAT BANTON GIAOO - 2008
24. Assam In The Ahom Age (1228 - 1828) - Nirmal Kumar Bas, Calcutta, Aust.1970
25. History of the Muslims of Bengal I A - Md. Mohar Ali
26. The History of Manipur (An early period) – Wahengban Ibohal Singh, Imphal, Manipur, 1986.
27. Kirat Jana Krti – Suniti Kumar Chatterji, Kolkata, March 2011
28. History of Sylhet – Rabbani Choudhury

৩

১. [illegible]

কয়ারে কয়ার্ তেল্‌লোই ভাজে।

কৈ মাছের তেল দিয়ে কৈ মাছ ভাজা করা।

তুলনীয়-নিজের চড়কায় তৈল দেয়া।

২. [illegible]

কদালে পিজেদি ন তানি মুজুঙেদি তানে।

কদালে পিঠে না টেনে বুকে টানে।

ভাবার্থ-আত্মীয় আত্মীয়ের পক্ষ সমর্থন করাই রীতি।

৩. [illegible]

কথা নেই কুদি ম্ মোক্‌কো পেদুলি।

কথা বলার কিছু নেই, তাই বলে আমার স্ত্রী গর্ববতী।

ভাবার্থ- কাজের কথা না বলে অকাজের কথা বলা।

৪. [illegible]

কথারে জিন্‌দি তানে চিন্‌দি যায়।

কথাকে যে দিকে টানা যায় সেদিকে দীর্ঘ হয়।

ভাবার্থ-বাক চাতুর্যে কথার মোড় ইচ্ছে মত ঘুরানো যায়।

৫. [illegible]

কথায় কথায় বিয়েই পেদত্ ভাত্ নেই।

কথায় কথায় বিয়াই এর পেটে ভাত নেই।

ভাবার্থ-গল্প গুজবে খাবার দেরি হলে প্রযুক্ত।

৬. [illegible]
কনে জানে চিতে বিতে, মুই মরঙর্ এক চিদেই।
কে জানে সিতা-বিতা, আমি মরছি অন্য চিন্তায়।
ভাবার্থ-অবান্তর চিন্তা।

৭. [illegible]
কবাল্লের কবাল্, আ কবাল্লের্ চিনে চেদবাল্।
ভাবার্থ-ভাগ্যবান সৌভাগ্য ভোগ করতেই থাকে আর কপাল পোড়া লোকের কেবল দুর্ভাগ্য।

৮. [illegible]
কবাল্লের্ ধনেদি যায়্, আকবাল্লের জনেদি যায়্।
ভাবার্থ-সৌভাগ্যবানের বিপদ ধনের উপর দিয়ে কেটে যায় আর ভাগ্যহীনের ক্ষেত্রে প্রাণের উপর দিয়ে যায়।

৯. [illegible]
কলি ধন্ য়াবাদে যায়্।
ভাবার্থ-কৃপনের ধন এমনিতেই যায়।

১০. [illegible]
কলি যুগত্ সত্য নেই, বুক্ চিরি দেঘেলেয়্ পত্য নেই।
কলি যুগে সত্য নেই, বুক চিরে দেখালেও কারো প্রত্যয় হয় না।
ভাবার্থ-বর্তমান যুগে কাউকে বিশ্বাস করানো কঠিন।

১১. [illegible]
কা গরুরে কন্না দুমো দেয়।
কার গরু/গোয়ালে কে দেয় ধুঁয়া।
ভাবার্থ- স্বার্থ ছাড়া কেউ কাজ করে না।

১২. [illegible]

কাদি কলা হেইত্তোয় তেলি ন পারে।

কার্তিক মাসে লাগানো কলা গাছের বন হাতি দিয়েও ঠেলা যায় না।

ভাবার্থ-কার্তিক মাসে লাগানো কলা পরিপুষ্ট হয়।

১৩. [illegible]

কাদালোয় কাদা খুগায়্।

ভাবার্থ-কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।

১৪. [illegible]

কান্ তানিলে মাধা এজে।

ভাবার্থ-কান টানলে মাথা আসে।

১৫. [illegible]

কানরে চেদ্ দেঘেলে, পাপও নেই, পূন্যও নেই।

অন্ধকে পুরুষাঙ্গ দেখালে পাপ-পূণ্য কিছুই নেই।

ভাবার্থ-যে বোঝে না তাকে বলেও লাভ নেই।

১৬. [illegible]

কানা কুমত্ পানি ন ধালে।

কানা কলসিতে পানি ঢালে না।

ভাবার্থ- পন্ডশ্রম; বৃথা পরিশ্রম।

১৭. [illegible]

কানেদে পুয় দুধ পায়, না-ন কানেদে পুয়্ দুধ্ খে পায় ?

কান্না করলে দুধ খেতে পায়, আর যে ছেলে কান্না করাবে না সে দুধ খেতে পায় না।

ভাবার্থ- নিজের প্রয়োজন পড়লে অন্যের কাছে থেকে চেয়ে নিতে হয়।

১৮. [illegible]

কাম ধরে ফুগির্।

কাজ করার ভয়ে ফকির সেজে থাকা।

১৯. [illegible]

কাম্ নেই কি গত্তুং, বাল নেই সাত্তুং।

কাজ নেই কি করবো, চুল নেই যে তা ছাড়বো।

ভাবার্থ-অকাজের কাজ যত আলস্যের সহস্র সঞ্চয়।

২০. [illegible]

কামা কুরে খাজ্যে গাছ।

পাহাড়ের 'ঢালুতে অর্ধ কর্টন গাছ।

ভাবার্থ- পড়ে যায় যায় বা মরমর অবস্থা।

২১. [illegible]

কালে সরি, কালে বো।

সময়ে শাশুরি, সময়ে বৌ।

ভাবার্থ-সময়ে শাশুরিকেও বৌয়ের কথায় চলতে হয়।

২২. [illegible]

কুকি দেজত্ নুন্ সাগি সানা।

কুকি দেশে নুনের স্বাদ নেয়া।

ভাবার্থ-দুষ্প্রাপ্য বস্তু লাভের চেষ্টা করা।

২৩. [illegible]

কুত্তো পরানত্ ঘি ভাত্।

কুকুরের পেটে ঘি ভাত।

ভাবার্থ-অসম্ভব ব্যাপার/অসহনীয় বিষয়বস্তু।

২৪. [illegible]

কুদুমত্ কুদুম্, বানত্ বান্।

ভাবার্থ-আত্মীয়তার উপর আত্মীয়, বন্ধনের উপর বন্ধন।

২৫. [illegible]

কুয়্ কুরি মত্তন পানি খেই ন পায়্।

কুয়া খনন করা মাত্র পানি খেতে পাই না।

ভাবার্থ-গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।

২৬. [illegible]

কুরো মুয়ত্ ইজে পজ্যে পা।

মুরগির মুখে চিংড়ি মাছ পড়া।

ভাবার্থ-মুখরোচক খাবার নিয়ে টানাটানি বা লোফালুফি করা।

২৭. [illegible]

কেনা দুস্ গরে মাল্যে কাবা খায়্।

বাচ্চা শুয়োর দোষ করলে (ক্ষেত নষ্ট করলে) খাসি করা শুয়োরকে হত্যা করা হয়।

ভাবার্থ-একজনের দোষে অন্যকে দন্ড দেয়া।

২৮. [illegible]

কেম মাদাদি ঘু বাজেই দেনা।

কঞ্চির মাথায় নিয়ে বিষ্টা লেপে দেয়া।

ভাবার্থ-কারো অনিষ্ট করতে হলে নিজে না করে অপরের হাত দিয়ে করানোই নিরাপদ।

২৯. [illegible]

কেয়্ এক আদু লামিলে, আমনে এক্ রান্ লামা পরে

সাহায্যার্থে কেউ এক হাটু পানিতে নামলে, নিজেকে তার সাহায্যার্থে কোমর সমান পানিতে নামতে হয়;

ভাবার্থ-কৃতজ্ঞতার স্বীকার করা বাঞ্ছণীয়

৩০. [illegible]

কিজু নাদিন কিজু পোয়, জুরো পানি সিলো কুয়।

কিছু নাতনি কিছু ছেলে, ঠান্ডা পানির পাথুরে কুয়ো।

ভাবার্থ-অবৈধ সম্পর্কের ছেলে/জারজ সন্তান (সাধারনত চাকমা সমাজে ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ হয়ে থাকে; কিন্তু কাকা/মামার সাথে ভাগিনী/ভাই ঝি সম্পর্ককে অবৈধ বলে গণ করা হয়; এরূপ সম্পর্ককে বুঝানো হয়।

৩১. [illegible]

কান্নোয়্ পোয়, গম্মোয় পোয়;

কানা হলেও ছেলে, ভাল হলেও ছেলে।

ভাবার্থ- ছেলে যাই হোক মা-বাবার কাছে ছেলের মমতা কমে না।

[illegible]

৩২. [illegible]

খেদা ফল্।

মাকাল ফল।

ভাবার্থ- দেখতে সুন্দর কিন্তু অন্তরে বিষ।

৩৩. [illegible]

খোদা পেত্তো দিয়ে, ভাত্তুন তে দিব।

ভগবান পেট দিয়েছেন তাই ভাতও তিনিই দেবেন।

ভাবার্থঃ জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেনও তিনি।

৩৪. [illegible];

খানাত্ মেয়ে দেয়ে।

খাবার বেলায় দয়া মায়া করা।

ভাবার্থ-খাবার বেলায় দয়া মায়া দেখলে বুঝা যায় পরস্পরের সম্প্রীতি।

৩৫. [illegible], [illegible], [illegible]

খেই দেই বাজিলে তারে কয় ধন্, মরি দরি বাজিলে তারে কয়্ জন্।

খেয়ে দেয়ে বালে থাকে বলে ধন, মরে ধরে বাঁচলে থাকে বলে জন;

ভাবার্থ-অতিথি খাওয়াতে গেলে কৃপন করতে নেই।

৩৬. [illegible], [illegible]

খেই ন জানিলে মরি পায়্, বই ন জানিলে লুরি পায়্।

খেতে না জানলে মরতে হয়, বসতে না জানলে লড়তে হয়।

ভাবার্থ-অতি ভোজনে মরণ।

৩৭. [illegible]; [illegible]

খেয়নেই যে আগে মুদে তা ঘরত ন যায় বোদ্য পুদে।

যে নিয়মিত খেয়ে দেয়ে মল মূত্র ত্যাগ করে তার ঘরে বৈদ্য যায় না।

ভাবার্থ-অকৃতজ্ঞ লোকের সাথে কেহ সম্পর্ক রাখে না।

৩৮. [illegible]

খেই পেলে বাব নাং।

ভালো করে খেতে পেলে বাপের নাম।

ভাবার্থ-আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

৩৯. [illegible], [illegible]

খেই পেলে ফুগির ভালা, খেই ন পেলে ফুগির্ সালা।

খাবার পেলে ফকির ও ভালো, খাবার না পেলে খারাপ।

ভাবার্থ-দুনিয়াতে যতক্ষণ অপরকে দিতে পারা যায়, ততক্ষন সুনাম, না হলে বদনাম।

৪০. [illegible]

খিইয়্যা সমারে বারিয়ে ন জিনে।

ভোজনকারীর সাথে পরিবেশনকারীরা কুলিয়ে উঠতে পারে না।

৪১. [illegible]

খেদ চেলে ধর্ম নেই, ধর্ম চেলে খেদ নেই।

খেতে চাইলে ধর্ম করা যায় না, আর ধর্ম করতে চাইলে খেতে পাওয়া যায় না।

৪২. [illegible]

খেদ ন থেলে ডেন পরান্।

খাবার সংস্থান না থাকলে ডাইনির মতো।

ভাবার্থ- হাভাতেকে সবাই দূর দূর করে।

৪৩. [illegible]

খের তলে সোনা তায়্।

খড়ের তলায়ও সোনা থাকে।

ভাবার্থ-গোবরের পদ্মফুল।

৪৪. [illegible]

খেলে জুরায়্ না পেলে জুরায়্ ?

পেলেই হয় না, খেয়েই প্রাণ শীতল হয়;

ভাবার্থ- ভোজনেই তৃপ্তি।

৪৫. [illegible], [illegible] [illegible] ?

খেলে দিন্ যায়, না ন খেলে দিন্ যায়্?

খেলেও দিন যায়, না খেলেও দিন যায়;

ভাবার্থ-এক মাঘে শীত যায় না।

৪৬. [illegible] [illegible] [illegible]?

খেলে জুরায়, না পেলে জুরায় ?

খেতে পেলে তৃপ্তি হয়, না পেলে জুরায় ?

৭

৪৭. [illegible]

দ্য পরান্যে খাং খাং।

গর্ভবতী মা খাই খাই ইচ্ছা।

৪৮. [illegible]

গরাত্ পজ্যে উন্দুর।

ভাবার্থ- বিপদে লাফালাফি করা।

৪৯. [illegible], [illegible]

গরচ্যে বেজে, ধারচ্যে ধার তগায়।

যার গরজ সে বিক্রি করে আর সখের ক্রেতা ধারে ক্রয় করে।

৫০. [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]

গরম্ ভাত্ দিলে বিলেই বেজার্, হ্ক কধা কলে মানুচ বেজার্।

গরম বাত দিলে বিড়াল বেজাড় হয় আর আসল কথা বললে মানুষ বেজাড় ঘয়। ভাবার্থ-উচিৎ কথায় বিরক্ত হওয়া।

৫১. [illegible]

গাঙ কুলে নিই বিজেই খা

নদীর তীরে গিয়ে ভিজিয়ে ভিজিয়ে খাও;

ভাবার্থ-নিষ্ঠাহীন আশার ফল নেই

৫২. [illegible]

গাচ উগুরে গুই, খুরো ভাত্ খে যা তুই

গাছের উপর গুই সাপ, কাকা ভাত খেয়ে যা;

ভাবার্থ-গাছে কাঠাল গোঁপে তেল

৫৩. [illegible]

গাচ্ চিনে বাগলে, মানুচ্ সিনে আক্কলে

গাছ চেনা যায় বাকল দেখে আর মানুষ চেনা যায় বুদ্ধি দেখে

৫৪. [illegible]

গাচত্তুন হ্লা পজ্যে পা

গাছ থেকে পুরুষ বান্দর ঝড়ে পড়া;

ভাবার্থ-হঠাৎ অবান্তর কথা বলা

৫৫. [illegible]

গাচে গাচ্ বানে, হ্লেইদে হ্লেইদ বানে

বেত দিয়ে গাছ বানা হয়, হাতি দিয়ে হাতি বানা হয়;

ভাবার্থ-আত্মীয় আত্মীয় দিয়ে কাজ হাসিল করতে হয়

৫৬. [illegible]

গাদত্ ন আদে গুই, আর লেজত্ বান্যে কুল

গর্ততা গোসাপ ঢোকার মতো প্রশস্ত না, তার উপর গোসাপের লেজে কুলো বাঁধা। তুলোনীয়-আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে

৫৭. গিরজর সেদাম বুজি চোরে তিন বক্সা বানে

গিরজর্ সেদাম্ বুজি চোরে তিন বক্সা বানে

গেরস্তের দৌড় দেখে চোরে তিন বোঝা বেঁধে সরকিছু চুরি করে নিয়ে যায়;

ভাবার্থ-গেরস্তের উদাসীন বা অসাবধান হলে দাসী-চাকর কাজে ফাঁকি দিতে থাকে আর বাড়ির এটা-ওটা জিনিসপত্র সরাতে শুরু করে

৫৮. গিরি গুনে সুগর ফাত্তো হয়

গিরি গুনে সুগর ফাত্তো হ্য়

গেরস্তের প্রকৃতি অনুসারে শুকর অমিতচারী হয়ে থাকে;

ভাবার্থ-বাড়ির প্রধান শৃঙ্খলাবোধ না থাকলে সেই বাড়ির শৃঙ্খলা থাকে না

৫৯. গিরজত্তুন চুর দাদ

গিরজত্তুন্ চুর্ দাদ

গৃহস্তের চেয়ে চোরের দাপট বেশী;

ভাবার্থ-আশ্রিত কোন ব্যক্তি প্রভুর চেয়ে বেশী প্রতিপত্তি হলে তাকে উদ্দেশ্য করে বলা

৬০. গিলি ন পারে কাদাত্যে, ছারি ন পারে সোদোত্যে

গিলি ন পারে কাদাত্যে, ছারি ন পারে সোদোত্যে

কাটার জন্য গেলা যায় না, খুব স্বাদ বলে ছাড়তের পাওে না;

ভাবার্থ-সাপের ছুঁচো গেলার অবস্থা

৬১. গুয়ো কবাল সুরুঙত, বান্দর কবাল তারেঙত

গুয়ো কবাল্ সুরুঙত্, বান্দর কবাল্ তারেঙত্

গোসাপের কপাল সুরঙ্গে, বানরের কপার খাড়া পাহাড়ে গাছের ডালে;

ভাবার্থ-তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে

৬২. [illegible]

গুচ্ ন থেলে উজ্ ন থায়্

গুচ বা কাছা না থাকলে হুঁশ থাকে না;

ভাবার্থ-সচরাসর মেয়েদের উদ্দেশ্য করে বলা হয় যে, মেয়েদের গুচবা কাছা নেই,তাই তাদের অনেক সময় হুঁশ থাকে না

৬৩. [illegible]

গুরো জলেলে লাজ্ পায়, কুগুর জলেলে কামর খায়

ছেলে ক্ষ্যাপালে লজ্জা পেতে হয়, কুকুর ক্ষ্যাপালে কামড় খেতে হয়;

ভাবার্থ-ছোট ছেলে ক্ষ্যাপালে সত্য কথা বলেই লজ্জা পেতে হয়।

৬৪. [illegible]

গুরো নেইদে ঘরত আচ্যে নেই; বুরো নেই ঘরত দোরজো নেই

যে বাড়িতে ছোট শিশু নেই, সেখানে হাসি নেই; যে বাড়িতে বয়স্ক লোক নেই সেই বাড়িতে ধৈর্য্য নেই;

৬৫. [illegible]

গুরো মুয়ে বুর্ কথা

ছোট মুখে বড় কথা

৬৬. [illegible]

গুরো লোই বুর চঙ্

শিশু আর বুড়ো সমান

৬৭. [illegible]

গুরু তাগুরে তিয়ে তিয়ে মুদিলে, চাগ্রেদে বেরে বেরে মুদে

গুরু দাড়িয়ে মূত্র ত্যাগ করলে শিষ্য হাঁটতে হাঁটতে তা করে।

তুলনীয়-গুরু মারা বিদ্যা

৬৮. [illegible]
গোজেনে হলে, ঘরত্ আনি বুয়ে দে
ভগবান বললে ঘরে এনেই বসিয়ে দেয়;
ভাবার্থ-ভগবান সহায় হলে কোন অভাব হয় না

৬৯. [illegible]
গোলা ঘর থক্
ধান রাখার ঘরের খুঁটি
ভাবার্থ- একমাত্র অবলম্বন

৭০. [illegible]
গুই লাত্যে ফি বাঝানা
গুই সাপ লাঠি মেরে অমঙ্গল ডেকে নিয়ে আসা

ঘ

৭১. [illegible]
ঘঙদা বিদিরে কঙদা
ঘোমটার ভেতর বাকাঁ ঠোট;
তুলনীয়-জিলাপির প্যাঁচ

৭২. [illegible]
ঘর উন্দুরে বের কামরেলে সেই ঘর্ ন তিগে
ঘরের ইদুঁর বেড়া কামড়ালে সেই বেড়া টিকে না;
তুলনীয়-ঘরের শত্রু বিভীষণ

৭৩. [illegible]
ঘর্ পলে ছাগুলে উরে
ঘর পড়লে ছাগলেও মাড়িয়ে যায়;
তুলনীয়-হাতি খেদায় পড়রে চামচিকেও লাঠি মারে

৭৪. [illegible]
ঘর্ বেরেলে কথা পায়্, আদাম্ বেরেলে হদা হায়্
ঘরে ঘরে বেড়ালে কথা পাওয়া যায় আর গ্রাম বেড়ালে লোকের খোঁটা খেতে হয়;

৭৫. [illegible]
ঘরত্ ভাত্ খেইনে মামু মোজ্ চরানা
ঘরের ভাত খেয়ে মামার মোষ চড়ানো;
তুলনীয়-ঘরে খেয়ে বনের মোষ চড়ানো

৭৬. [illegible]
ঘাত্ পার্ অলে গাউল্যে সালা
ঘাট পার হয়ে গেলে ঐ পাড়ের লোক শালা;
ভাবার্থ-কার্য সিদ্ধির পর উপকার মনে না রাখা

৭৭. [illegible]
ঘাদ কায়্ ন ধুবে
ঘাটে এসে নৌকা ডুবি হয়;

৭৮. [illegible]
ঘুমে মরায় সং
ঘুমে থাকা আর মৃত অবস্থা উভয়ই সমান

[illegible]

৭৯. [illegible]
চিগন্ ঝারত্ বর্ বাঘ্ থায়্
ছোট জঙ্গলে বড় বাঘ থাকতে পারে;
ভাবার্থ-ছোট বলে কাউকে হেয় করা ঠিক নয়

৮০. [illegible]

চাল্ সেনেই বগা পরে

চালা দেখে বক পড়ে;

ভাবার্থ- গেরস্তের অবস্থা দেখে অতিথি যায়

৮১. [illegible]

চাগি চাদে চাদে জুল চুগায়

চেখে দেখতে দেখতে ঝোল শুকিয়ে যায়;

তুলনীয়-ঠক বাছতে গাঁ উজাড়

৮২. [illegible]

চাদরে চাদে ঘিনায়

এক চাট (ডাঙার শামুক বিশেষ) আরেক চাটকে ঘৃনা করে

৮৩. [illegible]

চাল্ পারগ অলে বাব ও পর

চাল ফারাক (পৃথকান্ন) হলে বাপও পর হয়ে যায়;

তুলনীয়-ভিন্ন হাঁড়িতে বাপ পড়শী

৮৪. [illegible]

চিগোন্ বারেঙ্ লরে চরে

চোট ঠুকরি সহজে নড়াচড়া করা যায় বা স্থানান্তরিত করা যায়

ভাবার্থ- বয়সে ছোট ব্যক্তিকে বড়দের ছোট ছাট কাজ করতে হয়

৮৫. [illegible]

চিগোন্ মরিচ জাল্ বেজ্

চিকন মুরিচের ঝাল বেশী

ভাবার্থঃ ক্ষুদ্রকে অবহেলা করতে নেই

৮৬. [illegible]?

চিল দরে কি কুরো ন পুঝে?

চিলে ভয়ে কি মুরগীর ছানা পোষে না ?

ভাবার্থ-অন্যের ভয়ে কাজ না করা

৮৭. [illegible]

চিলে ছুলে মালে খেরান্ হ্লে নেজায়্

চিলে ছোঁ দিলে কুটোটি হলেও নিয়ে যায়

ভাবার্থ- ক্ষমতাধর ব্যক্তি কোন কোন ক্ষতি করতে পারে

৮৮. [illegible]

সুদ আত্তান্ গালত্ ন দে

খালি হাত গালে দেয় না;

ভাবার্থ-খালি হাত গালে দিলে অমঙ্গল হয়

৮৯. [illegible]

চুর উপ্তরে রাগ গরি মাদিত্ ভাত্ খানা

চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়া

৯০. [illegible]

চুর নাঙে চুর তায়্, দেঙ নাঙে দেঙ্ তায়্

চোর চুরির মতলবে আর দুষ্ট লোক কু কাজের মতলবে থাকে;

তুলনীয়-শকুনির চোখ সর্বদা বাগাড়ের দিকে

৯১. [illegible]

চুরর্ দস্ দিন্, গিরোচ্চোর এক্ দিন্

চোরের দশ দিন, গৃহস্থের একদিন

৯২. [illegible]
চেস্‌টা ঘুদিয়ে দুক্‌খ খন্‌দে
চেষ্টা করলে দুঃখ ঘুচে

৯৩. [illegible]
চোগ লুবে মোক্‌ মাগে
চোখের লোভে বিয়ে করতে চায়
ভাবার্থ- অলিক কল্পনা করা

৯৪. [illegible]
চো কুমিলে কান্‌জাবা চুলে ধর্‌ লাগায়্‌
সাহস হারালে মাথার চুলও নিজেকে ভয় পাইয়ে দেয়

৯৫. [illegible]
চঙ্‌ চঙ্‌ অলে লারেই বাজান্‌
সমানে সমানে লাগে

ঝ

৯৬. [illegible]
ছরা উজাদে দজর্‌ পায়্‌, মেয়া জরাদে বজর্‌ য়ায়্‌
ছড়ার উজান ধরে গেলে ছোট ছড়ার সঙ্গম স্থল দেখা যায়; স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাস জন্মাতে হলে বছর খানেক সময় দরকার

৯৭. [illegible]
ছাগল কান্‌ ভেরাত, ভেরা কান্‌ ছাগলত
ছাগলের কান ভেড়াকে, ভেড়ার কানকে ছাগলকে।
ভাবার্থ-জোড়াতালি দিয়ে অভাব অনটনে বেঁচে থাকা

৯৮. ছাগল বিজিলে দুরি দে পরে

ছাগল্ বিজিলে দুরি দে পরে

ছাগল বিক্রি করতে গেলে রশিও দিতে হয়;

ভাবার্থ-

৯৯. ছাগল ন কাবদে ভিজা কুয়ানা দুবোদুবি

ছাগল্ ন কাবদে ভিজা কুয়ানা দুবোদুবি

ছাগল কাটার আগে তার অণ্ডকোষ খুলে নেবার তাড়া;

তুলনীয়-কালনেমির লঙ্কাভাগ

১০০. ছাগল মুগে ধরি ন পেলে আগদে ধরি না পায়

ছাগল মুত্যে ধরি ন পেলে আগদে ধরি না পায়্

ছাগল মূত্র ত্যাগের সময় ধরতে না পেলে পায়খানা করার সময় ধরা যায় না,ভাবার্থ- পাওয়ানা আদায় করতে গেলে দূর্বল জায়গাতে ধরতে করতে হয়

১০১. ছাড়া ভাঙালোই গাল্ খজরায়্

ছাড়া ভাঙালোই গাল্ খজরায়্

সুসিদ্ধ ভাত, তবু গাল ফুটছে

তুলনীয়-সুখে থাকতে ভুতে কিলায়

১০২. ছিনাল্যে ছিনাল গরে মা বোন চায়; চুরে চুর গরে গরে পারা গেরাম বাজে

ছিনাল্যে ছিনাল গরে মা বোন চায়; চুরে চুর গরে গরে পারা গেরাম বাজে

যে লোক নারী ঘটিত মামলায় বিচারক মা বোনের তফাত রাখে, আর যে চুরি করে সে গ্রামকে রক্ষা করে চলে

ভাবার্থ- প্রত্যেকের নিজ নিজ বিবেক অনুযায়ী কাজ করা উচিত

১০৩. [illegible]

ছুগরে কুজু খেত সুক পেলে ন য়েরে

শুকর কচু ক্ষেত সন্ধান পেলে আর ছাড়ে না

ভাবার্থ- প্রিয় বস্তুকে ত্যাগ করা কঠিন

১০৪. [illegible]

ছুচ্ ভরাদে ভরাদে খুরোল ভরানা

সূচঁ ঢোকাতে ঢোকাতে কুড়াল ঢুকানো;

ভাবার্থ-বসতে পেলে শুতে চায়

১০৫. [illegible]

ছোয়াত পেই বয়াল্ মাচ্; আর খেই চায় মাল্ মাচ্

বোয়াল মাছ খেয়ে মজা পেলে আরো মাল মাছ (একধরনের সুস্বাদু মাছ)

খেতে চায়; তুলনীয়-বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান

১০৬. [illegible]

ছল্লুগে ন, মুরো উয়ুরেদি যায়্

পরামর্শ করে কাজ করলে নৌকা পাহাড়ের উপর দিয়েও চলে;

ভাবার্থ-সকলের চেষ্টায় কঠিন কাজও সম্ভবপর হয়

১০৭. [illegible]

ছেদাম্ ন তেলে পেদ্ ভাত্ কুগুরে খায়্

মুরোদ না থাকলে পাতের ভাত কুকুরে খায়

১০৮. [illegible]

ছেদাম্ নেই ভেদাম্; মোন উগুরে তিন্ আদাম্

যার নেই সামর্থ্য সে কিনা পাহাড়ের শৃঙ্গে তিন পাড়া বসাতে চায়

ভাবার্থ- সামর্থ্য হীনের অলীক বাসনা

১০৯. [illegible]
ছেদাম্ নেই জার্, তিন্ মোক্ তার্
যার নেই সামর্থ্য অথচ ঘরে তিন স্ত্রী

১১০. [illegible]
ছেপ্ পেল্লে গাআত্ পরে, খুরোল্ পেল্লে তেঙত্ পরে
থুথু ফেললে গায়ে পড়ে, কুড়াল মারলে পায়ে পড়ে

১১১. [illegible]
ছাগল ঘরত্ বাঘ সম্মে পা
ছাগল ঘরে বাঘ ঢুকে পড়া
ভাবার্থ-বয়:জোষ্ঠ্য লোকের আগমণ

ঙ

১১২. [illegible]
জাদ্ বিদ্যে জাদত্ ন লাগে
জাতির বিদ্যা জাতিতে লাগে না;

১১৩. [illegible]
জাদে জাত তগায় কাঙারা ঘাত্ তগায়্
জাতি স্বজাতি খোজে, কাকড়া গর্ত খোজে;
ভাবার্থ- রক্তে বাধঁন সহজে ছিড়ে না

১১৪. [illegible]
জানিলে সাত ভাক্ পায়, ন জানিলে গা ভাক্কো হ্রায়্
জানলে সাত ভাগ পাওয়া যায় আর না জানলে নিজের ভাগটাও দিতে হয়

১১৫. [illegible]

জামিন অয় ভত্ত, পানিদ্ দুভি মত্ত

জামিন হয়ে যে খেসারত দিতে চায়, সে যেন পানিতে ডুবে মরে

১১৬. [illegible]

জামেই এক হারাম, বিলেই এক হারাম

জামাই ও বিড়াল সুযোগ পেলেই ক্ষতি করে

১১৭. [illegible]

জামেই কন্যা দেগিনেই সুক্কর বারে বিয়া

জামাই কন্যার দেখা নেই, শুক্রবারে বিয়া;

তুলনীয়-রাম না হতে রামায়ণ

১১৮. [illegible]

জারকাল্যে বেল আলেলে গেল

শীতকালের রোদ দুপুর গড়ালেই শেষ

১১৯. [illegible]

জিয়ত রেইত্ সিয়ত কেত

যেখানে রাত সেখানেই থাকা

ভাবার্থ-যেখানে যেমন

১২০. [illegible]

জুগ মুয়ত সেই ছিদানা

জোঁকের মুখে ছাই ছিটিয়ে দেয়া;

ভাবার্থ-প্রতিপক্ষকে সমুচিত জবাব দেয়া

১২১. [illegible]

জেদা ভারেই পারে, মরা ভারেই ন পারে

জীবিত ব্যবক্তিকে ঠকানো যায়, মৃত ব্যক্তিকে ঠকানো যায় না

১২২. [illegible]

জার কাল্যে খেদা, হ্রান্যে পানি চুম

শীতের জন্য কাঁথা, গ্রীষ্মের জন্য পানির বোতল

[illegible]

১২৩. [illegible]

ঝর আগে পিনপিনি, গিদো আগে কুন্‌কনি

ঝড়ের আগে পিনপিনে শব্দ, গান গাওয়ার আগে গুনগুন করে সুর ভাঁজতে হয়

১২৪. [illegible]

ঝরত্‌ বগা মরে

ঝড়ে বকা মরে,

তুলনীয়-ঝড়ে পাকা আমের সঙ্গে কাঁচা আমও ঝড়ে পড়ে

১২৫. [illegible]

ঝাক্‌কুয়া গরু পেক্‌কুয়া খানা

ঝাকের গরুর পাঁকের খানা;

ভাবার্থ- পরিবারে লোক বেশী হলে ভালো খাবার জোটে না

১২৬. [illegible]

ঝাগর্ গরু ঝাগত্যায়্, ঝাগত্তুন্ নিগিলে বাঘে খায়্
পালের গরু পারে ঘুরে, পাল ছাড়লে বাঘে ধরে
ভাবার্থ- বিভেদেই ক্ষতি

১২৭. [illegible]

ঝাদি কাম্মোই বাগত্ আঘে, ঘু পেলাদে তিন্ বোর্ লাগে
কাজ তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে পাশেই পায়কানা করে, সেই পায়খানা পরিষ্কার করতে তিন প্রহর লাগে

১২৮. [illegible]

ঝার্ বাস্জেই অরিং নিগালায়্
জঙ্গল পিটিয়ে হরিণ বের করে

১২৯. [illegible]

ঝিয়রে মারি বোরে সিঘায়্
ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো

১৩০. [illegible]

ঝুবত্তলে পোরোল বুরো
ঝোঁপের আড়ালে ধুন্দুল পেকে যায়, চোখে পড়ে না;
তুলনীয়-মেঘে মেঘে অনেক বেলা

ণ

১৩১. ণ ঝ্যেণ ঘ্যঙ, ণ ঝ্যেণ ঘ্যঙ
তা মুয়ত্ ঝারা তা মুয়ত্ বারা
তার মুখের ঝাড়ায় বিষ নামে, তাতেই বিষক্রিয়া বাড়ে

১৩২. ণাল পুরেনেই ধরেঁ নাজেঙ
তাল্ পুরেনেই ধঙে নাজের্
তাল ফুরিয়ে সঙ নাচতে এসেছে

১৩৩. ণিঙ ঘিঙ ঙণাণিঙ পুঠী লেপ ণাণাণিঙ
তিন সিরাজাত্তুন বুদ্ধি লবে তাত্তুন
তিন মাথা যার, বুদ্ধি নিবে তার
ভাবার্থ- বয়স্ক ব্যক্তিকে সম্মান করা উচিত

১৩৪. ণিঙ ঘিঙত্তুনে নগণাণিঙ
তিন সনজুগে এগত্তর
ত্র্যহস্পর্শ (নন্দলাল শর্মা, প্রবাদ প্রবচনঃ পৃ-৪১)

.০৫

১৩৫. ণাই ঘেণ রনে গাইঘ্যেঘে
তুই বাঙাল্ ছাগল্ হ্ইচ্চে
তুমি বাঙাল ছাগল হয়েছ,
ভাবার্থ-সহজে কারো সাথে তাল মিলিয়ে দেয়া

১৩৬. ণরেলাণ ণাঙ্গ নলেরেঁ
তুছখলাত্কুরো আকখেঙ
তুষ ভান্ডারে মোরগের আসা যাওয়া;
ভাবার্থ- লোভে পড়লে মৃত্যুর মুখে পতিত হও

১৩৭. [illegible]

তেবা পানিয়ে ঘর্ ভরে

চুইয়ে পড়া ফোটা ফোটা পানিতেও কলসি ভরে;

তুলনীয়-রায় কুড়িয়ে বেল

১৩৮. [illegible]

তেল্যে ইজেব্

তেলির হিসাব;

তুলনীয়-আকাশ কুসুম কল্পনা

১৩৯. [illegible]

তেল্য মাদাত্ তেল্ দেনা

তেলা মাথায় তেল দেওয়া

ভাবার্থ- অযথা ব্যয়

ঞ

১৪০. [illegible]

ঠেঙত্ তানিলে মাধাত্ নেই, মাদাত্ তানিলে ঠেঙত্ নেই

ছোট কাঁথাকানি পায়ে টানলে মাথায় থাকে না, মাথা মুড়ি দিলে পায়ে থাকে না;

তুলনীয়-নুন আনতে পান্তা ফুরায়

১৪১. [illegible]
দচ্ দিন খায়, এক্ দিন্ ধরা পরে
দশ দিন খায় একদিন ধরা পড়ে

১৪২. [illegible]
দজা জানিসুনি ন এজে
দশা (বিপদ) জানিয়ে আসে না
ভাবার্থ- বিপদ কখন আসে তা কেউ জানে না

১৪৩. [illegible]
দাগ কদা পেলা ন যায়
প্রবাদ বচন বৃথা যায় না
ভাবার্থ- শাস্ত্রের বচন বৃথা নয়

১৪৪. [illegible]
দাদত্তুন ছামি বর
বাঁটের চেয়ে ছামি বড়,
তুলনীয়-বাঁশের চেয়ে কঞ্চি বড়

১৪৫. [illegible]
দাবাত ন খাঙ, তুবিত খাঙ
হুকো খায় না, পাইপ দিয়ে টুপি খায়

১৪৬. [illegible]
দি পাঘা সেরেদি পুকলুং
দুই ভেলায় পা রাখলে জড়ে পড়া অনিবার্য;
তুলনীয়-দুই নৌকায় পা দিতে নেই

১৪৭. [illegible]

দি চোক খাদিলে দুনিয়া আন্দার

দু'চোখ বন্ধ করলে দুনিয়া অন্ধকার

১৪৮. [illegible]

দুছ্যে সমারে দজগত যায়

কুসঙ্গে দোজখে যায়;

তুলনীয়-সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ

১৪৯. [illegible]

দযন ঘরে মরন ঘরে সং

ভাগ্য আর মরণ সমান

১৫০. [illegible]

দুর কজ্যে আগে বালা

বিবাদ অঙ্কুরে মিটিয়ে ফেলা ভাল

১৫১. [illegible]

দুর হুদুম ফুল বাজ, কায় কুদুম চিনদাবাজ

আত্মীয় দূরে থাকলে ফুলের সুবাস, কাছে থাকলে চিমসে গন্ধ,

তুলনীয়-কুটুম যত দূর তত মধুর

১৫২. [illegible]

দুরব ললে দুরব ল,গুইব ললে দুরব ল

কচ্ছপটা নিতে চাও তো নাও, গোসাপ নিতে চাইলেও কচ্ছপটাই নাও;

১৫৩. [illegible]

দেগা গরুয়ে বাঘ ন চিনে

এঁড়ে গরু বাঘ চিনে না

১৫৪. [illegible]

দেগাদেগি কর্ম, সুনাসুনি ধর্ম

দেখাদেখি করে কাজ শেখা হয়, শুনে ধর্মমতি হয়

১৫৫. [illegible]

দেনে জাগা পায়, চুরে জাগা ন পায়

পেটুক জায়গা পায়, চোরে জায়গা পায় না;

ভাবার্থ- চোর সর্বক্ষেত্রে পরিত্যাজ্য

ঘ

১৫৬. [illegible]

ধ-লই মাবিলে সঙ্, আরিলই মাবিলে সঙ্

কুনকে দিয়ে মাপলেও সমান, আড়ি দিয়ে মাপলেও সমান;

১৫৭. [illegible]

ধল্ ধল্ গুরুয়ে ন পায়্ গাচ্, ফেদেরা গুরুয়ে ন খায়্ সনার গাচ্

সুদর্শন সাদা গুরু ঘাস পেতে চায় না, আর হাড্ডিসার গরু ভাল ঘাস খেতে চায় না; ভাবার্থ- সৌখিনতা ভাল নয়

১৫৮. [illegible]

ধান নেই খের ঝারাঝারি

যে খড়ে ধান নেই, তা ঝারাঝারি করেও লাভ নেই;

ভাবার্থ- অনর্থক তর্ক করে লাভ নেই

১৫৯. [illegible]

ধান সেরা ধন

ধান সেরা ধন.

১৬০. [illegible]

ধাবা চঙরা মাল্লুঙ্ সেল্, পেদ্ ন ভল্ল জাত গেল

ধাবমান সম্বরকে মারলাম শেল, পেট ভরল না জাত ও গেল;

তুলনীয়- জাতও গেল, পেটও ভরল না

১৬১. [illegible]

ধাবা মানজ্যে পরানে কি মরিচ বাত্যে

যার যাবার তাড়া বেশী, সে কি মরিচ চাটনি খাবে;

ভাবার্থ-জরুরী কাজে অপেক্ষা করতে নেই

১৬২. [illegible]

ধায়দে মাচ্চো দাঙর, মরেদে পোবয় দোল

যে মাছ পালিয়েছে তা খুব বড়, যে ছেলে মারা গেছে সে খুব সুন্দর;

১৬৩. [illegible]

ধায়দে মানুচ্যে ফবায়, লরায়দে মানুচ্য ফবায়

যে লোক দৌড়ে পালায় তারও হাঁপ ধরে, যে দৌড়ায় তারও হাঁপ ধরে;

ভাবার্থ-লড়াই না করে বুঝাপরা করে সমাধানই উত্তম মঙ্গল

১৬৪. [illegible]

ধারেয় কাবে, বরেয় কাবে

ধারেও কাটে ভারেও কাটে

১৬৫. [illegible]

ধারেয়া বালা ন হ্যাজে

বদলা খাটলে বদলা মিলে;

তুলনীয়-উপকারের উপকার স্বীকার করা

১৬৬. [illegible]

ধাং ধাং মানজ্যর বিয়া নেই, খাং খাং মানজ্যর কিয়া নেই

যে বারবা বাসস্থান পরিবর্তন করে তার বিয়ে হয় না; যে সর্বদা খাই খাই তার স্বাস্থ্য ভাল হয় না;

ভাবার্থ- চঞ্চলতা বড় দোষ

১৬৭. [illegible]

ধিঙি সর্গত গেলেয়্য বারা বানে

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে

১৬৮. [illegible]

ধেলে লাজ না খেলে লাজ

বেগতিক অবস্থায় পলায়নে লজ্জা, নাকি মার খেয়ে পলায়নে লজ্জা?

তুলনীয়-যে পালায় সে বাঁচে

১৬৯. ৪৪ ৯ ৪৪ ৯ ঈ০৩ ৩, ৩৩ ৩৫৩ ঈ০ ৩৩৩ ৪৪

ন খাং ন খাং ভুদেমা মা, এক্ পিলে ভাদে কুলায় না

পাতে বসে খেতে পারি না, খেতে পারি না; কিন্তু এক হাড়ি ভাতে তার কুলায় না

ভাবার্থ- কথনের সাথে কাজের মিল না থাকা

১৭০. ৪৪ ৪৪৪ ৩৩৩ ৩৩৩৩৪৪ ৩৩৩

ন জিন্যে কুগুর ঘাঙধাঙনি দাঙর

যে কুকুর কামড়াকামড়িতে পারে না, তার ঘেউ ঘেউ শোনা যায় বড় গলায়;

তুলনীয়- বিষ নেই তার কুলোপানা চক্কোর

১৭১. ৪৪ ৩৩৩ ৪৪ ৩৩৩ ৩৩

ন দেলে ন লাগে পাপ্

না দেখলে পাপ স্পর্শ করে না

ভাবার্থ- দৃষ্টির াগোচর হলে মনেরও াগোচর হয়

১৭২. ৪৪ ৩৩৩ ৩৩৩৩ ৩৩৪৪, ৩৩৩ ৩৩৪৪

ন পাদে এইদ মানে ঘোরায় মানে

যতক্ষণ না পায় ততক্ষণ পাবার জন্য হাতিও মানত করে, ঘোড়াও মানত করে;

তুলনীয়-যেনতেন প্রকারে কার্যসিদ্ধি বিধিয়তে

১৭৩. ৪৪ ৩৪৩৩ ৩৩৩ ৩৪৪৪৪

ন বজদে ঠেঙ ঠানানা

বসার আগে পা ছড়ানো;

তুলনীয়- উড়ে এসে জুড়ে বসা

১৭৪. [illegible]
নাক কান কাবিলে ছম্মো ভারে
নাক কান কেটে নিলে চুপড়ি ভরে

১৭৫. [illegible]
নাক দাঙর ভাত্তুয়া, ছেদ দাঙর ফাত্তুয়া
যার নাক বড় সে বেশি খেতে পারে, যার পুরুষাঙ্গ বড় সে ব্যভিচার করে;

১৭৬. [illegible]
নাঙ চাঙে বোদ্য ভেই, গুনে মন্দরে কিচ্ছু নেই
নামে বৈদ্য হলেও গুণে আর বিদ্যায় কিছু নেই;

১৭৭. [illegible]
নানু ন চিনে ছালাম গরানা
আসল মালিক না চিনে সালাম করা;

১৭৮. [illegible]
নাবিত্ দেলে নক্কুনি বারে
নাপিত দেখলে নক কোণা বাড়ে;
ভাবার্থ-ঘোড়া দেখে খোঁড়া

১৭৯. [illegible]
নিগিল্যে হেইদ দাত্ ভরে ন পারে
বেরিয়ে আসা হাতির দাঁত ভেতরে ঢোকানো যায় না;

১৮০. [illegible]

নিত্য কাবদে গাচ্চো পরে

নিত্য কাটলে গাছ পড়ে যায়;

ভাবার্থ-ধৈয্য ধরলে কার্যসিদ্ধি হয়

১৮১. [illegible]

নিধনে ধন পায় চিবি চিবি চায়,

নেই কবজ্যে কাবর পায় উরিপিনি চায়

যার নেই ধন সে যদি ধন পায় তাহলে টিপে টিপে দেখে,

আর যার কাপড় নেই সে কাপড় পেলে রে বারে গায়ে দিয়ে দেখে কেমন মনিয়েছে

১৮২. [illegible]

নিলো ঘা হ্যারদ ধুজে; তেপতিপ্যে বারিজে কাবর ভিজে

পাতলা বাঁশের চিলতে দিয়ে কাটা ঘ হাড় পর্যন্ত গভীর হতে পারে, পিনপিনে বৃষ্টিতে কাপড় ভিজে;

তুলনীয়- হাটু পানিতে ও বুক সাঁতার হয়

১৮৩. [illegible]

জার নুন খেই তার গুন গরানা

নুন খেয়ে গুণ গাওয়া

১৮৪. [illegible]

নুন ন দিলে ঘিয় মাদি, বিদেজত গেলে রাজা ঝিয়ো বেদি

লবন না দিলে ঘি মাটি, বিদেশে গেলে রাজার মেয়েকেও বেটি বলে

১৮৫. [illegible]

নুয় নুয় ভাঙরি নুয় নুয় রঙ

নতুন নতুন চড়ির নতুন নতুন রঙ আকর্ষনীয় হয়

১৮৬. [illegible]

নুয় পানি লগে পুরান পানিয় যায়

নতুন পানির সঙ্গে পুরাতন পানিও নেমে যায়

১৮৭. [illegible]

নেই বন্দারে খদাই মিলায়

যার কেউ নেই, খোদা তার জন্য ব্যবস্থা করে দেন;

তুলনীয়-নির্বান্ধবেরঈশ্বর বান্ধব

১৮৮. [illegible];

[illegible]

নেই মোগত্তুন কান মোগ ভালা,

সবাই ন পাদে রাজা মোক ভালা

যার স্ত্রী নেই তার জন্য অন্ধ স্ত্রী হলেও ভাল, [illegible] না জুটলে রাজকন্যা বিয়ে করা ভাল; তুলনীয়- নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল

ঙ

১৮৯. [illegible]; [illegible]

পত্ ফুরায় সাঙু দোর, কদা ফুরায় নানু দোর

পথ শেষ হয় ঘরের দরজায় এসে, কথা শেষ হয় বিচারকের কাছে; তুলনীয়- পথ ফুরায় দোর গড়ায়, কথা ফুরায় কাঠগোড়ায়

১৯০. পত ভালা ভেঙা যা, বাত ভালা চুদো খা
পত ভালা ভেঙা যা, বাত ভালা চুদো খা
রাস্তা ভালো বাঁকা যাও, ভাত ভাল শুধু কাও

১৯১. পদত পেলুঙ কামার, দা গরেই দে আমার
পদত পেলুঙ কামার, দা গরেই দে আমার
পথে পেলাম কামার দা গড়ে দে আমার;
ভাবার্থ- স্থান-কাল না দেখে যত্রতত্র কাজ করতে অনুরোধ করা

১৯২. পদত পেলুঙ লাঙ; তাপপে তাপপে যাঙ
পদত পেলুঙ লাঙ. তাপপে তাপপে যাঙ
পথে পেলাম পেলাম প্রেমিকা, ঠোকা মেরে মেরে যাই;

১৯৩. পনদিদে বুজে ইঙকার উঙগারে, মুরুক্কে বুজে বুগে চাবরে
পনদিদে বুজে ইঙকার উঙগারে, মুরুক্কে বুজে বুগে চাবরে
পন্ডিত বুঝে ইশারায়, মুর্খকে মারধর করে বুঝাতে হয়

১৯৪. পরা কদায় কান ন দুয়, অলপ খেয় সজাগে তাক্কো
পরা কদায় কান ন দুয়, অলপ খেয় সজাগে তাক্কো
পরের কথায় কান দিও না, অল্প খেয়ো, সজাগ থেকো

১৯৫. পোরা কবাল্যে যিনদি যায় মরা সমুক্কো উদি যায়
পোড়া কপালে যেদিকে যায়, মরা শামুকও উঠে যায়;
তুলনীয়-অভাগা যেদিকে যায়, সাগর শুকিয়ে যায়

১৯৬. [illegible]

পরানে মাগেত্তে হ্ইদ দই

হাতির দই খেতে প্রাণে চায়

ভাবার্থ-দুর্লভ বস্তু পেতে চাওয়া

১৯৭. [illegible]

পরেয়া দুয়ারত গাল ন পাত্তো

পরের চড় নিজের গালে পেতে নিয়ো না

ভাবার্থ-অপরের বিপদ নিজের ঘাড়ে নিও না

১৯৮. [illegible]

পরেয়া পুয় হ্াদে সাপ ধর

পরের ছেলের হাত ধর

ভাবার্থ- পরের ছেলের উপর ভরসা করা যায় না

১৯৯. [illegible]

পগলি পুয়বো ওল মোল

পাগলি চেলে হ্ল আর মারা গেল

ভাবার্থ- সহায় সম্বল হীন হয়ে পড়া

২০০. [illegible]

পাগলে কি ন কয়, চাগলে কি ন খায়্

পাগলে কি না বলে ছাগলে কিনা খায়

২০১. [illegible]

পাচসিগা সোনা ন সিগা বানি

পাঁচ সিকে দামের সোনার নথের বানি সাত সিকে;

তুলনীয়-খাজনা থেকে বাজনা বেশী

২০২. [illegible]

বাত্তে পাত্তে পুন আক্কেং; কদে কদে মু আক্কেং

বায়ু নিঃসরণ করতে করতে অভ্যেস খারাপ হয়, কুকথা বলতে বলতে মুখ খারাপ হয়

২০৩. [illegible]

পাদা এলে রাজারে দর নেই, আঘা এলে বাঘরেদর নেই

বায়ু ছুটলে রাজার ভয় মানে না, মল ত্যাগের বেগ প্রবল হলে বাঘের ভয়ও তাকে না; তুলনীয়- বিপদে ভয় থাকে না

২০৪. [illegible]

পায় ন পায় মাদল বাজায়

পেতে না পেতে খুশিতে মাদল বাজায়;

তুলনীয়-ডেকে আনতে বললে বেঁধে আনে

২০৫. [illegible]

পিরা অয়ে তুগুদ তুগুদ দারু অয়ে ছ মাজ পত

অসুখে মরে মরে অবস্থা, ঔষধ রয়েছে ছ'মাসের পথ দূরে;

২০৬. [illegible]

পির নাঙ দি ফগিরে খায়

পীরের নাম ভাঙ্গিয়ে ফকিরে খায়;

তুলনীয়-পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়া

২০৭. [illegible]

পুগ রানজুনি পজিমে যায়, আল্লে নাঙল জলে ভাজায়

পূর্বের রঙধনু পশ্চিমে গেলে সহসা প্রচুর বর্ষণ হয় যাতে জমিতে ফেলে আসা লাঙ্গলও ভেসে যেতে পারে;

২০৮. পুন আনদাচ্ বুজি চাল্য দিলে

পুন আনদাচ্ বুজি চাল্য দিলে

গুহ্যদ্বারের আন্দাজ বুঝে আঁটি গিলতে হয়

২০৯. পেক্কুয়া পরিবার গঙ, পাদাগান জরিবার গঙ

পেক্কুয়া পরিবার গঙ, পাদাগান জরিবার গঙ

পাখিটা যেমনি বসতে গেল, অমনি পাতা ঝরার সময়ও আসলো; ভাবার্থ- কাকতালীয় ঘটনা

২১০. পেজাবো কুলকুলায় খুরুল্যে সনাতুক্কো পায়

পেজাবো কুলকুলায় খুরুল্যে সনাতুক্কো পায়

পেচাঁয় উলু দেয়, কিন্তু সোনার টোপর যায় কাঠঠোকরার মাথায়; তুলনীয়-কেউ মরে বিল সেঁচে, কেউ খায় কৈ যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দৈ।

২১১. পেত্তো পিরিঙ দরি ন পেলে সাধু

পেত্তো পিরিঙ দরি ন পেলে সাধু

পেটমোটা ফড়িং ধরা না গেলে- সাধু;

তুলনীয়-উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ (নন্দলাল শর্মাঃ চাকমা প্রবাদ, পৃষ্ঠা-৪৮)

২১২. পেদত ভুক মুয়ত লাজ্

পেদত ভুক মুয়ত লাজ্

পেটে ভূখা, মুখে লাজ;

২১৩. পোর মাদি পোরদ খয়

পোর মাদি পোরদ খয়

পুকুর কাটার মাটি পাড়ে দিতেই শেষ হয়ে যায়

ভাবার্থ- লাভও নেই ক্ষতিও নেই

২১৪. [illegible]

[illegible]

ফগির লগে কাল বাঙাল, হ্‌রিঙ্‌ লগে চঙরা পাগল, খনজন সমারে চেগা পাগল

ফকিরের জন্য কাল বাঙ্গাল, হরিণের জন্য বড় হরিণ আর খঞ্জনের জন্য চেগা ছোট পাখি বিশেষ) পাগল

২১৫. [illegible]

[illegible]

ফাকফাক্যে জাল মারে চুদ আদি এজে,

নিম্মো জাল মারে দুল বরি আনে

বাচাল মাছ মারতে গেলে খালি হাতে ফিরে,

স্বল্পভাষী মাছ মারে পাত্র ভর্তি করে আনে;

২১৬. [illegible]

ফাদা কানিত সনা তায়্‌

ছেঁড়া ন্যাকড়াতেও সোনা থাকতে পারে;

তুলনীয়-গোবরে পদ্মফুল ফোটে

২১৭. [illegible]

ফেলা ফেলা নাবালাঙ মাচ্‌

নাবালেং (এক প্রকার ছোট মাছ) টোপ গিলতে পারে না অথচ টোপ খুঁতে খেয়ে, ফাৎনা নেচে, মাছ শিকারীকে নাজেহাল করে

২১৮. [illegible]

ফেল্য ছেপ ফুদো তুলি ন খায়

ফেলে দেওয়া থুথু কেউ তুলে খায় না

৬

২১৯. [illegible]

বই ন জানিলে লরি পায়, খেই ন জানিলে মরি পায়

বসতে না জানলে সরতে হয়, থেকে না জানলে মরতে হয়;

২২০. [illegible]

বই পেলে ঠেঙ তানদো মাগে

বসতে পেলে পা ছড়াতে চায়

২২১. [illegible]

বগা চেরে কবা

বক পালের মধ্যে কাক;

তুলনীয়-হংস মধ্যে বকো যথা

২২২. [illegible]

বন বাঘে ন খাদে মন বাঘে খায়

বনের বাঘে খাবার আগে মনের বাঘে খায়

২২৩. [illegible]

বরগাঙ্ চায় পাআ, রাঙা খাদি ধই পারাআ

বড় গাঙ (কর্নফুলি নদী) দেখে আসব আর খাদিও (মেয়েদের বক্ষ বন্ধনি) ধুয়ে আনব;

তুলনীয়-রথ দেখা কলা বেচা

২২৪. [illegible]

বেচ্ পুনদিগে পদ কুরে আগে

অত্যাধিক পবিত্রাচারী লোকেরা পথের ধারে মলত্যাগ করে

২২৫. [illegible]

বলেএ হাত তিগেলে বাজার

এমনি প্রতিপত্তিশালী, উনি যেখানে বসেন সেখানে হাট বসে যায়;

ভাবার্থ-ধনশালী ব্যক্তির অভাব হয় না

২২৬. [illegible]

বলির ঘুম, নিরবলির ঘাম

বলবান লোক ঘুমায় বেশী; দুর্বল লোকের অল্প পরিশ্রমে ঘাম বেশি হয়

২২৭. [illegible]

বাক্ বুরো আদাম কুরে, মানুস বুরো আগুন কুরে

বাঘ বুড়ো হলে পাড়ার কাছে ঘাটি গাড়ে, মানুষ বুড়ো হলে অগুনের কাছে থাকে

২২৮. [illegible]

বাঘ মনত যিয়ানি নেই, ছাগল মনত সিয়েন

বাঘের মনে যা নেই ছাগলের মনে তা আছে

২২৯. [illegible]

বাঘ উগুরে তাক্

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা

২৩০. [illegible]

বাঘে মুজো হাল

বাঘে আর মহিষে হাল চাষ,

তুলনীয়- অহি নকুল সম্পর্ক

২৩১. [illegible]

বাঘ্যেত্তুন বাগোনি সাতদিন ঝেত

বাঘের চেয়ে বাঘিনী সাত দিনের বড়,

ভাবার্থ- নিজেকে অতি চেয়ানা বুঝাতে

২৩২. [illegible]

বাচ্চোয় ন ভাঙোক, উন্দুরবোয় মরোক

বাঁশটাও না ভাঙ্গা, ইদুঁরও মরে;

তুলনীয়- সাপও মারা, লাঠিও না ভাঙ্গা

২৩৩. [illegible]

বাজার কলাছড়া বেঘে মুলায়

বাজারের কলাছড়া সবাই দরদাম করে দেখে;

ভাবার্থ-বিয়ের উপযুক্ত পাত্রীকে বরপক্ষ বিয়ের আবদার করা

২৩৪. [illegible]

বাজিলে আজিলে ন যায়

দাগ লাগলে তা কিছুতেই যায় না;

তুলনীয়-বাঘে ছুলে আঠার ঘা

২৩৫. [illegible]

বানাহ্ করি ছালা ভরা, ভাক্ গল্লে করাহ্ করাহ্

বস্তা ভরা ধান ভাগ করে দিলে কড়া কড়া হয়ে পড়ে;

২৩৬. [illegible]

বান্দর নাগত জুক চুম্বে পা

বাদরের নাকে জুক ঢুকা

ভাবার্থ-অস্থির বা বেশি চঞ্চল হলে তা বুঝাতে

২৩৭. [illegible]

বাপ চা, পুত চা; মা চা ঝি চা

বাপের মত ছেলে মায়ের মত মেয়ে;

তুলনীয়-যেমন বাপ, তেমন বেটা

২৩৮. [illegible]

বাপ সোদুরি পুত কাত, সে দেজত ন মিলে ভাত

বাপ নিষ্কমা আর ছেলে বিদ্যা দিগ্‌গজ, সে বাড়িতে মিলে না ভাত

২৩৯. [illegible]

বালা ধারেলে বালা পায়। ধারিয়ে বালা হদু যায়।

বদলা খাটলে বদলা যায়।

ভাবার্থ-ইট মারলে পাটকেল খেতে হয়

২৪০. [illegible]

বিনা বাদাঝে পাদা ন লরে।

বাতাস ছাড়া পাতা নড়ে না।

তুলনীয়- কারণ বিনা কার্য হয় না।

২৪১. [illegible]

বিল ধানে বান্দর রাজা

বিলের ধানে বানর রাজা।

তুলনীয়- পরের ধনে পোদ্দারি।

২৪২. ꯕꯤꯂꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯥꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯥꯕ

বিলেই নেই ঘরত উন্দর দবদবা।

বিড়ালহীন ঘরে ইন্দুরের প্রাবল্য।

২৪৩. ꯕꯤꯂꯤꯗꯤꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟ

বিলেইরে মাছ চুগি দেনা

বিড়ালকে মাছ পাহারা দিতে বলা।

২৪৪. ꯕꯤꯂꯤ ꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏ

বিলেই লই উন্দুর বো।

বিড়ালে ইদুরে সম্পর্ক।

ভাবার্থ- অহি নকুল সম্পর্ক

২৪৫. ꯕꯤꯂꯤꯌꯥꯕ ꯑꯣꯏꯒꯤ

বিলেয়্যে কুগুরে

বিড়ালে কুকুরে সম্পর্ক।

ভাবার্থ- শত্রুতা

২৪৬. ꯕꯨꯗꯤꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯃꯄꯨꯡꯕꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯤꯒꯤ

বুধবারে গাদঅ সাপ্পোয়্য ন লরে।

বুধবারে গর্তের সাপও নড়ে না (অর্থাৎ বের হয় না।)

ভাবার্থ- বুধবারে যাত্রা করতে নেই

২৪৭. ꯕꯨꯔꯥꯍ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯣꯏꯕꯥꯡ

বুরাহ্ কথা কুরাহ্ ঘু।

বড়োর কথা মুরগির মল।

২৪৮. [illegible]

বুরাহ বান্দরেয়্য গাজত উধে।

বুড়ো বানরও গাছে উঠে।

ভাবার্থ- কয়লা ধুলে ময়লা যায় না

২৪৯. [illegible]

বুরিহ মোরোক

আর চাদা ফাদোক।

বুড়ি মরুক চাটাই ফেঁটে যাক।

২৫০. [illegible]

বেজ খেদঅ চেলেহ্ অল্পয়্য লাগত ন পায়।

বেশি খেতে চাইলে অল্পও ভাগে পড়ে না।

তুলনীয়- অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।

২৫১. [illegible]

বেজা গরু দাত চেলেহ্ কি অহ্‌ব?

বিক্রিয় গরুর দাঁত দেখে কী হবে?

তুলনীয়- গতস্য শোচনা নাস্তি।

২৫২. [illegible]

বেন্যা দেবাকালা বেল্যা ব

সে বঝর খরান ত।

চৈত্র বৈশাখ মাসে সকাল বেলা মেঘ করে বৃষ্টি না হলে আর বিকেলে বাতাস বইলে সে বছর সুবৃষ্টি হয় না।

২৫৩. [illegible]

বেল্যা হ্লে সাদ হ্লাল ফেলায় বেন্যা হ্লে এক আহ্ল নেই।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ঠিক করে কাল সকালে জমিতে সাতখানা হাল যাবে। কিন্তু সকালে উঠে একটা হাল নেবারও গা নেই। অর্থাৎ শুধু পরিকল্পনাই সার।

২৫৪. [illegible]

বৈদ্য ঘরত নিত্য জ্বর।

বৈদ্যের ঘরে সর্বদা জ্বর।

২৫৫. [illegible]

ভজার লাগ ভোজি; পেজার লাগ পেজি; রাজার লাগ মানদেবী।

ভোঁদার জুটি ভোঁটি, পেঁচার জুটি পেঁচি, রাজার জুটি মহারাণী।

তুলনীয়- যেমন রাধা তেমন কানু।

২৫৬. [illegible]

ভাগত্তুন উবুজ্যা উগোল মাচ্

যেন লাঠি মাছ, তা কেউ ভাগে নিতে চায় না।

২৫৭. [illegible]

ভাঙা থেঙান গাদত পরে।

ভাঙা পা গর্তে পরে।

তুলনীয়- খোঁড়া পা খানায় পড়ে।

২৫৮. [illegible]

ভাঙা নগান ঘাত্সগা; ফুল্যা পেদা মোক্জরা।

ভাঙা নৌকা কেবল ঘাট জুড়েই থাকে, পিলে সর্বস্ব রোগী স্ত্রীকে কেবল জুড়েই বসে থাকে।

২৫৯. [illegible]

ভাচ্যালঙি ন ধয্য; ছায্যা বউ ন আন্য।

পানিতে ভেসে আসা লগি ধরবে না, অপরে তালাক দেওয়া বৌও ঘরে আনবে না।

২৬০. [illegible]

ভাদ জার ভুত জার; বিয়্যা জার বিয়ালা জার।

নৈসর্গিক শীত অনুভব ছাড়া আরো চার রকমে শীত লাগে। ভাত খাওয়ার পর অধিক শীত লাগে। ভূতের ভয় পেলে একেবারে ঠক ঠক করে কাঁপতে হয়। বিয়ের জ্বার সুবিখ্যাত, প্রচুর ঠাট্টা তামাসার খোরাক জোগায়। তাছাড়া ছেলে বিয়ানোর পরও প্রসূতির এক রকমের হাড়কাঁপানো শীত লাগে। দুলাল ১৯৮০: ৪৭-৪৮

২৬১. [illegible]

ভাদ নেই ঘর পিদা; উলু পরো চুল ঝুদা।

ভাত নেই ঘরে পিঠা দুরাশা, তেলের অভাবে চুলের খোপা উলু অর্থাৎ সরু শনের প্রায় হয়েছে।

২৬২. [illegible]

ভাদ নেই ঘরত্ কোল বাজা।

নিরন্নের ঘরে নিত্য কলহ।

তুলনীয় সিলেটি প্রবাদ-ফুড়াইলো গাটির চাউল, ঘর লাগিল আউল ঝাউল।(নন্দলাল শর্মা-প্রবাদ প্রবচন, পৃষ্ঠা-৫২)

২৬৩. [illegible]

ভাত্ মিজাল্যা খা-দে গম

মানুষ মিজাল্যা চা-দে গম।

মিশ্র চালে ভাত খেতে সুখ, সঙ্কর জাতে মানুষ দেখতে সুখ।

২৬৪. [illegible]

[illegible]

ভত্ মধ্যে গিরিং

মাচ্ মধ্যে চিরিং।

ভাতের মধ্যে গিরিং চালের ভাত আর মাছের মধ্যে চিংড়ি মাছ ভালো।

২৬৫. [illegible]

ভাদঅ মাচ্যা কুগুরবোয়্যা দোল।

ভাদ্র মাসে কুকুরটাও সুন্দর।

তুলনীয়- যৌবনে কুকুরী ধন্য।

২৬৬. [illegible]

ভারেইয়্যা খেলা ছাড়িয়া যায়।

ঠকিয়ে জিতলে খেলা প্রতিকূলে যায়।

২৬৭. [illegible]

ভালারে চাদি গজ্জঙ তেল, বাব দিন্যা থাল্লো গেল।

মাটির প্রদীপ ও গজর্ন তেল ভালো। বাপের দিনের থালাও গেল।

ভাবার্থ- অপচয়ে সম্পদ নাশ।

২৬৮. [illegible]

ভুতধন পেরেদে খায়; ভুতের ধন প্রেতে খায়

ভূতের ধন প্রেতে খায়।

তুলনীয়- পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়।

২৬৯. [illegible]

ভুদে এক্কান সুক্ পেলে ন এরে।

বোকাদের যা ভালো লাগে তাতেই মত্ত হয়।

২৭০. [illegible]

ভোচ্ আঝায় মোক গেল; মোক আঝায় ভোচ্ গেল।

ভাবির আশায় স্ত্রী গেল, স্ত্রীর আশায় ভাবি গেল।

২৭১. [illegible]

ভোজ অলে পুরো মোক্, শালিকা হলে আধা মোক্

ভাবি বলতে পুরো স্ত্রী, শালিকা হলে আধা স্ত্রী

ঞ

২৭২. [illegible]

মইল্যায় গাচ কাবদে ভাগিন্য সচ পায়

মামার গাছ কাটে, ভাগনার মনে হয় গাছটা বুঝি নরম।

২৭৩. [illegible]

মইল্যা ভাগিনা যিয়ত্; আবত্ বলা নেই সিয়ত্।

মামা ভাগনে যেখানে-আপদ বালাই নেই সেখানে।

২৭৪. [illegible]

মনে কুলেলে ধনে কুলায়।

মনে সংকল্প থাকলে অর্থের সংস্থান হয়।

২৭৫. [illegible]

[illegible]

মরেদে গিরি ন এরে আচ্

ধায়দে চাঝা ন এরে চাস্।

মুমূর্ষ গৃহস্থ প্রাণের আশা ছাড়ে না, যে চাষাকে সত্বর স্থান পরিবর্তন করতে হবে সেও চাষাবাদ বন্ধ রাখে না।

তুলনীয়-যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।

২৭৬. [illegible]

মাগানা খিয়্যা রামজয়।

মাগানা খানেওয়ালা রামজয়।

২৭৭. [illegible]

মাচ্ জু কাল জু; বঝর মাধাৎ ইক্ক জু।

মাছের মহোৎসব লাগে বছরের মাথায় একবারই।

তুলনীয়ঃ সুযোগ জীবনে একবারই আসে।

২৭৮. [illegible]

মাঝিয়্য ভাত খেইয়্যে খালত্অ জোয়ার এর্য্যে।

মাঝিও ভাত খেয়েছে খালেও জোয়ার এসেছে।

২৭৯. [illegible]

মাদিত থলে পিবিরায় খেবাক পারাহ্

মাধাৎ থলে উগুনে খেবাক পারাই।

মাটিতে রাখলে পিঁপড়েয় সব খেয়ে ফেলবে, মাথায় রাখলে উকুনে খেয়ে ফেলতে পারে। ভাবার্থ- অতি আদর দেওয়া

২৮০. [illegible]

মাথা নেই কানাহ্ গরাগরি।

মাথা না থাকলে দেহ গড়াগড়ি দেয়।

২৮১. [illegible]

মানিক্য বাবহ্ সিন্নিখানা।

মানিকের বাবার সিন্নি খেতে যাওয়া।

ভাবার্থ- অতি দেরিতে পৌঁছা।

২৮২. [illegible]

মানুচ নস্‌ত উ-লে; তোন নস্‌ত ঝু-লে।

কোষ বড় হলে মানুষ অকেজো হয়। ঝোলের পরিমাণ বেশি হলে তরকারি নষ্ট হয়।

২৮৩. [illegible]

মানুচ বুঝি পুগিয়্যে কামারায়।

মানুষ বুঝে পোকায় কামড়ায়।

ভাবার্থ- স্বভাব দেখে ভেংচি কাটে

২৮৪. [illegible]

মা মলেহ্ বাপ তালোই।

মা মারা গেলে বাপ তালুই হয়ে যায়।

ভাবার্থ- মা মারা গেলে বাবাও পর হয়ে যায়

২৮৫. [illegible]

মার গুদিয়ে পুয়া ; ভুইয়র গুদিয়ে রুয়া।

মায়ের গুণে ছেলে, ভাইয়ের জন্য সম্পর্ক

২৮৬. 𑄋𑄧𑄚 𑄋𑄧𑄚 𑄚𑄬𑄢 𑄇

𑄝𑄌𑄟 𑄢𑄬𑄟𑄟 𑄝𑄬𑄢𑄢 𑄃

মাল মাচ্ চোক খাং

ভাদে কাবরে ঈয়্যাত্ পাং।

প্রতিদিন মৃগেল মাছের মুড়ো খেতে পারলে, ভাত কাপড়ের দীর্ঘয়ু হওয়া, ভাবার্থ- অভাব না থাকলে দীর্ঘয়ু হওয়া যায়।

২৮৭. 𑄋𑄇𑄌 𑄋𑄌𑄟 𑄝𑄟 𑄢𑄟𑄟

মিধা মুয়ে ভিদা তুলে।

মিষ্টি মুখে ভিটা ছাড়া করা যায়।

ভাবার্থ- মুখে মিষ্টি অন্তরে বিষ

২৮৮. 𑄋𑄇𑄟 𑄚𑄝 𑄋𑄬𑄟𑄟𑄃 𑄢𑄃

মিধার লাভ পিবিরায় কায়।

গুড়ের লাভ পিঁপড়েয় খায়।

২৮৯. 𑄋𑄚𑄟 𑄟𑄢𑄢𑄢𑄃 𑄋𑄚 𑄌𑄇𑄟

মিলা রেক্ষচ্ পিলা দাঙর।

মেয়েলোক পেটুক হলে বড় হাঁড়িতে রান্না চাপায়।

২৯০. 𑄋𑄧𑄧 𑄢𑄟𑄟 𑄟𑄟𑄇 𑄋𑄟𑄟

মুঅ গুণে বেঙ মরে।

মুখের গুণে ব্যাঙ মরে।

২৯১. 𑄋𑄧𑄧 𑄋𑄟 𑄚𑄚 𑄝𑄢

মুঅ পীরা ঝুল ভাত।

মুখের পীড়ার জন্য ঝোল ভাত দেয়া হয়েছে

২৯২. 𑄃𑄢𑄧 𑄇𑄚; 𑄇𑄨 𑄇𑄚

মুঅ ফাঙ; বড় ফাঙ।

মুখের বকুনি বড় বকুনি

ভাবার্থ- আগে বললে অমঙ্গল

২৯৩. 𑄃𑄢𑄩 𑄌𑄇𑄟𑄴 𑄝𑄩 𑄉𑄚; 𑄉𑄚𑄩 𑄌𑄇𑄟𑄴 𑄝𑄩 𑄉𑄚

মুঅত্ চাবাল্যে লাজ্ নেই; পুনত্ চাবাল্যে লাজ নেই।

নির্লজ্জকে মুখে মারলে বা পাছায় মারলেও লজ্জা পাইনা

ভাবার্থ- নিলর্জ্জ ব্যক্তি অপরের কথায় কান দেয় না

২৯৪. 𑄃𑄢𑄩 𑄌𑄨, 𑄇𑄩𑄩 𑄟𑄚; 𑄩𑄨 𑄩𑄧𑄟 𑄧𑄌𑄇𑄨 𑄟𑄚

মুঅত দাড়ি, বুকত কেশ; তারে কয়দে মদ্দর বেশ।

মুখে দাড়ি বুকে কেশ, তারে কয় মরদের বেশ।

ভাবার্থ- পুরুষত্বের পরিচয়

২৯৫. 𑄃-𑄢𑄩 𑄈𑄚𑄩; 𑄟𑄩 𑄉 𑄈𑄚𑄩

মু-অত পোরোক; পেত ন ভোরোক।

সবার মুখে পড়ুক-পেট ভরুক আর নাই ভরুক

ভাবার্থ- কাউকে বঞ্চিত না করা

২৯৬. 𑄃𑄨 𑄢𑄩𑄨 𑄩𑄩𑄉 𑄚𑄚

মুরা উগুরে তগুন বাচ।

পাহাড়ের মৃঙ্গোপরিস্থিত তুগুন বাঁশ

ভাবার্থ-ঝাড়ের একমাত্র বাঁশের ন্যায় বায়ুর অনুসারী বিবেকসম্মানহীন ব্যক্তি; বা সুবিধাবাদী ব্যক্তি

২৯৭. [illegible]

মের দরে বান্দর নাজে।

মারের ভয়ে বানর নাচে

ভাবার্থ- শারিরীক আঘাতকে সবাই ভয় করে

২৯৮. [illegible]

মো ভাগ্যে ধন; পুরুজ ভাগ্যে জন।

স্ত্রী ভাগ্যে ধন, পুরুষ ভাগ্যে জন

ভাবার্থ- সংসার সুখের হয় রমনীর গুণে,

[illegible]

২৯৯. [illegible]

যদঅ গরু তদঅ গোবর।

যত গরু তত গোবর।

৩০০. [illegible]

যদ বাচ্চুন পুনংবি বাব আধুৎ।

লাউয়ের খোলা ভাঙবিতো পূর্ণিমার বাপের হাঁটুতে।

তুলনীয়- যদ দোষ নন্দ ঘোষ।

৩০১. [illegible]

যম জামেই ভাগিনা; এ তিন নয় আপনা।

যম, জামাই ও ভাগনে-এ তিন জন আপন নয়।

৩০২. [illegible]

যা কথা শুনে তা কথা গম

যার কথা শুনে, তার কথা ভালো লাগে।

৩০৩. [illegible]

যা' চেস্‌ঠা তার

যার চেষ্টা তাকেই করতে হয়।

৩০৪. [illegible]

যা' ছবো তার মেয়্যা

যার সন্তান তার মায়া।

ভাবার্থ- নিজ সন্তানকে সবাই ভালবাসে

৩০৫. [illegible]

যা' দিনত তার;

যার দিন তার।

তুলনীয়- লাঙ্গল যার, জমি তার।

৩০৬. [illegible]

যা নাঙে নেই, মেজবান্যা ঘরত্ গেলেয়্যা নেই।

যার কপালে খাবার জুটবার নয়, সে যে বাড়িতে ভুরিভোজ চলছে সেখানে গেলেও খেতে পায় না।

৩০৭. [illegible]

যা ফালত্ তে পরে

যার ফাঁদে সেই পড়ে।

৩০৮. [illegible]

যা' বাবরে কুমোরে খায়, তার খেউ দেলেহ্ দর গরেহ্।

যার বাপকে কুমিরে খেয়েছে, সে ঢেউ দেখলেই ভীত হয়।

তুলনীয়- ঘরপোড়া গরু সিঁদুর মেঘ দেখলে ভয় পায়।

৩০৯. [illegible]

[illegible]

যা মান যে কয়

দুধ বেজি দই লয়।

যার মনে যা কয়, দুধ বেচে দই লয়। ভাবার্থ- যার যা ইচ্ছা তাই করে

৩১০. [illegible]

[illegible]

যা মরণ যিয়াৎ

ন পানেই যায় সিয়ৎ

যার মৃত্যু যেখানে লেখা, নৌকা ভাড়া করে হলেও সে ঠিক সেখানে হাড়ির হবেই।

৩১১. [illegible]

যা' সুদা তে কাদে।

যার সুতো সেই কাটে।

তুলনীয়- নিজের চরকায় নিজেকেই তেল দিতে হয়।

৩১২. [illegible]

[illegible]

যাচ্যা ভাত ন খেলে তিন পোর সং উবাজ থায়।

কেউ ভাত খেতে দিলে তা না খেলে তিন পহর পর্যন্ত উপোস থাকতে হয়।

৩১৩. [illegible]

[illegible]

যাক্তুন আঘে আধুৎ বল

তে খেব গঙ্গির জল।

যার হাঁটুতে বল আছে, সে গাঙের জল এনে খেতে পারে।

তুলনীয়- বীরভোগ্যা বসুন্ধরা (নন্দলাল শর্মা, চাকমা প্রবাদ প্রবচন, পৃষ্ঠা-৫৭)

৩১৪. [illegible]

[illegible]

যাক্তুন আঘে দম্

তারে ন কয় কম।

যা শরীরে দম আছে, সে কারো চেয়ে কম নয়।

৩১৫. [illegible]

[illegible]

যাক্তুন আঘে ধান;তা' কথানি তান।

যাক্তুন আঘে তেঙা; তা কথানি বেঙা।

যার আছে ধান, তার কথা টান, যার আছে টাকা, তার কথা বাঁকা।

৩১৬. [illegible]

যাদে আমন ইচ্ছা,এত্তে পর ইচ্ছা।

যাওয়ার সময় নিজের ইচ্ছায়, আসার সময় পরের ইচ্ছায়।

৩১৭. [illegible]

বাপে পুদে বিচ্যেস নেই।

পিতা পুত্রের মধ্যে বিশ্বাস নেই

ভাবার্থ-স্বার্থের সময়।

৩১৮. [illegible]

[illegible]

যার হয় ন বঝরে হ্য়

যার নয় নব্বই বঝরে ন হ্য়।

যার বুদ্ধি হয় নয় বর বয়সেই হয়, যার হবে না, তার নব্বই বছর বয়সেও হবে না।

৩১৯. [illegible]

যার কামে যারে সাজে

আর কামে লাধি মারে।

যার কাজে যাকে সাজে, তার কাজে লাঠি বাজে।

৩২০. [illegible]

যার বিপদত্ তার ঘা।

যার বিপদ তার কঠিন সময়।

৩২১. [illegible]

যার ভাগ্যা তে খায়, গোজেন কয় দে মর কি দায়।

যার ভাগ্যে সে খায়, গোজেন বলে আমার কি দায়।

৩২২. [illegible]

যার যেত্তুম ফাল, তার সেত্তুম সাল।

যার যত লাফ, তার তত গভীর কাঁটা বিধে।

৩২৩. [illegible]

যার লাগ, তার ভাগ।

যে যে রকম লোক, তার স্ত্রীও হয় সে রকম।

৩২৪. [illegible]

যিনদি ঝর, সিনদি জুমোর।

যেদিকে ঝড় আসে, সেদিকে ছাতা ধরতে হয়।

তুলনীয়-অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

৩২৫. [illegible]

যে অহ্-ইয্যে পাচ কথা

যা হয়েছে পাঁচ টুকরো।

৩২৬. [illegible]

যে কুগিয়্যে কাবিব, সালাম গল্যেয়া কাবিব, কলা দেখেলেয়্য কাবিব।

যে কুকি কাটবে, সালাম করলেও কাটবে, কলা দেখালেও কাটবে।

তুলনীয়- চোর না শোনে ধর্মের কাহিনী।

৩২৭. [illegible]

যে কুত্তরর লেজ বেঙা চুমাত ভরেলেয়্য উজু ন হ্য়।

যে কুকুরের লেজ বাঁকা, চোঙ্গায় ভরে রাখলেও তা সোজা হয় না। তুলনীয়- কয়লা যায়না ধুলে, স্বভাব যায় না মরলে।

৩২৮. [illegible]

যে কুরিয়্যে বদা পারে তা' পুনেই জানে।

যে মুরগি ডিম পাড়ে, তার পোঁদেই জানে।

ভাবার্থ- যে করে সেই বুঝে কতো কষ্ট

৩২৯. [illegible]

যে দিনত যে কাল, হরিণে চুমি গেল বাঘ গাল।

যে দিনে যেমন কাল, হরিণও সময়ে বাঘের গালে চুমু খেয়ে যায়। তুলনীয়- হাতি যখন খেদায় পড়ে, চামচিকায়ও লাথি মারে।

৩৩০. [illegible]

যে দেজত বৃক্ষ নেই, সে দেজত এরেন্ডা প্রধান।

যে দেশে বৃক্ষ নেই, সে দেশে এরান্ডাই প্রধান।

ভাবার্থ- নেতা না থাকলে কাউকে না কাউকে নেতার দায়িত্ব নিতে হয়

৩৩১. [illegible]

যে দেজত যে ভাক্কা

যে দেশে যে রীতি।

৩৩২. [illegible]

যে ন কায় শুওরত তেল,তার জিভকানি বৃথা গেল।

যে খায়নি শুকরের তেল, তার জীবন বৃথা গেল।

৩৩৩. [illegible]

যে নত্ উধে সে ন পানি ঈজে।

যে নৌকায় উঠে, সে নৌকায় পানি সেচে

ভাবার্থ- মেয়ে বিয়ে হলেই রং পাল্টায়

৩৩৪. [illegible]

যে পাদত খায়, সে পাদত্ আহঘে।

যে পাত্রে খায়, সে পাত্রে মলত্যাগ করে।

ভাবার্থ- অকৃতজ্ঞ স্বভাব

৩৩৫. [illegible]

যে পেক্কো উরিব বাত্ ফরফরায়।

যে পাখি উড়বে, সেটা ছোট অবস্থাতেই বাসায় ফরফর করে।

তুলনীয়- সকালের সূর্য দেখে বুঝা যায় দিনটা কেমন যাবে

৩৩৬. [illegible]

যে ফুল নিন্দা, সে ফুল পিন্দা।

যে জাতের ফুলকে নিন্দা করা হয়, সে ফুলকেই গলায় পরতে হয়।

৩৩৭. [illegible]

যে ভর্খানা, সে ভর লাগানা।

যে পরিমাণ খানা, সে পরিমাণ নাচ।

৩৩৮. [illegible]

যেমন তানা তেমন পজ্যেন।

যেমন টানা তানা তেমন পোড়েন

তুলনীয়- যেমনি কুকুর তেমনি মুগুর

৩৩৯. [illegible]

যেমন তান্যাবি, তেমন নাম সামুলেজী পিনোান।

যেমন তান্যাবি(একটি কিংবদন্তির মেয়ের নাম) তেমন নাম, তার পিননখাদিও(পরনের কাপড় বিশেষ) সামুলেজী ফুল বিশিষ্ট। ভাবার্থ- কাপড়-ছোপরে কো মেয়েকে খুব সুন্দর দেখালে বলা হয়

৩৪০. [illegible]

যেত্তমান দেবাকালা সেত্তমান ঝর আনে।

যতবড় কালো মেঘ, সে পরিমাণ বৃষ্টি হয় না।

তুলনীয়-যত গর্জে তত বর্ষে না।

৩৪১. যে ধক দরায়, যে ধক লরায়
যে ধক দরায়, সে ধক লরায়।
যত ডরায়, তত তাড়া করে।

ঙ

৩৪২. ঙাজ ভুল, কাজ ভুল
রাজ ভুল, কাজ ভুল।
রাজার ভুল হলে কাজের ভুল হয়।
তুলনীয়- রাজা দোষে রাজ্য নষ্ট।

৩৪৩. ঙাতা নেই দেজত কুরিএ ডাক পারে
রাতা নেই দেজত কুরিএ ডাক পারে।
মোরগ নাই দেশে মুরগি ডাক পাড়ে।

৩৪৪. ঙানধে বার চায়, বারতে বার ন চায়
রানধে বার চায়, বারতে বার ন চায়
রাঁধতে অপেক্ষা করে, কিন্তু বাড়তে দিশ পায় না।

ল

৩৪৫. লক্ষী সীতা কলঙ্কিনী
লক্ষী সীতা কলঙ্কিনী।
লক্ষ্মী সীতাকেও কলঙ্ক বহন করতে হয়েছে।
তুলনীয়- চাঁদেরও কলঙ্ক আছে

৩৪৬. [illegible]

লগে ঘর বাড়ি বেরাজ্যা

বেদের মত সঙ্গে ঘরবাড়ি।

তুলনীয়- সঙ্গে বাড়ি সঙ্গে ঘর।

৩৪৭. [illegible]

লগে যলা লগে শেজ।

আপদ বালাই সাথে সাথে দুর করতে হয়।

ভাবার্থ- ঝগড়া ফ্যাসাদ কিংবা লেনদেনের হিসেব যখন তখন মিটিয়ে ফেলা ভালো।

৩৪৮. [illegible]

লরানায় মরানায় সং।

স্থানান্তরে পুনর্বসতি গড়া ও মৃত্যুবরণ করা একই কথা।

৩৪৯. [illegible]

লরি চরি বার, ঘরত্ বই তের।

ঘোরাঘুরি করলে বার টাকা আর ঘরে বসে তের টাকা রোজগার। তুলনীয় সিলেটি প্রবাদ- হুইয়া মাগুর বৈয়া কৈ, জাল বায় বেটা ভেড়া। (নন্দলাল শর্মা-চাকমা প্রবাদ, পৃষ্ঠা-

৩৫০. [illegible]

লাঘত্ ন পায়দে জাগাত্ খাচ্ছুয়ায়।

শরীরে যে অংশ হাত দিয়ে লাগল পাওয়া সেই স্থান বেশি চুলকায়।

৩৫১. [illegible]

লাজে কাজ আ-রায়।

লাজ করলে কাজ হারাতে হয়।

৩৫২. [illegible]

লাদা খোক পাদা খোক ভাত্তুন পারাহ নয়

পোরোয়ে মারে মা দাঘিলে আমন মা দখক্যে ন অয়

লতা খাও পাতা খাও ভাতের মত নয়, পরের মাকে মা ডাকলে, আপন মায়ের মত নয়।

৩৫৩. [illegible]

লাভে লুয়া বয় অলাভে তুলায়্য ন বয়।

লাভের আশায় লোহা বহন করা যায়, লাভের আশা না থাকলে কেউ তুলাও বহন করে না।

৩৫৪. [illegible]

লামে পেলেহ্ বেরে ন পায়

বেরে পেলেহ্ লামে ন পায়।

লম্বায় পেলে বেড়ে পায় না, বেড়ে পেলে লম্বায় পায় না।

৩৫৫. [illegible]

লুআর দুজ, কামাজ্যার দুজ।

লোহার দোষ কামারের দোষ।

৩৫৬. [illegible]

লেই কুণ্ডরে বেই উধে

প্রশ্রয় পেলে কুকুর মাথা উঠে

ভাবার্থ- কাউকে বেশি প্রশয় দিতে নেই

৩৫৭. [illegible]

লেন্দা গরু ভন্দ চেলা।

ন্যাংটা গরুর ভন্ত চেলা।

৩৫৮. [illegible]

লোত্ মুয়ত্ জয় লোক্ মুয়ত খয়।

লোকমুখে জয়, লোকমখে ক্ষয়।

তুলনীয়- দশচক্রে ভগবান ভুত।

ঘ

৩৫৯. [illegible]

সচ্ সচ্ পেলে আর হাঙ, ভয় পেলে কানজাবা কুরে ন জাঙ্

নরম হলে হাড্ডিও খায়, শক্ত হলে তার কাছে যাই না;

তুলনীয়-শক্তের ভক্ত নরমের যম

৩৬০. [illegible]

সচ্ কাবরে উল দাঙর

কাছা ঢিলে কাপড় পড়লে কোষ বড় হয়

তুলনীয়-লাই দিলে মাথায় উঠে

৩৬১. [illegible]

শব্দ শুনি গোয়ালপাড়া

দৈ দুধ ছেত্তেরা।

গোয়াল পাড়ায় শব্দ শুনে দৈ দুধ পর্যাপ্ত মনে করা।

তুলনীয়- গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।

৩৬২. [illegible]

শুন্যা কথা লই দুনিয়া ন বেরেচ।

শোনা কথা নিয়ে দুনিয়া বেড়িয়ো না।

তুলনীয়-গুজবে কান দিতে নেই।

৩৬৩. [illegible]

শ্যালা কাখোল খায় বুপ্যা মুঅত আধা।

শেয়াল কাঁঠাল খায় আর ছাগলের মুখে আঠা।

৩৬৪. [illegible]

সঙ লাগত সঙে পায়।

যে যেমন সেই তেমন সঙ্গী পায়

ভাবার্থ- অভাব-অনটন, পরিবারের টানাপোড়ন বুঝাতে

৩৬৫. [illegible]

সদরত আদর

নিকট আত্মীয়তার মধ্যে আপ্যায়নের প্রাবল্য।

৩৬৬. [illegible]

সভা মধ্যে কগরা ভাত।

সভা মধ্যে অশোভনীয় ব্যক্তি।

৩৬৭. [illegible]

সমত জরায়, অসমত খায়।

সময়ে জমায়, অসময়ে খায়।

৩৬৮. [illegible]

সময় থাকতে বান, দিন থাকতে হাঁট।

সময় থাকতে বাঁধ দাও, দিন থাকতে হাঁট।

তুলনীয়- সময়ের কাজ সময়ে করা।

৩৬৯. [illegible]

সমাদে দেগে, নিগিলদে ন দেগে।

প্রবেশ করতে দেখে, বের হতে আর দেখে না।

৩৭০. [illegible]

সাজ ভাদ্যে গাল খজ্‌রায়

সুসিদ্ধ ভাতও গালে ফুটছে।

তুলনীয়-সুখে থাকতে ভূতে কিলায়।

৩৭১. [illegible]

[illegible]

সাত বাঙালে এক দেই

বাবে নিলেহ্ পুদে নেই।

সাত কামলার এক দা, বাপে কাজে নিয়ে গেল ছেলের থাকে না।

৩৭২. [illegible]

সাদ অঝায় পুয়া মারে।

সাত ধাইয়ে ছেলে মারে।

তুলনীয়- অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

৩৭৩. [illegible]

সাদাঙা কলে আদাঙা উরে।

সৎমা বলতে আত্মা উড়ে যায়।

৩৭৪. [illegible]

সাপ অহ্‌ই খুত্ত, অঝা অহ্‌ই ঝাত্ত।

সাপ হয়ে দংশে, ওঝা হয়ে ঝাড়ে।

৩৭৫. [illegible]

সাপ্পো মারি লেজত্ পরান ন থ।

সাপ মেরে লেজে প্রাণ রাখে না।

তুলনীয়- শত্রুর শেষ রাখতে নেই।

৩৭৬. [illegible]

সার্ গল্যে পার গরে।

দৃঢ়তা থাকলে পার হওয়া যায়।

৩৭৭. [illegible]

সিবিদি খেই জিল ঘা হ্লে দই পিলা দেলেয়্ দর গরে।

চুন খেয়ে জিভে ঘা হলে, দধি খেতেও ভয় হয়।

৩৭৮. [illegible]

সুগত্তুন সুখ খাল কুল্যা বাঝা।

সুখের উপর সুখ, নদীর তীরে বাসা।

৩৭৯. [illegible]

সুজ ভরাদে খুরোল ভরায়।

সুঁচ ঢোকাতে কুড়াল ঢোকায়।

তুলনীয়- সুঁচ হয়ে ঢোকে, ফাল হয়ে বেরোয়।

৩৮০. [illegible]

সুয্য তাবখুন বালুত্তাব বেজ।

সূর্যের চেয়ে বালুর তাপ বেশি।

তুলনীয়- বাবু যত বলে, পারিষদ বলে শত গুণ।

৩৮১. [illegible]

সেদাম নেই ভেদাম এহ্‌ত্তম আহ্‌ গাঙকুলে নি ভিজেই ভিজেই খা।

যা এত শক্ত যে, খাওয়ার অযোগ্য, তা ছড়ায় ভিজিয়ে ভিজিয়ে খাওয়া।

মূলতঃ এটি একটি উপন্যাসের উক্তি।

৩৮২. [illegible]

সোবানে এক শত্‌ যোজন দেখে গুরু পুন ছামি ন দেখে।

শকুন একশ যোজন দুরে থেকে দেখে, কিন্তু গরুর গুহ্যদ্বারে পাতা ফাঁদ তার চোখে পড়ে না।

৩৮৩. [illegible]

সোম শনি পঝিমে নীদি।

সোম আর শনি পশ্চিমে যাত্রা শুভ।

৩৮৪. [illegible]

সোম শুক্কুর রোয় ধান, বুধে বৃষুদে ঘরত্‌ আন।

সোম ও শুক্রবার ধান রোপণের এবং বুধ ও বৃহস্পতিবার ফসল কাটার জন্য শুভপ্রদ।

৩৮৫. [illegible]

হাত্তে হাত্তে নলা

গা-আতে গা-আতে গলা।

হাঁটতে হাঁটতে হাটু, গাইতে গাইতে গলা।

ভাবার্থ- মানুষ অভ্যাসের দাস

৩৮৬. [illegible]
হাওজর জিনিস ফাওজে যায়
আশার জিনিস পাওয়া যায় না
তুলনীয়-অতি আশায় নিষ্ফল

৩৮৭. [illegible]
হেইদ পুনৎ কুগরে ভুগে।
হাতির পেছনে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে।
তুলনীয়- অরন্য রোদন

৩৮৮. [illegible]
হেইত্তো সুগেলে মোষ্য পারা
হাতি শুকোলেও মহিষের মতো;

৩৮৯. [illegible]
হেইত্তো যেদে ন দেঘে, উনদুরবো দেখে
হাতি যেতে দেখে না, ইঁদুর দেখে;
ভাবার্থ-বড় দোষে লঘু শাস্তি, আর ছোট দোষে বড় শাস্তি

৩৯০. [illegible]
হেইত্তো যাদে লেসচান থায়
হাতি যায়, লেজটি আটকে থাকে;

৩৯১. [illegible]
হেইতে মোজে বাজেলাক কোল, নল খাগারা মালেজ য়োল
হাতি মহিষে লড়ায় হলো, নল খাগড়া উজার হলো;
ভাবার্থ- যুদ্ধ হলে ক্ষতি হবেই

৩৯২. [illegible]

হেইত্ ঘা, পাদা অসুদ

হাতির ঘা, পাতা ঔষধ;

ভাবার্থ-বড় লোক কঠিন কাজ সহজে করা

৩৯৩. [illegible]

এরা খিয়্যে বাঘ দরে ধেয়ছ, চিত খেয়্যে বাঘ লাগ পেয়ছ

মাংস খাওয়া বাঘের ভয়ে পালিয়ে, কলিজা খাওয়া বাঘের সাক্ষাৎ; ভাবার্থ-যে বিপদের ভয়ে পালানো তার থেকে বড় বিপদে সম্মুখীন হওয়া

৩৯৪. [illegible]

হেরা পুততে সিককাদি পুরে

মাংস পোড়াতে শিক পোড়ে,

ভাবার্থ-আত্মীয় অপরাধের শাস্তি ভোগ করলে নিজের কষ্ট হয়। তাই আত্মীয়ের পক্ষে সাপাই গাওয়াই রীতি

৩৯৫. [illegible]

হেরা মাছ দাবানা সাচ, রান্য বেগুন ঘন্য মাছ

মাছ-মাংস, রানের সাঁচ, জুমের বেগুন আর ঘন্যা মাছ;

তুলনীয়-পোয়া বারো/সোনায় সোহাগা

৩৯৬. [illegible]

হেইত্ এলেতে গাছ তগাতোগি

হাতি আসলে তারপর গাছ খোঁজা;

ভাবার্থ- বিপদ পড়লে তারপর ছোটাছুটি

৩৯৭. [illegible]
হ্ইত্ কিনি পারে, কাঝি কিনি ন-পারে
হাতি কিনতে পারে, রশি কিনতে পারে না;
ভাবার্থ- কৃপনতা বুঝাতে

৩৯৮. [illegible]
হ্ইত মরা কুল ধাগি রাগেই ন-পারে
হাতি মরা কুলো দিয়ে ঢেকে রাখা যায়না;
তুলনীয়-শাক দিয়ে মাছ ঢাকা

৩৯৯. [illegible]
হ্ইত লোই এইত ধরে
হাতি দিয়ে হাতি ধরে;
ভাবার্থ- শত্রু শত্রুকে দিয়ে বিনাশ করা

৪০০. [illegible]
হেদ আরি ধান খরচ অহ্ন
মেজবানানহ্ পুনত্ রোল।
ষাট আড়ি ধান খরচ হল, ক্রিয়াকর্মও ঝুলে রইল।

৪০১. [illegible]
হ্াজ তোন দিই বাজ তোন, গুই এরালোই বিগুন তোন।
হাঁসের মাংস দিয়ে বাঁশ পোরল, গুই সাপের মাংস দিয়ে বেগুন তরকারী।

৪০২. [illegible]
হ্াজার কুব-অ ন-অ এক কুবে চিল্যে।
হাজার কোপে তৈরী নৌকা, এক কোপেচেড়া।

৪০৩. [illegible]
হাজিয়ে রাজিয়ে গুরবো, নিদিয়ে পুদিয়ে বরবো।
হাসিতে খুশিতে শিশু, নীতিতে পুঁথিতে বুড়ো।

৪০৪. [illegible]
হাত পুত্তে কুজু পাদা ধরে।
হাত পুড়তে কচুপাতা ধরে।

৪০৫. [illegible]
আততে আততে নলা, গাদে গাদে গলা।
হাঁটতে হাঁটতে নলা, গায়তে গায়তে গলা।

৪০৬. [illegible]
আদ পাচ আঙুল সঙ নয়।
হাতের পাঁচ আঙ্গুল সমান নয়।

৪০৭. [illegible]
আদ বাঙুরি থেবরক খায়।
হাতের চুড়ি ঠোক্কর খায়।

৪০৮. [illegible]
আদিক পুনদিগে ইজে মাদাত ঘু।
অতি পন্ডিতে চিংড়ির মাথায় মল।

৪০৯. [illegible]
আদিক পন্দিকে পদ-অ কুরে আগে।
অতি পন্ডিতে রাস্তার পাশে মলত্যাগ করে।

৪১০. [illegible]

হাদে বানি ভাদে ন মরে।

হাতে বেঁধে ভাতে মারেনা।

৪১১. [illegible]

হারেয়েদে মাচ্চো দাঙর।

হারানো মাছটি বড়।

[illegible]

৪১২. [illegible]

অজাত্যে কুর নাগে কানে ফোর, এক ঘর কুজ্যে সাত ঘরত ওল জাত হীন মুরগী নাকে-কানে পালক, এক ঘরের ঝগড়া সাত ঘরে ছড়ায়; ভাবার্থ-শত্রুতা ধীরে ধীরে ছড়ায়।

৪১৩. [illegible]

অত্তে খাঙ, আর জুমত উধে

এমনিতে খায়, তার উপর জুমে হয়।

তুলণীয়-পোয়া বারো

৪১৪. [illegible]

অথে ধুম পুয়া, আরও পুনত্ ঘু।

এমনিতে ডোমের ছেলে, তার আবার পোঁদে মল।

(ভাবার্থ- ভগ্ন স্বাস্থ্য ছেলে, তারপর বিপদ লেগেই আছে, অথবা একে তো গরিবের পুত, তারপর আবার হাতটানের অভ্যাস।)

৪১৫. [illegible]

[illegible]

অদৎ নাজনী বুরি

আর আ পজ্যে ধুলঅ বারি।

একে তো নাচুনে বুড়ি, আরও পড়েছে ঢোলে বাড়ি।

৪১৬. [illegible]

অল্প তেলে মরমজ্যা ভাজা।

অল্প তেল দিয়ে মুচমচে ভাজা।

(ভাবার্থ- দুরাশা)

৪১৭. [illegible]

অলে দত্তে নঅলে অত্তে।

হয় হবে, না হয় শেষ হবে।

তুলনীয়- হয় মরণ, না হয় সাধন

৪১৮. [illegible]

অক কদা কলে আম্মক বেজার, গরম ভাত দিলে বিলেই বেজার।

আসল কথা বললে আহম্মক বিরক্ত হয়, গরম ভাত দিলে বিড়াল বিরক্ত হয়; তুলনীয়- অপ্রিয় সত্য হলেও বলতে নেই।

৪১৯. [illegible]

অক্ চোল ন কারি রজা চোল

আসল চাল না কেড়ে,রোয়াজার চাল কাড়া।

(ভাবার্থ- নিজের কাজ ফেলে পরের কাজ করতে যাওয়া।)

৪২০. [illegible]

অরিঙো লঘে সঙরা পাগল

হরিণের সাথে সম্বরও পাগল।

(ভাবার্থ- অন্যকে করতে দেখে নিজের পক্ষে বেমানান কিছু করতে যাওয়া।)

৪২১. [illegible]

অলিবে কায্য নাঝ

অবহেলায় কার্য নাশ।

৪২২. [illegible]

অলে দত্যে, নাহলে হ্ত্যে।

হলে অনেক, না হলে সব শেষ।

(তুলনীয়-হয় জিতবো, না হলে মরবো।)

[illegible]

৪২৩. [illegible]

আক্কলে হদারে চিনে।

আন্দাজ করে ভগবানকে ও চেনা যায়।

৪২৪. [illegible]

আগাজর চান তারা, পুনত্ কেচপোরা।

অলিক কল্পনা।

৪২৫. [illegible]

আগে খায় আগে ধায়, তা লাগত কিয়ই ন-পায়।

আগে খায় আগে যায়, তার নাগাল কেউ পায়না।

(তুলনীয়-আগে যে কোন কাজ সম্পন্ন করা উচিত।)

৪২৬. [illegible]
আগুনঅ লুড়া থুম হ্না।
মৃত্যু দেখে আনা।

৪২৭. [illegible]
আলু পাদা তালু ন হ্না।
জীবনে এখনো অনেক সময় বাকি।

৪২৮. [illegible]
আগে গেলে বাঘে খায়, পিজে থেলে সনা পায়।
আগে গেলে বাঘে খায়, পিছে থাকলে সোনা পায়।
(ভাবার্থ-মারামারি সময় সামনে যেতে নেই।)

৪২৯. [illegible]
আগুনত্ দিয়ে দুর।
আগুনে দেওয়া কচ্ছপ; ভাবার্থ- ভয় পেলে চুপ থাকা।

৪৩০. [illegible]
আগুনত দিলে মরা সুগুনিবোয় সাত পাক খায়।
আগুনে দিলে মরা শুটকিও তিন পাক খায়।
(ভাবার্থ-বিপদে পড়লে লড়াই করে বাঁচার চেষ্টা করে।)

৪৩১. [illegible]
আঘে কাবজ্যের আঘে জার, নেই কাবজ্যের নেই জার।
যার কাপড় আছে তার শীতও আসে, যার কাপড় নেই তার শীতও নেই; (ভাবার্থ- যার আছে ভুরি ভুরি, সেই আরো চাই।)

৪৩২. [illegible]
আঝার কলা বাজারত যাই
আষাঢ়ের কলা বাজরে যায়;
(ভাবার্থ-আষাঢ় মাসে কলা রোপন করলে ফলন বেশি হয়।)

৪৩৩. [illegible]

আঝি পার হলে পাজি

আশি পার হলে পাজি;

ভাবার্থ-বৃদ্ধ হলে ভালো সাজা যায় না।

৪৩৪. [illegible]

অন্ধ গুরু খদা রকখা।

অন্ধ গরুর খোদা রাখাল;

ভাবার্থ-যার কেহ নেই তাকে ভগবান রক্ষা করে।

৪৩৫. [illegible]

আবিতজনে রাজারে চজ্যায়।

পিছন থেকে রাজাকেও নিন্দা করে।

৪৩৬. [illegible]

আমন আনদাজ পাগলে বুজে।

নিজের অবস্থা পাগলও বুঝে।

৪৩৭. [illegible]

আমন বুদ্ধি সনা, পরেয় বুদ্ধি রাঙ, আরাল্যে পারাল্যে বুদ্ধি গাজ মাদাত তাঙ।

নিজের বুদ্ধি সোনা পরের বুদ্ধি রাঙ, পাড়া-প্রতিবেশির বুদ্ধি গাছের মাথায় ঝুলাও।

৪৩৮. [illegible]

আমন মাধা ফেজা কিয়ই ন দেঘে।

নিজের মাথার ময়লা কেউ দেখতে পায়না;

(ভাবার্থ- নিজের দোষ না দেখা।)

৪৩৯. [illegible]

আমন লগ্‌গন পররে দি, বাবন্যে মরে অরি ।

নিজের লগ্ন পরকে দিয়ে বামন মরে আহ্‌গরি।

(ভাবার্থ- পরের উপকার করলে নিজেকে উপোস থাকতে হয়।)

৪৪০. [illegible]

আমনত্তুন খেলে খা-আ, পরত্তুন খেলে চা-আ।

নিজের থাকলে খাও, পরের থাকলে চাও।

৪৪১. [illegible]

আমনত্তুন ন খেলে দুনিয়ে আন্দার।

নিজের না থাকলে দুনিয়া আঁধার।

৪৪২. [illegible]

আমনে থগিলে বাবরেয় ন কয়।

নিজে থকলে বাবাকেও বলতে নেই।

৪৪৩. [illegible]

আমনে ন পায় জাগা, কুত্তা পুজে বাগা।

নিজে পাইনা জায়গা, কুকুর পুষে বর্গা।

৪৪৪. [illegible]

আরগাত্তুন দারগা, কাবর ন উরি জার খা-আ।

দুর্গতির উপর দুর্গতি, কাপড় না পড়ে ঠান্ডা খাও।

৪৪৫. [illegible]

আরাত আরা আবুজে।

আরায় আরা আতকায়।

(ভাবার্থ-উপর্যপুরি সমস্যা।)

৪৪৬. [illegible]

আলজি মানজ্যর বর পঝা।

অলস লোকের বোঝা বড়।

৪৪৭. [illegible]

আঘানাত্তুন ভেরেততো ডাঙর।

পায়খানা করার চাইতে ভুর ভুর আওয়াজ বেশি।

(ভাবার্থ- যত গর্জে, তত বর্ষে না।)

[illegible]

৪৪৮. [illegible]

ইক্‌কো হলে কারা কারি, দিব্য হলে আরা আরি,

তিননো অলে আগা আঘি।

একটি হলে কাড়াকাড়ি, দুটি হলে আরাআরি, তিনটি হলে বিতৃষ্ণা।ভাবার্থ-ছেলে প্রথমটি আদর বেশি, দ্বিতীয়টি হলে মান অভিমান, তৃতীয়টি হলে বিতৃষ্ণা।

৪৪৯. [illegible]

ইগিম কলা বাগল বালা।

সাদরে দেওয়া কলা, খোসাও ভালো।

৪৫০. [illegible]

ইজাব গুরু বাঘে খেই ন পারে।

হিসাবের গরু বাঘও খেতে পারে না।

(তুলনীয়- একতাই শক্তি।

ন

৪৫১. নশু নদলে ঘী ষ-নাে
উজু আঙুলে ঘি ন-উদে
সোজা আঙুলে ঘি উঠে না

৪৫২. নবযুগেগোগলে, লবযু গেগলেগলে
উচ্চো মরে একালে, লুচ্চো মরে কালে কালে।
সরল মানুষ মরে একবার, চরিত্রহীন ব্যক্তি মরে বার বার।

৪৫৩. নশুলে ষ গেগে, পগেয়ে গেগে
উজোলে ন-মরে, বুদিয়্যে মরে।
বারে মরে না, ভারেই মরে।

৪৫৪. নগগঔ যেয যাগগে, গঔঔ যেয যয,
গগযষ নাগঔ যেগ-যেযা, যশষ গগঔ ৩য
উত্তম পেঝা বাণিজ্য, মদ্যম পেঝা চাষা, তাত্তুন অদম পেক-পেয়াদা, সাজন্য তগায় বাসা।
উত্তম পেশা সওদাগর, মধ্যম পেশা চাষা, তার চাইতেও অধম পেশা পাইক-পেয়াদা, সন্ধ্যায় খোঁজে বাসা।

৪৫৫. নগগগে গঈগলে গঈগল ষষ
উত্তরে মঙগলে মঙগল নেই।
মঙ্গলবারে উত্তরে গেলে মঙ্গল হয়না

৪৫৬. নাঃ গদ গ্রম গে, গগে গেলে সগ্র ষষ
উদ্য মাধা ফুত্য গেই, তারে দেলে যাত্রা নেই।
যাত্রাকালে ন্যাড়া মাথা কিংবা শোয়া অবস্থায় গাই গরু দেখলে যাত্রা অশুভ।

৪৫৭. [illegible]

উগুরে উগুরে বোয়ের বায়, কলগ মাদিয়ে তান ন-পাই।

উপরে উপরে বাতাস প্রবাহিত হলে, নিচের মাটি তা টের পায়না।

৪৫৮. [illegible]

উল্লো লাগরি পুগর ব, নগান মাধাৎ দি জুমোরান্ ব।

উল্টো লাকড়ী, পূর্বের বাতাস, নৌকা মাথায় দিয়ে টোকাটা বইতে থাক।

(ভাবার্থ- উল্টো কাজ।)

৪৫৯. [illegible]

উন ভাদে দুন বল, অতি ভাদে রজাত্তল।

উনা ভাতে দুনা বল, অধিক ভাতে রসা তল।

৪৬০. [illegible]

উরুমুরু যাত্রা, যা গরে বিধাতা।

হুরমুর করে যাত্রা করো, বিধাতা যা করবে করবেন।

৪৬১. [illegible]

উলত আত দি বাদাল্য যা।

কোষে হাত দিয়ে বাদ যাও।

৪৬২. [illegible]

উলত নেই তেনা, মিদে গুলি ভাত খানা।

লজ্জা ঢাকার কাপড় নেই, মিঠা দিয়ে ভাত খাওয়া।

৪৬৩. ঞেন্ গতো ঙেন্ঘে ঞেন্ ঠ্ গতো ন্গেঘ ঙ্ ঞতে

এক আদে মাজ্যে সেল দি আদে খুয়েই ন পারে।

এক হাতে ছোঁড়া তীর দু হাতে তোলা যায়না।

৪৬৪. ঞেন্ শ্ঙ রেন্লেঘ ঙ্গ্ঙ, ঠ্ শ্ঙ রেন্লেঘ ঙ্গ্ঙ

এক কোজা খেলেয় রোন্, দি কজা খেলেয় রোন্।

এক কোঁয়া খেলেও রসুন, দুই কোঁয়া খেলেও রসুন;

ভাবার্থ- চোরের জিনিস এক টুকরো নিলেও চোর

৪৬৫. ঞেন্ ন্গেঘ গ্ঘ ঙ্-ঞতে

এক কুবে গাচ্ ন পরে।

এক কোপে গাছ কাটা যায়না,

ভাবার্থ- একবারে কার্যসিদ্ধি হয় না

৪৬৬. ঞেন্ ন্গেন রেতো, ঞেন্ ন্গেন ঞতো

এক তুলে খেদে, এক তুলে পুদে।

উন্নতি হয় ক্ষেতে অথবা সন্তানে।

(ভাবার্থ-সুসন্তান পরিবারের সুনাম বয়ে আনে।)

৪৬৭. ঞেন্ ঠ্রেঙ্গ ঙ্গ্রেন্গেন ঙ্গ ন্গঘ

এক দিনে জারকাল ন যায়।

এক দিনে শীত যায়না।

৪৬৮. [illegible]

এক মুরোত্তুন এক মুরো অজল লাগে।

এক পাহাড় থেকে এক পাহাড় উঁচু লাগে।

(তুলনীয়-নদীর এপার ছাড়িয়া নিশ্বাস, ওপাড়েতে আছে সর্ব সুখ আমার বিশ্বাস।)

৪৬৯. [illegible]

এক মোক্যে ঝাদি ভাত, দি মোক্যে লাদি ভাত,

তিন মোক্যে কবালত আত।

এক বউ হলে তাড়াতাড়ি ভাত, দুই বউ হলে পা দিয়ে ঠেলে দেয়া ভাত, তিন বউ হলে কপালে হাত

৪৭০. [illegible]

বেক শিয়ালের বিজ্যে তন্‌তনায়

এক শেয়ালের কোষ তনতন করলে সব শিয়ালের কোষ তনতন করে; ভাবার্থ-একজনের ইচ্ছা হলে অন্যজনও তা অনুসরণ করে

৪৭১. [illegible]

এক হ্‌াল চেলা

এক চাষের বলদ

তুলনীয়- একই গুরু শিষ্য

৪৭২. [illegible]

এগা দুজে সর্ব দুকখ

একার দোষে সবার দুঃখ;

ভাবার্থ-একজন দোষ করলে সবাইকে কষ্ট পোহাতে হয়

৪৭৩. [illegible]

এগা সয্য তেল নয়

এক সরিষা তেল নয়;

তুলনীয়-দশের লাথি একের বোঝা

সহায়ক:

১. নন্দলাল শর্মা- চাকমা প্রবাদ, ২০০৭
২. বঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ান- চাকমা প্রবাদ প্রবচন, ২০০৫
৩. দুলাল চৌধুরী, চাকমা প্রবাদ, ১৮৮০
৪. সুগত চাকমা, বাংলাদেশের চাকমা ভাষা ও সাহিত্য, ২০০২
৫. বিরাজ মোহন দেওয়ান, চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত ২০০৫

ISBN 978-984-33-9004-2

9 789843 390042 >

প্রকাশনায়
জাবারাং কল্যাণ সমিতি
ও
চাঙমা একাডেমি

সহযোগিতায়
সিএইচটিডিএফ-ইউএনডিপি

Empowered
Resilient nat